তীর্থে শান্তি।



শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী
প্রণীত।



পোঃ কাঞ্চনপুর (ঢাকা) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

PRINTED BY B. N. CHATTERJEE

AT

KUSUMIKA PRESS,

52-7, Bowbazar Street, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র



আমার স্বর্গীয় পুত্র

৺অবনীমোহন চৌধুরী

ও

৺মোহিনীমোহন চৌধুরী।

বাবা অবনী! বাবা মোহিনী!

তোমাদের শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হই। তীর্থ পূজা শেষ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, তাই 'তীর্থে শান্তি' তোমাদের করে অর্পণ করিলাম। দিব্যধাম হইতে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করত তোমারা দুই ভাই শান্তিলাভ করিয়া. তোমাদের স্বর্গগত ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও নিদারুণ অপত্য শোকে প্রাণত্যক্তা তোমাদের হতভাগিনী গর্ভধারিণীকে শান্তি প্রদান করিও।

তোমাদের শোকসন্তপ্ত

হতভাগ্য পিতা

রমণী

বিজ্ঞাপন।

'তীর্থে শান্তি' আমার দুঃখের গান। ইহা সারগর্ভ নহে, সুতরাং কাহারও কোন উপকারে আসিবে না; তবে যদি আমার মত কোন শোকাতুর হতভাগ্য কেহ থাকেন এবং 'তীর্থে শান্তি' পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র শান্তিলাভ করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

নানা কারণে বাধ্য হইয়া পুস্তকখানার বহু অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি, নতুবা পুস্তকের কলেবর দ্বিগুণেরও অধিক হইত সন্দেহ নাই। বহু স্থান পরিত্যাগ করার দরুণ অসংলগ্নতা দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শোকোন্মত্ত হৃদয়ে এই গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় নিজেও ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারি নাই এবং অন্য কাহাকেও দেখাইতে পারি নাই সুতরাং নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ থাকাই সম্ভব। আবশ্যক হইলে বারান্তরে সংশোধন করিবার আশা রহিল।

'তীর্থে শান্তির' আলোচ্য বিষয়গুলি অতীব গুরুতর। এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ে মাদৃশ মহামূর্খের হস্তক্ষেপ করায় জনসমাজে যে হাস্যাস্পদ হইব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিমধিকমিতি।

কাঞ্চনপুর
১০ই আশ্বিন
১৩৩৩ সন

শ্রীরমণীমোহন দেবশর্ম্মা।

মঙ্গলাচর

'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।'

নমি শ্বেতাঙ্গিনী—   বিশ্ব বিমোহিনী—
ত্রিতন্ত্রী ধারিণী ভারতী মাতা!
জগৎ-বন্দিনী,   গোলোক বাসিনী,
জলধি-নন্দিনী-লোলার সতা।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,   কিবা দেব নর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, তোমার দাস
উর অকিঞ্চন—   হৃদয়-আসন,
পূজিতে চরণ, পাই মা! ত্রাস।
অমর-ভবন   মিলি দেবগণ,
পূজেছে চরণ, পুরাণে শুনি,
করি আয়োজন   গুণানু কীর্ত্তন,
কত আরাধন করেছে বাণী।
যুগ-যুগান্তর   আদিত্য, কিন্নর
পবিত্র অমর বাঞ্ছিত ফুলে,
করেছে অর্চ্চনা   শ্বেত পদ্মাসনা,
ভজেছে আরো মা! সপ্তর্ষি কুলে।

মঙ্গলাচরণ

একালে, সেকালে, এ মহীমণ্ডলে,
মানব সকলে পূজিছে কত,
পূজোপকরণ হয় না স্মরণ,
কেমনে চরণ পূজিব মাতঃ!
বিরূপা কমলা; শুনিয়াছি ওমা!
আরাধিলে তোমা ভকতি ভরে,
লও কোলে তুলি ঝাড়ি তম-ধূলি,
কৃপা-নেত্র মেলি নেহারি তারে,
নানা ভূষা দিয়া কত সাজাইয়া
অমর করিয়া দেও মা, ভবে,
যে জন দুর্ম্মতি বিহীন ভকতি
তার সরস্বতি! কি গতি হবে?
পেয়ে তব বর কবি রত্নাকর,
কানন-ভিতর, জাগ্রত হ'ল
ও চরণ ভাবি শুনেছি বাগ্দেবি!
কালিদাস কবি, সুকৃতি পেল।
মহাঋষি ব্যাস, কাশীরাম, ভাস,
মাঘ, কৃত্তিবাস লভেছে দয়া,
চণ্ডী, বিদ্যাপতি, ভট্টি, দাশরথি,
প্রসাদ সুমতি পেয়েছে ছায়া।
গুণাকর কবি, অমর, ভারবি,
দণ্ডী, পদ সেবি বিদিত ভবে,

মঙ্গলাচরণ।

বররুচি ধীর, বরাহ, মিহির
তব কৃপা-নীর পিয়েছে সবে।
খণা, লীলাবতী, শঙ্কু, ভবভূতি
ভজিয়া ভারতী পেয়েছে যশঃ,
তুলসী, মুরারি, ও শ্রীভর্ত্তৃহরি,
শ্রীহর্ষাদি করি করেছে বশ।
আরো কতজন ও রাঙ্গা চরণ
করিয়া স্মরণ ভকতিভরে,
হয়েছে অমর যুগ-যুগান্তর
সংসার ভিতর তোমার বরে।
যদি বীণাপাণি! জ্ঞানপ্রদায়িনি!
অধমে জননি! করুণা কর,
ফলিবে বাসনা, পূরিবে কামনা,
মনের যাতনা হইবে দূর।
নাহি উচ্চ আশা, যশের পিপাসা,
মনে বড় তৃষা দুঃখের গান,
গাবে অর্ব্বাচীন, সুরতাল হীন,
জুড়াবে এ দীন তাপিত প্রাণ।
তাই সে কাতরে ডাকে মা! তোমারে,
তব কৃপাতরে, অধম দীন,
অজ্ঞানতা-মোহে এ হৃদয় দহে,
কল্পনাও নহে আয়ত্তাধীন।

নাহি জানি তন্ত্র, কোথা পাব মন্ত্র ?
ভক্তি, বাদ্য-যন্ত্র আর মা ফুল ?
অর্পিব অঞ্জলি নেত্র-নীর ঢালি
শুষ্ক আশাগুলি দুঃখের মূল।
হৃদ্‌পদ্মাসনে শ্বেতাবজাসনে !
বসিয়া, সন্তানে করিয়া দয়া,
সপ্তস্বরা করে প্রফুল্ল অন্তরে
গাও মা, মধুরে উপেন্দ্র জায়া !
জননী জ্ঞানদে ! সারদে ! বরদে !
ভক্তিহীন হৃদে বিহার কর,
অজ্ঞানতা-তম মোহান্ধতা-ভ্রম—
বিনাশিয়া মম, দেও মা ! বর।

তীর্থে শান্তি

তীর্থ ও ভারত।

শোক, দুঃখ জর্জ্জরিত সন্তাপিত প্রাণ
অনন্ত অশান্তিপূর্ণ নিরাশার কোলে,
কে আছ মানব কোথা আমার সমান,
কার বুকে শোকানল দিবানিশি জ্বলে ?
কে আছ কোথায় ব্যগ্র শান্তি সুখ তরে
ব্যথিত হৃদয় লয়ে ?—আছে স্থান কত
পরম পবিত্র এই ভারত-ভিতরে
ভারতের তীর্থাবলী, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, তনয়া, তনয়,
ধর্ম্মপত্নী হারাইয়া জ্বলন্ত শ্মশানে,
হেরিনু নয়নে বিশ্ব অন্ধকারময়,
শোকাগ্নি, দাবাগ্নি সম জ্বলিল পরাণে।
চলিলাম গৃহ হ'তে তীর্থ লক্ষ্য করি,
তাপিত পরাণ লয়ে পাগলের প্রায়,
দীন আমি দীনভাবে স্মরিয়া শ্রীহরি,
সহিয়া অসহ্য কষ্ট, শান্তির আশায়,

মোহান্ত ও পাণ্ডাদের অত্যাচার যত,
কপটতা, নির্দ্দয়তা তীর্থবাসীদের,
উপেক্ষা করিয়া সব ভ্রমিনু নিয়ত,
জুড়াইতে শোক জ্বালা এই হৃদয়ের।
হেরিলাম লীলা-ক্ষেত্র বিশ্ব নিয়ন্তার
পাপ নেত্রে ভক্তিভাবে ;—কল্পনা নয়নে
দেখিলাম কত তীর্থ পুণ্য-পারাবার
পবিত্র শান্তির স্রোত প্রবাহিল প্রাণে।
উঠিল সুখের উৎস হৃদয় প্লাবিয়া
ছুটিল পরাণ ভরি ভক্তি প্রস্রবণ,
শোক, দুঃখ, তাপ, জ্বালা গেল পালাইয়া
বিমল আনন্দ-নীরে হইনু মগন।
নেহারিনু নিসর্গের দৃশ্য মনোহর—
সাগর, পর্ব্বত, হ্রদ, তটিনী, কানন,
প্রান্তর, পার্থিব কত নেত্র-প্রীতিকর
পার্ব্বত্য লতিকাবৃন্দ, মহীরুহগণ।
শ্যামল বিটপী শ্রেণী, ব্রততী রূপসী,
ভূধরের অঙ্গরাগ দে'ছে বাড়াইয়া
কলরবে লয়ে বুকে স্বচ্ছ বারি-রাশি
কত নির্ঝরিণী বেগে যাইছে বহিয়া।
হরিৎ, শ্যামল পত্রে, নানাজাতি ফুলে,
সাজায়েছে গিরি-অঙ্গ প্রকৃতি সুন্দরী,

শোভিতেছে স্থির নীল গগনের তলে
কি স্বর্গীয় চিত্রাবলী! আহা মরি মরি!
উঠি দেখি নগ শৃঙ্গে দূরে সমতল,
কিযে রমণীয় শোভা নহে বর্ণিবার,
আবার প্রবেশি দেখি গিরিগুহাতল,
কি অতুল ভাবময় গভীর আঁধার।
কিবা দিব্য নীরবতা! শান্তি ত্রিদিবের,
কি অস্ফুট ধ্বনি মরি শ্রবণ-রঞ্জন!
না পশে সূর্য্যের রশ্মি, কিরণ চন্দ্রের
ভকতি, বিস্ময়, হর্ষে ডুবে গেল মন।
নিরখিনু নিশাকালে ভূধরের গায়,
অসংখ্য খদ্যোত কিবা জ্বলিছে সুন্দর!
হীরকের কারুকার্য্য তার তুলনায়
কতই মলিন আর কত হীনতর।
শৈলের শিখর দেশে বারিদের দল
কোথাও রয়েছে মিশি ধূমল বরণে,
আবরিয়া গিরি-গাত্র, পাদপ সকল,
মৃদুল পবন খেলা করে তার সনে।
কত শত বন-পশু বিজন কাননে
ভ্রমিছে স্বাধীনভাবে ভ্রূক্ষেপ নাই,
অধীনতা কথা তারা শুনে নাই কাণে,
আহার, বিহার রঙ্গে উন্মত্ত সদাই।

তীর্থে শান্তি।

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর দিব্য নীলাম্বরে,
রজত পূর্ণেন্দু-ছটা যখন মিশায়,
স্বভাব-সৌন্দর্য্য রাশি উছলিয়া পড়ে
ভুবন মোহিত করি স্নাত জ্যোৎস্নায়!
পুষ্পিত পল্লব কোথা বেষ্টিত লতায়,
দুলিতেছে কিবা চারু মৃদুল হিল্লোলে!
প্রকৃতির ছত্র যেন ভূধরের গায়!
কতই ভ্রমর তাতে আসে দলে দলে।
উষায় শিশির স্নাত কুসুমের রাশি,
তরুণ অরুণ রাগে রঞ্জিয়া কেমন,
প্রকাশিছে প্রকৃতির অকপট হাসি!
ডুবাইয়া ভক্তিনীরে ভাবুকের মন।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে গায় কত অলি,
ফুলে, ফুলে পরিমল আহরিয়া সুখে,
সবুজ পাতার আড়ে কুসুমের কলি,
অফুটন্ত মুখ ভৃঙ্গ বৃথায় চুমুকে।
পাখীর মধুর গানে, ঝিল্লীর ঝঙ্কারে,
পূরায় পীযূষধারে শ্রবণ বিবর,
শিখীর কলাপ দেখি মন প্রাণ হরে,
আনন্দ-সলিলে উঠে ভরিয়া অন্তর।
নিশিতে বিহার করে খগ নিশাচর,
পেচকেরা দলে দলে করি বহু তর্ক,

ঊষার উন্মেষ ভাবি পালায় সত্বর
পূরব গগনে হেরি সোণার বালার্ক।
নন্দন কানন বুঝি কল্পনা কবির ?
সে শোভা দেখিতে সাধ্য মানুষের নাই।
কি কাজ সে কল্পনায় ? এই প্রকৃতির
কতই নন্দন শোভা দেখিছি সদাই।
শোভিছে সরসী, বক্ষে বীচিমালা তুলি,
কমল, কুমুদ, কহ্লা দোলাইয়া ধীরে,
কত জলচর পাখী করিতেছে কেলি,
কমনীয় শস্য-ক্ষেত্র শোভা করে তীরে।
পুলকে তটিনী কুল যাইছে বহিয়া,
খর স্রোতে, ঘূর্ণাবর্ত্তে করি কত রঙ্গ,
ভীম প্রভঞ্জন সহ কখন মিশিয়া
উঠিছে সে জলে কিবা ভীষণ তরঙ্গ !
দেখিলাম পারাবার, বর্ণিব কেমনে ?
অনন্ত সলিল রাশি নাহি বেলা সীমা.
তরল নীলিমাময় বারিধি জীবনে
প্রকাশিছে স্রষ্টার কি অপার মহিমা !
কত শত নীল উর্ম্মি পর্ব্বত প্রমাণ
প্রভঞ্জন সহ বেগে করিতেছে রণ,
জলে জলে একি যুদ্ধ ! ধরা কম্পমান
শুনি সেই মহাসিন্ধু গর্জ্জন ভীষণ !

কি আছে অতল গর্ভে বারিনিধি ! তব
কল্পনারো নাহি সাধ্য করিতে কল্পনা,
না জানি বা আছে কত সংখ্যাতীত জীব,
মণি, মতি, রত্ন যার না হয় তুলনা।
কি সুন্দর সেতু হার পরিয়াছ তুমি
শ্রীরামের রাঙ্গাপদ পাইতে ত্রেতায়,
আছে রামেশ্বর সেতু, সে ভারত ভূমি,
কিন্তু ভারতের আজি একি দশা হায় !
বড় নিরাশার দৃশ্য নীরেন্দ্র ! তোমার,
বিস্মিত, স্তম্ভিত হল আমার হৃদয়,
বুঝিলাম একদিন এ-ভব সংসার
ছিল মহাশূন্য-তলে নীল বারিময়।
বারীন্দ্র ! অনন্ত দেব পদ-তলে রমা,
সেই মহা একার্ণবে অনন্ত শয্যায়,
কি লীলা অপূর্ব্ব ! যার না হয় উপমা
ভাসিতেন হরি সদা পূর্ণ মহিমায় !
কেমনে করিব ধ্যান সেই ব্রহ্মদেহ ?
কেমনে পূজিব আমি সেই গুণধাম ?
তুমি বিনা সেই লীলা দেখে নাই কেহ,
উদ্দেশ্যে তোমার তীরে করিনু প্রণাম।
জল, স্থল, চরাচর, কিবা অহর্নিশি,
অনিল, অনল, ব্যোম কত কব আর !

গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, দিবাকর, শশী,
প্রকাশে অনন্ত লীলা বিশ্ব বিধাতার।
শোভিছ প্রকৃতি দেবি! ত্রিদিব-সুন্দরী,
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্য রাশি যেখানে সেখানে
তব রচয়িতা যিনি, কহ কৃপা করি,
কোথা গেলে তাঁর দেখা পাইবে এ দীনে?
হেরি প্রাকৃতিক শোভা পুলকিত মনে
কহিলাম ;—'ভগবন! কি লীলা তোমার!
তব স্বতঃ চারু দৃশ্য নেহারি নয়নে
কার না হৃদয়ে হয় ভকতি সঞ্চার?
দারু, ধাতু, মৃত্তিকা বা পাষাণ নির্ম্মিত
দেখিয়াছি নাথ! তব কতই মূরতি
ভাবিয়াছি কত, তবু অভাগার চিত
না জুড়াল তাতে, মনে না পাইনু প্রীতি।
শুনিয়াছি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ তুমি,
বিশ্ব তবে তব রূপ নাহিক সংশয়,
তব চির লীলাক্ষেত্র এ ভারত ভূমি
স্বভাব-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ, দিব্য শোভাময়,
হেরিনু নয়ন ভরি আনন্দে অধীর,
দ্রবিল পাষাণ বক্ষঃ ভক্তি প্রস্রবণে,
দর দর ধারে সদা বহে নেত্র-নীর,
অসংখ্য প্রণাম করি তোমার চরণে।'

কতই কৃত্রিম দৃশ্য পড়িল নয়নে,
অনুকারী স্বভাবের অনুপম শোভা,
কত দক্ষ শিল্পকর গড়েছে যতনে,
চিত্রিয়া বিবিধ রঙে জন মনোলোভা।
মন্দির, প্রাসাদ কত বিচিত্র সুন্দর
মর্ম্মরের কারুকার্য্য, স্তম্ভ সুবর্ণের,
লৌহবর্ত্ম, লৌহ-সেতু, মঞ্চ উচ্চতর
বিরাজিছে বিমোহিয়া চিত্ত মানবের।
পরিখা, তড়াগ সর, উৎস কত আর
চারু উপবন, কুঞ্জ মানস রঞ্জন,
চিত্রপট, চিত্রশালা শোভায় যাহার
অবাক হইয়া যায় মানবের মন।
ধনের গরবে কত কোটিপতি নর,
কৃত্রিম অমরাবতী করিয়া সৃজন,
আমোদে, প্রমোদে কাল কাটে নিরন্তর
সৌভাগ্যের সুখ অঙ্কে করিয়া শয়ন।
ভিখারীর নেত্রজলে ভিজে না হৃদয়,
শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদে বধির শ্রবণ,
ভেবেছে, দেখিয়া ধরা সুখ স্বপ্নময়,
এই ভাবে চিরদিন কাটিবে জীবন।
আবার দেখিছি কত রাজপুরী অই,
ডুবেছে গহন বনে কি দৃশ্য ভীষণ!

কোথা গেল সে রাজেন্দ্র ? সে বিভব কই ?
পৃথিবীর সুখ কিরে নিশার স্বপন !
নেহারিনু প্রাচীনের ধ্বংস অবশেষ,
কত রাজ, রাজপুরী ভীষণ কানন
প্রস্তর ইস্টক স্তুপ্ ! নাহি চিহ্ন লেশ,
কাঁপিয়া উঠিল বক্ষঃ, ঝরিল নয়ন।
মানবের সমাগম অসম্ভব কথা
হিংস্র জন্তু বাসস্থান কি দৃশ্য ভয়াল !
প্রাসাদ, নগর, দুর্গ ধ্বংস যথা তথা
গর্জ্জে আশীবিষ, সদা ডাকে ফেরুপাল।
নাই সে প্রাচীন বংশ চন্দ্র, সূর্য্য কুল,
নাই সব পুণ্য শ্লোক ক্ষত্রিয় নৃপতি,
ভারতের সেই সব হ'য়েছে নির্ম্মূল
আঁধার ভারত ভূমি, ভীষণ নিয়তি !
ভারতের সর্ব্বশেষ উল্লেখের স্থান,
দেখিলাম 'রাজস্থান' বিজন কানন !
ভুলিতে পারে না তবু ভারত সন্তান
ইতিবৃত্ত, ধ্বংস-চিহ্ন করায় স্মরণ।
নীরব গঙ্গার জল, যমুনা-লহরী,
সরযু ও গোদাবরী বহিছে নীরবে,
লুপ্তপ্রায় সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুনদ মৃতপ্রায় এবে।

রাজসূয়, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ যত
ভারতের মহাযজ্ঞে হইয়াছে শেষ
কুরুক্ষেত্রে ; সে ক্ষেত্রও নীরব নিদ্রিত,
কোথাও নাহিক সেই পূর্ব্বভাব-লেশ।
নিদ্রা যাও কুরুক্ষেত্র ! ঘুমাও প্রভাস !
দিয়াছ দুষ্কৃতে শাস্তি যথাযোগ্য যার,
ভারতের আর নাহি কোন অভিলাষ,
সুসুপ্ত ভারত, ঘুম ভাঙ্গিও না আর।
আসেন জগৎ-মাতা ভারত ভুবনে
মহিষমর্দ্দিনী রূপে উজলিয়া দিশি,
শরতে, বসন্তে, কৃপা করিয়া সন্তানে,
হৃদয়ে, হৃদয়ে কিবা করুণা প্রকাশি !
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, জটাজুট আর
দিব্য তিন নেত্রযুক্ত চারু চন্দ্রানন.
ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি পূর্ণ মহিমার,
কষিত কাঞ্চন-বিভা ঝলসে কেমন !
আয়ুধ-মণ্ডিত দিব্য ভুজ দশ খানি,
পদ-তলে শোভে মার কেশরী, অসুর,
পার্শ্বে শতদল'পরে লক্ষ্মী, বীণাপাণি,
হেরম্ব ও স্কন্দ, সহ, মূষিক, ময়ূর।
উর্দ্ধে সতীনাথ, দিব্য বৃষভ বাহন,
দক্ষ-যজ্ঞ বিড়ম্বনা মনে জাগে তাঁর,

তাই লয়ে দেব দেবী কত অগণন
সতত রহেন শিব নিকটে উমার।
এত মায়া জননীর সন্তানের লাগি!
প্রাণভরি তবু নাহি করি দরশন,
না পূজি মায়ের পদ, নাহি বর মাগি,
হেন মায়ে নাহি চিনি দুর্ভাগ্য এমন!
নির্জ্জন কাননে শান্ত তমসার তীরে
গায়নাত 'মানিষাদ' রত্নাকর কবি,
ব্যাসের বীণার রব মিশেছে তিমিরে,
নবরত্ন খনি এবে বিজন অটবী!
দর্শন, পুরাণ, বেদ, তন্ত্র শাস্ত্র আর
জ্যোতিষাদি করি যত অমূল্য রতন
বিলুপ্ত আঁধারে, নাহি কোন চিহ্ন তার,
তাই ভারতের আজ এ ঘোর পতন।
স্বাস্থ্যপ্রদ আয়ুপ্রদ চিকিৎসা ভূষণ
নাই আয়ুর্ব্বেদ, নাই মৃত সঞ্জীবনী,
কালের প্রভাবে হায়! বিলুপ্ত এখন
নাই সেই মহৌষধি 'বিশল্য করণী'।
কোথা ব্রাহ্মণের তেজ? নাই কিরে আর
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিকুল ভারত-গৌরব?
ত্রিভুবন আরাধিত চরণ যাঁহার,
ব্রহ্মশাপ-ভীত ছিল দেবতা মানব।

সগর, যাদব ধ্বংস যাঁর কূটনীতি,
শাপগ্রস্ত বিষ্ণুদ্বারী, ততোধিক আর
ইন্দ্র, চন্দ্র, বৈশ্বানর ;—আপনি শ্রীপতি
ধরেছেন নিজ বক্ষে পদচিহ্ন যাঁর,
সেই ব্রাহ্মণের আজ কি ঘোর দুর্গতি
আচার নিয়মভ্রষ্ট, ভ্রষ্ট ধর্ম্ম, আর
বিহীন সে ব্রহ্ম-তেজ, সদা নীচমতি ;
'ব্রাহ্মণ,' ব্রাহ্মণ নাই—নাম মাত্র সার।
'পুরাণের' সেই সব ক্ষত্রকুল নাই ;
আকাশে উঠে না আর তাহাদের রথ,
আর সে বাণের মুখে ছোটে না সদাই
সলিল, অনিল, বহ্নি, ইন্দ্রজালবৎ।
সে সব প্রাচীন কথা কি কাজ স্মরিয়া ?
বৃথাই নয়ন পথে ধরিছে 'পুরাণ',
অবনতি পরিণাম দেখিছি চাহিয়া
ব্রাহ্মণ রন্ধনশালে ! ক্ষত্র দ্বারবান !
ভারতের অতীতের ইতিহাস খুলি
দেখি কত শত কার্য্য জগৎ-বিস্ময় !
ধ্বংস শেষ সে কালের দেখি আঁখি মেলি
কাহারনা ঝরে অশ্রু, বিদরে হৃদয় ?
কোন দেশে সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন
রাজা হয়ে পত্নীসহ চলি যায় বন ?

মৃত পতি কোলে, ধরি যমের চরণ
কোন দেশে পায় সতী পতির জীবন ?
সতীত্ব পরীক্ষা দিতে সাগরের কূলে,
কোন দেশে পশে নারী জ্বলন্ত অনলে ?
প্রজার রঞ্জন তরে হায় ! কোন দেশে
গর্ভবতী পত্নী রাজা দেয় বনবাসে ?
আতিথ্য-সৎকার হেতু পিতামাতা-প্রাণ
কোন দেশে কাটি দেয় কোলের সন্তান ?
ত্যজি রাজ্য, পত্নী, পুত্র, ধন, রত্ন জাল,
কোন দেশে সাজে রাজা শ্মশানে চণ্ডাল ?
কোন দেশে বীর নারী সতীত্ব রক্ষায়
যুদ্ধ শেষে পড়ে গিয়া জ্বলন্ত চিতায় ?
নিজ দেহ মাংস কাটি দেয় অতিথিরে ?
কেবল ভারত-ভূমে অবনী ভিতরে।

* * * *

পুরাণ স্মৃতি

ভগবান লীলা-ভূমি, ভবানীর পীঠ,
উৎকল, চট্টল, গয়া, প্রভাস, পুষ্কর,
অবন্তি, নৈমিশারণ্য, বদরী, ত্রিবেণী,
কাশী, কাঞ্চি, হরিদ্বার, মায়া, হৃষীকেশ,
দক্ষপুরী, গিরিপুরী, সুকুল, হিংলাজ,
অগম্য দুর্গম কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত
সমস্ত ভারত জুড়ি পুণ্য পারাবার
ভারতের তীর্থাবলী আছে বিরাজিত
শান্তিপ্রদ—শান্তিময়—শান্তির নির্ঝর।
পূর্ব্ব জন্ম পুণ্যফলে কত মহাজন,
সংসার অসার ভাবি ছিঁড়ি মায়াপাশ,
নিত্যধন অভিলাষে, কত পুণ্যধামে,
শান্তির ত্রিদিবে বসি, কন্দরে, কাননে,
আনন্দে বিহ্বল, ডুবি তপের সাগরে।
নাহি শোক, নাহি দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,
সংসার-লালসানল দহে না হৃদয়,
কত সুখ, কত শান্তি, তাদের হৃদয়ে
নাহি সাধ্য, পাপ চিত্ত করিবে কল্পনা।

ক্ষুদ্র মীন নাহি বুঝে সিন্ধু-গভীরতা,
শূন্যে উঠা সাধ্য নহে ক্ষুদ্র পতঙ্গের,
জন্মান্ধ বুঝে না রূপ, বধির সঙ্গীত,
অপুত্র কভুনা জানে অপত্যের সুখ।
ঘোর অন্ধকারময় গিরি-গুহা বাসী
কেমনে বুঝিবে কত প্রখর তপন ?
পাপাত্মা দেখিবে কিসে পুণ্যের আলোক ?
ভক্তিশূন্য ক্রিয়াশূন্য অস্থির পরাণ
দুষ্ক্রিয়া-তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আমার
কেমনে বুঝিব আমি মাহাত্ম্য তীর্থের !
দুরিত বারিণী আর ত্রিলোক তারিণী
ভাগীরথি ! কোথায় সে মাহাত্ম্য তোমার ?
পতিত তরাতে তুমি পতিত পাবনী
বিদিত ভারতে গঙ্গে ! চিরদিন তরে,
সে মহিমা তব মাতঃ ! কোথায় এখন ?
দেখিলাম শৈল'পরে বসি নিরজনে
কি লীলা করিয়া মাগো ! নামিছ ভূতলে
আশ্বাসিয়া পাপীকুলে ;—সে আশ্বাস বাণী
আশ্বস্ত করিল এই মহাপাপীমন।
ভক্তিহীন পাপ রত অনন্য উপায়
এ দুষ্কৃত ভীত তব অধম সন্তান
পাইবে কি অন্তকালে পতিত পাবনি !

শান্তিপূর্ণ বক্ষঃ তব মাতৃস্নেহ-ভরা ?
মাতৃস্নেহ ভরা তব পবিত্র উরসে
কি পুণ্য মা ! করিয়াছি যাইব ভাসিয়া
জীবনান্তে জীবনের সে মহানিশায়
হইয়া পবিত্র দেহ তোমার পরশে !
ঘোরতর পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল এ দেহ
অস্পৃশ্য বলিয়া যদি না লইবে কোলে,
চরণ-উপান্তে, অন্তে রেখো নিস্তারিণি !
হরিদ্বার, বারাণসী, পবিত্র প্রয়াগ,
তব তীরে ভারতের তীর্থাবলী যত
আজিও মা ! পুণ্যস্থান,—ধর্ম্মপ্রাণ নর,
আজিও তোমার জলে অবগাহিবারে,
দেশ দেশান্তর হ'তে আসে অবিরত,
সহিয়া অসহ্য কষ্ট, করি অতিক্রম
ভীষণ দুর্গম পথ, শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে
মুখে 'গঙ্গা গঙ্গা' বলি চিন্তিয়া হৃদয়ে
তব মুক্তিদাত্রী মূর্ত্তি অনন্য মানসে।
বিলুপ্ত সগরবংশ, নাই ভগীরথ,
আছে কত শত পাপী তব মুখ চেয়ে
মন্দাকিনি ! হ'য়ে তব করুণা ভিখারী।
পরশি তোমার বারি নমি দূরে থাকি,
আজিও পবিত্র দেহ হয় কত জন।

আজিও মা! নরনারী অন্তিম সময়ে,
আইসে ছুটিয়া ছিঁড়ি মায়ার বন্ধন,
ত্রিতাপ নাশিনী গঙ্গে! তব পুণ্যতটে,
করি দেহ অবসান যাইতে ভাসিয়া
পবিত্র সলিলে তব কৈবল্যদায়িনি!
আর কি তোমার তীরে মুনি, ঋষিগণ
তপ, জপ, হোম, যাগ, বেদ, সাম গানে
দেখাবে ধর্ম্মের গর্ব্ব? উঠিবে কি আর
প্রজ্বলিত যজ্ঞ-ধূম গগন ভেদিয়া?
আর কি মহর্ষি তব সৈকত পুলিনে,
পরশি তোমার বারি ভক্তিতে বিহ্বল,
গাবে সুমধুর স্বরে কৃতাঞ্জলি পুটে
তব নাম, তব গুণ, রচি স্তব মালা,
আশ্রমে, তোমার জলে, প্রণমি তোমায়?
গুহকের তরণীতে বন-যাত্রাকালে,
জানকী লক্ষ্মণ সহ তপস্বীর বেশে,
পতিত পাবনি! যবে পতিত পাবন
তব বক্ষঃ অতিক্রমি চলিলা কাননে,
অথবা ভরত যবে অতি দীন বেশে
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি রাম-পদতলে,
ধরিয়া চরণদ্বয় কাঁদিলা বিস্তর
ফিরাইয়া অযোধ্যায় আনিতে শ্রীরামে,

ভগবতি ! তুমিও কি ভগবান পদে
মিনতি করিয়া বহু সাধিলা নীরবে
সত্যভ্রষ্ট করি রামে পাঠাইতে দেশে ?
কিম্বা গঙ্গে ! দেবকার্য্য করিতে সাধন
অতি দীনহীন বেশে পাঠাইতে বনে
ত্রিলোক ঈশ্বরে করি পথের ভিখারী,
বিনাইয়া দিব্যজটা রঘুপতি শিরে,
বটবৃক্ষ-মূলে বসি অতি সযতনে
কলুষনাশিনী শিবে ! মৃদুমন্দ হাসি
সাজালে কি ঋষি বেশে দেব হৃষীকেশে ?
হেরিতে নয়ন ভরি মূর্ত্তি নিরুপম
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম, শিরে জটাভার,
করে শর, শরাসন, পশ্চাতে তূণীর,
যোগীন্দ্র নিন্দিত রূপ মহিমা-মণ্ডিত ?
দেখিলে কি ভগবান বাল্মীকি আশ্রমে
নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী, সুকুমার শিশু
বালসূর্য্য কুশ-লবে ঋষিপুত্র বেশে,
আহরিতে কুশ, পুষ্প, যজ্ঞের সমিধ,
তোমার পবিত্র কূলে ত্রিপথগামিনি ?
আর সে শিশুর সহ ভীষণ সংগ্রাম,
বহিতে শোণিতস্রোত মুনি তপোবনে
পড়িতে অসংখ্য সৈন্য, শুইতে সে রণে

ভরত শত্রুঘ্ন আর শ্রীরাম, লক্ষ্মণে ?
ছিন্না ব্রততীর প্রায় জনম দুঃখিনী
কৃশাঙ্গী রাঘববাঞ্ছা অভাগিনী সীতা,
পড়িলা মূর্চ্ছিয়া যবে রাঘব-চরণে,
পড়িলে কি হে জাহ্নবি ! তুমিও লুটিয়া
দেবের দুর্লভ সেই রাম-পদাম্বুজে,
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, পদে হইতে বিলীন ?

সেদিনও মা ! তব তীরে নবীন সন্ন্যাসী
প্রেমেতে বিভোর হয়ে, ভক্তিতে বিহ্বল,
কাঁদাইয়া শচী মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া সতী,
ছাড়ি সংসারের সুখ, ভিখারীর বেশে
বিলাইলা 'হরিনাম', হয়ে আত্মহারা
হরি-নামে, হরি-প্রেমে, যে প্রেম উচ্ছ্বাস,
ডুবাইয়া 'শান্তিপুর', 'নদে' ভাসাইয়া
ধাইল প্রখর বেগে, তরঙ্গ যাহার
প্রতি বঙ্গবাসী বক্ষঃ করি দ্রবীভূত,
দেশ-দেশান্তর কত করেছে প্লাবিত।

নারায়ণি ! তব তীরে সৈকত শয্যায়
বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া পাগলিনী প্রায়,
হারাইয়া দেবপতি অপার্থিব ধন,
শিরে করাঘাত করি কাঙ্গালিনী মত,
অধীর হইয়া, অই পূত খর স্রোতে

মিশাইয়া অশ্রুবারি তব বারি-সনে
মোক্ষদে! ত্যজিতে প্রাণ আসিলা যখন,
কি বলিয়া প্রবোধিলা? কি বলিয়া তুমি
প্রবোধিলা শচী মায়ে? হাহাকার করি
'নিমাই নিমাই' বলি শোকোন্মত্তা মাতা
বৎসহারা গাভী যথা লাগিলা ভ্রমিতে?
প্রেমে মুগ্ধ আত্মহারা নিমাই সন্ন্যাসী
বাহু তুলি 'হরিবোল হরিবোল' বলি,
তব তীরে সুরধুনি! নাচিয়া নাচিয়া
ভূতল গগন মুগ্ধ করিলা যখন,
প্রেমে মত্ত হয়ে মাগো! আপনা পাসরি
ধাইলে কি তীর পানে সুর-শৈবলিনি!
করি তট প্রতিহত তরঙ্গ মালায়,
চৈতন্য দেবের গান শুনিতে জননি?
হরিপদে জন্ম তব, মাতিলে কি তুমি
হরি প্রেমে? গাইলে কি কল্লোলের স্বরে
নাচিয়া নাচিয়া মাগো! হরিগুণ গান,
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গৌরাঙ্গের সাথে?
চলিলে কি প্রেমভরে হেলিয়া দুলিয়া
হরি নামামৃত স্রোতে ভাসায়ে দুকূল,
ফেণ পুঞ্জ লয়ে বক্ষে, নাচিতে, নাচিতে,
সুদূর সাগর-পানে, শুনাতে বারীশে

শত মুখে 'হরিনাম' কলির সম্বল ?
        কলির সম্বল এই 'হরিনাম' বিনে
জীবের নাহিক ভবে অন্য গতি আর
বড় সাধ,—'হরিনাম' গাইবে এ দীনে
গঙ্গে ! এ পবিত্র তীরে বসিয়া তোমার।
সুমধুর 'হরিনাম' এই পাপ মুখে
আসেনা, কেমনে গাব হরিগুণ গান ?
নাহি ভক্তি লেশ মাত্র আমার এ বুকে
কেমনে বলিব 'হরি' জুড়াইব প্রাণ ?
বহিতেছে দু নয়নে সদা অশ্রুধারা
দ্রবময়ি ! কর কৃপা অধম সন্তানে
পাপিষ্ঠ হৃদয় ভোগ সুখ মাতোয়ারা
'হরিনাম' মহা মন্ত্র দেও মম কাণে।
হাসি কাঁদি নাচি গাই 'হরি হরি' বলে
বড় আশা, ত্যাজি প্রাণ তোমার সলিলে।

*   *   *   *

        অন্তরসলিলা ফল্গো ! জীবহিত-তরে
মহাতীর্থ গয়াধামে পবিত্র সলিলে,
বিষ্ণু পদতলে সদা যাইছ বহিয়া
পবিত্রিতে প্রেত আত্মা ভারত ভুবনে।
        কোটি কোটি নর, নারী পূজিছে তোমায়
গতাসু জনের গতি করিয়া কামনা ;

গদাধর পদ চিহ্ন, তব পূত জল,
সুপবিত্র পুণ্য তীর্থ এই গয়াধাম,
অন্তিমের গতি মাগো! অন্তিম সম্বল।
শাস্ত্রের সে মহাবাক্য করিয়া স্মরণ,
মহা শোকাকুল চিতে অধীর হইয়া
পাখালিনু বিষ্ণুপদ শোক-অশ্রুজলে,
ঢালিলাম নেত্রনীর তব বক্ষঃস্থলে।
সৌমিত্রি-সীতার সহ গোলোকবিহারী;
ভূলোক নিবাসী হ'য়ে রামরূপে হরি,
সত্য সন্ধ রঘুনাথ, নবীন সন্ন্যাসী,
পিতার সদ্গতি হেতু তব পূত জলে
পূজিলা তোমায় দেবি! কি ভাগ্য তোমার!
জগতের প্রেত পিণ্ড পড়ে যাঁর পায়,
আপনি সে যজ্ঞেশ্বর অতি ভক্তি ভাবে
পিতৃ প্রেত পিণ্ড যবে গদাধর পদে
অর্পণ করিলা ফল্গো! ভক্তি পূর্ণ চিতে
অতি সমাদরে দেবি! লইলে কি করে
রাম-দত্ত পিণ্ড তুমি? করিতে উদ্ধার
জগৎ-পিতার পিতা (?) রাজা দশরথে?
জানকীর বালুপিণ্ড শ্বশুর উদ্দেশে
লইলে কি করে নদি! করিতে প্রচার
জগতে মাহাত্ম্য তব, মাহাত্ম্য গয়ার?

কত জন্ম তপস্যার কত পুণ্য ফলে,
পুত্ররূপে যার গৃহে জগতের পিতা,
পুত্রবধূ জগন্মাতা কমলা আপনি,
তাহারো সদ্গতি তরে পিণ্ড প্রয়োজন
বিষ্ণুপদে গয়াক্ষেত্রে ? ধন্য গয়াধাম !
ধন্য এ পবিত্র জল ফল্গো ! তোমার।
বৈদেহীর অভিশাপে তুমি বালুময়,
বর পেয়ে বট বৃক্ষ অমর অক্ষয়।
জীবের মুকতি তরে পতিত পাবন,
আপনি শ্রীপদ চিহ্ন রেখেছেন হরি,
পতিত পাবনী তুমি যাইছ বহিয়া
অগতির গতি হেতু, বড় আশা করি
হারাইয়া কত রত্ন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে,
আজি তব পূত বক্ষে সৈকত শয্যায়
আসিয়াছি হে জননি ! পূজিতে তোমায়
নেত্রনীরে, হয়ে তব করুণা ভিখারী।
রাখিও চরণে গঙ্গে ! কৈবল্যদায়িনী
পরলোক গত যত বান্ধব আমার।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, তনয়া, তনয়,
মহাশোকে তনুত্যক্তা ধর্ম্মপত্নী মম,
পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, গুরুকুলে আর
শ্বশুর ও বন্ধুকুলে কিম্বা কুলান্তরে

দেহত্যাগী বন্ধু মম, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত,
অগ্নিদগ্ধ, অদগ্ধ বা দারা, পুত্রহীন,
আম-গর্ভ, লুপ্ত পিণ্ড, অন্ধ, পঙ্গু আদি
ধর্ম্মভ্রষ্ট, ক্রিয়া শূন্য স্বজন আমার
যথায় যে আছে মাগো! করিও উদ্ধার।
অভাগার জীবনান্তে সদ্গতির তরে
এ ধামে আসিবে হেন কেহ নাই আর;
একে একে গেল সবে ফেলিয়া আমারে
দুঃখের সংসারে; ফল্গো! মিনতি আমার,—
হরির চরণাম্বুজ, তব পদ ধূলি,
দেহান্তে এ কাঙ্গালের সম্বল কেবলি।

* * * *

পুরাণের দিব্য সাক্ষী বিন্ধ্যাচল! তুমি
এ মহাভারত ভূমি দ্বিখণ্ডিত করি
বিন্ধ্যাদেবী, যোগমায়া, ওঙ্কার ঈশ্বরে,
যতনে লইয়া বুকে পুলকে অধীর,
ভারত মাতার চারু মেখলার প্রায়,
শোভিতেছ পুণ্যবান! হয়ে সদা স্নাত,
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা পবিত্র সলিলে।
কত স্রোতস্বতী আর নর্ম্মদার জল
পাষাণ হৃদয় তব করিছে শীতল।
তোমার উত্তর পার্শ্বে সরস্বতী তীরে,

পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য পিতৃগণ,
সুমধুর সাম গানে ধর্ম্মের সে দিনে,
দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করি, পূর্ণ করি ধরা,
গাইতেন ভক্তিভাবে মাহাত্ম্য বেদের।
কোথা সে 'ওঙ্কার' ধ্বনি দেব সম্মোহন,
আর ত্রিকালজ্ঞ পূজ্য আর্য্য ঋষিকুল
ধরাধর ? ভারতের সে দিন কোথায় ?
দক্ষিণ পার্শ্বেতে তব দাক্ষিণাত্য ভূমে,
আর্য্য, অনার্য্যের সহ ঘোর সংঘর্ষণ,
দৈব অলৌকিক কাণ্ড জগৎ-বিস্ময়,
কত কিযে দেখিয়াছ বলিব কেমনে ?
বিন্ধ্যগিরি ! পুরাণের তত্ত্ববেত্তা তুমি।
রবি, শশী গতি বিঘ্ন ভীম দেহ তব,
গুরুপদে প্রণমিতে করিয়াছ নত,
ধন্য গুরুভক্তি নগ ! উঠিলে না আর।
কোথা সে অগস্ত্য ঋষি সিন্ধু শুষ্ককারী ?
দেখিয়াছ দেবী যুদ্ধ ;—অসুরের সাথে
জগৎ-মাতার সেই ভীষণ সংগ্রামে,
বহিতে রুধির নদী, কাঁপিতে ত্রিলোক,
যে দিন তোমার এই পূত কলেবর
ভাসিত শোণিত-স্রোতে, হয়ে কলঙ্কিত
অসুরের পাপ-রক্তে কল্লোল তুলিয়া !

আরনা বাজিবে ভেরী, দুন্দুভি ভীষণ
কাঁপাইয়া চরাচর, উগ্রচণ্ডা বেশে
আরনা দেখিবে রণে মুণ্ডমালা গলে
এলোকেশী দিগম্বরী শ্যামাঙ্গিনী কালী।

*　　*　　*　　*

যমুনে! তোমার তটে কদম্বের মূলে
মুরারি-মুরলী ধ্বনি নীরব এখন।
সে রবে তোমার জল বহিত উজান,
ধাইত অধীর হয়ে ব্রজের কামিনী,
কুল, মান, লজ্জা, ভয় তুচ্ছ জ্ঞান করি
খেলিতে প্রেমের খেলা রাখালের সনে।
তোমার ও নীল জলে নয়ন ভরিয়া,
ভক্তকুল চূড়ামণি ধার্ম্মিক অক্রূর,
জ্ঞান-নেত্রে ভক্তিভাবে দেখিল চাহিয়া
নীল মণিময় বপুঃ মূরতি সুন্দর,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ভুজ চতুষ্টয়,
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি, ভৃগুপদ রেখা,
গলে বনফুল মালা, চরণে নূপুর,
মকর, কুণ্ডল কর্ণে, সুবর্ণ কেয়ূর,
কনক কিরীট শিরে, শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
পীতবাস পীতাম্বর দেব নারায়ণে।
রথে কৃষ্ণ, জলে কৃষ্ণ, বিস্ময় হৃদয়ে

দেখিল অক্রূর চাহি কৃষ্ণময় ধরা।
কৃষ্ণ কদম্বের মূলে, তমালের বনে,
গোপীগৃহে, কুঞ্জবনে, অঙ্কে যশোদার।
বিস্ময়, ভকতি, প্রীতি-খর প্রস্রবণ
বহিল অক্রূর-বক্ষঃ করিয়া প্লাবিত,
হইলা ধ্যানেতে মগ্ন আপনা পাসরি!
দাঁড়ায়ে সম্মুখে হরি, মৃদুমন্দ হাসি
'অক্রূর অক্রূর' বলি ডাকিলা মধুর,
সে রব পশিল কর্ণে, উন্মীলি নয়ন
অভয় চরণ-তলে পড়িলা মূর্চ্ছিয়া।
'বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ একপাদ ভূমি
নাহি যান' শাস্ত্র কথা, সবিতা-নন্দিনি!
কোথা বৃন্দাবনচন্দ্র দৈবকী-কুমার
যশোদার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি?
এ যদি সে ব্রজধাম, তুমি সে যমুনা,
কোথা ব্রজেশ্বর তব পুলিন বিহারী?
তব তীরে, তব নীরে, বন, উপবনে,
মানব, মানবী কত ভ্রমিছে সদাই
দরশন আশে তাঁর, কোথা বনমালী?
হরি দরশন আশে ব্যাকুল পরাণে
সংখ্যাতীত নর, নারী, অতিথি তোমার;
পূজিছে তোমায় দেবি! নানা উপচারে

তবুনা করিছ দয়া, বিভাবসু-সুতে !
পাষাণে বেঁধেছ প্রাণ ! দ্বাপরের শেষে
'হরিপদ' পেয়ে তুমি পবিত্রা তটিনি !
'হরিপদ'-রজ-পূত এই বৃন্দাবন,
লুপ্তপ্রায় লীলা-চিহ্ন নিরখি নয়নে
ছুটিছে ভক্তের প্রাণে ভক্তিপ্রস্রবণ
প্লাবিয়া হৃদয়, বক্ষঃ যেতেছে ভাসিয়া
হরি-প্রেম-অশ্রু-নীরে, কহ কৃপা করি
কোথা ভাগ্যবতী গোপী, কোথা ধেনুবৃন্দ
কোথা সে প্রেমের উৎস, কোথায় গোবিন্দ ?
ও নীল সলিলে তব সে নীলমাধবে,
লুকাইয়া যদি দেবি ! রাখিয়াছ তুমি
সংগোপনে, হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে,
প্রেমের সুদৃঢ় পাশে বাঁধি কৃষ্ণধনে,
দেখাও খুলিয়া বক্ষঃ করুণা বিতরি,
যমের ভগিনি ! কৃপা হবে কি তোমার ?
দেখিবে ত্রিলোক সেই রূপের মাধুরী—
রতন কুণ্ডল কর্ণে, রতন কিরীট
শিখি-পুচ্ছ সহ কিবা শোভা করে শিরে !
গলে দোলে বনমালা সৌন্দর্য্যে-সৌরভে,
নীল অঙ্গে পীতধরা জলদে বিজলী,
কোটি চন্দ্র জ্যোতিঃ অঙ্গে, সস্মিত বদন,

বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ রূপ ভুবন মোহন।
জগৎ-পূজিত দিব্য যুগল চরণে,
ভকতি বিহ্বল হয়ে স্থবর্ণ নূপুর,
রুণু রুণু রুণু কিবা বাজে সুমধুর!
করে বিশ্ব মোহা বেণু, ডাকে মধুস্বরে
'আয় আয় আয় পাপী আয়রে এবার,
এমন সুখের দিন পাইবি না আর।
বিনা সাধনায় আর বিনা তপস্যায়
দেখ্‌রে নয়ন ভরি অপরূপ রূপ।
ছাড়ি বৃথা সংসারের অসার বাসনা
কৈবল্য লভিবি যদি, আয় ত্বরা করি,
রবেনা ত্রিতাপ আর হবে না জনম,
ঘুচিবে কালের ভয় লইলে শরণ
চরাচর পূজ্য ঐই চরণ পঙ্কজে।'
ভক্তি-প্রাণ জ্ঞান-নেত্রে দেখিবে চাহিয়া
বিরাট মূরতি তাঁর,—প্রতি লোম-কূপে
কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত মহেশ্বর
কুবের, বরুণ, যম, দশ দিক পাল,
স্থাবর, জঙ্গম কত, বিশ্ব চরাচর,
নদ, নদী, গিরি, গুহা, সাগর কল্লোল,
নাহি আদি, নাহি মধ্য, নাহি অন্ত তাঁর,
অনন্ত অসীম বাহু, চন্দ্র, সূর্য্য আঁখি,

বিস্তৃত ভীষণাননে ধক্‌ধক্‌ করি
জ্বলে কাল বহ্নিরূপে দেব বৈশ্বানর।
কত সৃষ্টি, কত স্থিতি, কতই প্রবল
হইতেছে অবিরত, জলবিম্ব প্রায়,
উঠিতেছে, ভাসিতেছে হতেছে বিলয়,
এ অনন্ত কোটি বিশ্ব সে অনন্ত দেহে।
পদ-তলে কলরবে সদা প্রবাহিতা
ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা পতিত পাবনী,
পবিত্রিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আর রসাতল।
যশোদা মানবী নহে, নন্দ নহে নর,
দৈবকী ও বসুদেব স্বর্গের অমর ;
গোপিনীরা কৃষ্ণ অংশ, নহে গোপবালা,
রাখাল হরির সেই গোলোকের সখা ;
ধবলী, শ্যামলী, লালী নহে কভু পশু,
যাদের পালন হেতু ত্যজিয়া গোলোক,
সাজিলা রাখাল হরি আসিয়া গোকুলে।
হৃদ-বৃন্দাবনে ভক্তি-কালিন্দীর তটে,
একাগ্রতা-কদম্বের শীতল ছায়ায়,
যদি কোন মহাজন পারে নিরখিতে
জ্ঞান-নেত্রে, ধন্য সেই ; সেই ভাগ্যবান
চায়না তোমার দয়া, হেরেনা নয়নে
এ যমুনা, এ গোকুল, এই ব্রজধাম,

নিত্য ব্রজপুরে সেই প্রেমিক প্রধান
দেখিছে সতত নদি! সেই নিত্যধনে।
অনন্ত যাঁহার নিত্য বৃন্দাবন ভূমি,
জগৎ গোকুল, গোষ্ঠ বিশ্ব চরাচর,
সৃজন, পালন, লয় নিত্য গোচারণ,
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি, পঞ্চমুখে হর,
যুগে, যুগে স্তব করি তত্ত্ব নাহি পান,
দেবর্ষি মহর্ষি ঋষি, সপ্তর্ষি মণ্ডল,
সংসার-সুখের আশা ত্যজি অকাতরে
যাঁর তত্ত্ব অন্বেষণে মহাযোগ-রত,
মানব দেখিবে তাঁরে? পাইবে মানব
তাঁর কৃপা হলে কিছু নহে অসম্ভব
সত্য, কিন্তু সে মানব দেবতাপ্রধান।
হেন ভাগ্যবান ভবে আছে কয়জন?
ভীষণ দুর্গম পথ অতিক্রম করি
অনন্ত আশায় বুক বাঁধিয়া যাহারা,
নিরখিতে কৃষ্ণচন্দ্রে, আসি তব তীরে,
শূন্যময় ব্রজপুর হেরিয়া নয়নে,
নিরাশার সীমা-শূন্য ভীষণ পাথারে
'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, হেন ভক্তগণে
সান্ত্বনা করিয়া সদা তুষিও যমুনে!

কহিও যমুনে! 'হরি সাধনার ধন'
কহিও যমুনে! 'হরি পতিতপাবন।'
কহিও যমুনে! 'হরি ভকতবৎসল'
কহিও যমুনে! 'হরি দুর্ব্বলের বল।'
কহিও যমুনে! 'হরি অগতির গতি'
কহিও যমুনে! 'হরি ত্রিলোকের পতি।'
'এ বিশ্ব তাঁহার রূপ, বিশ্বরূপ তিনি,
জগৎ তাঁহার নেমি, তিনি চক্রপাণি।
নাহি তাঁর আদি, মধ্য, নাহি তাঁর অন্ত,
অনন্ত তাঁহার লীলা তিনিও অনন্ত।
হরির পুতুল খেলা এ ভব সংসার,
হরি বিনা ত্রিভুবনে গতি নাহি আর।
'হরি' ধ্যান, 'হরি' জ্ঞান, 'হরি' বুদ্ধি, বল,
'হরিনাম' মহামন্ত্র পারের সম্বল।'
রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র মাসে দেবি!
কৃষ্ণা অষ্টমীর সেই গভীর নিশায়,
ভীষণ তড়িৎ-পূর্ণ ঘনাবৃত নভঃ,
বিগলিত বারি-ধারা, ঝটিকা ভীষণ,
সুষুপ্ত মথুরাপুরী বৈষ্ণবী মায়ায়,
বিমুক্ত কারার দ্বার, নিদ্রিত প্রহরী,
অবলম্বি দৈববাণী মহাভীত মনে,
কোলে করি জগৎ-পিতা; পিতা বসুদেব,

তব সুগভীর বক্ষঃ মায়ার প্রসাদে
পদব্রজে অতিক্রমি যাইবার কালে,
বিস্তারি সহস্র ফণা নাগেন্দ্র বাসুকি,
ছত্ররূপ ধরি শিরে ধাইল যখন,
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভকতি বিহ্বল,
উঠিলে কি স্ফীত বক্ষে লইতে হৃদয়ে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেই রাতুল চরণ ?
সদ্যজাত মহা-শিশু রক্ষিবার তরে
এই বিনিময় কি গো ! মথুরা-গোকুলে ?
তুচ্ছ কংস, দন্তবক্র, তুচ্ছ শিশুপাল,
ত্রিলোক পালক যিনি ভুবনের পতি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা প্রচারে,
যাঁহার পলকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়,
জগৎ-জীবন, বিশ্ব রক্ষাকারী যিনি,
এত আয়োজন প্রাণ রক্ষিতে তাঁহার ?
ধন্য লীলা ! ধন্য তুমি ! দেখেছ একদা,
ধন্য নন্দ, বসুদেব, দৈবকী, যশোদা !
সেদিন তোমার হায় ! গিয়াছে চলিয়া
ভারতের ভাগ্যসহ, ফিরিবে না আর।
গোকুল আকুল আজ বিজন কাননে,
বৃন্দাবন ঘোর বনে এবে পরিণত,
শূন্য সে কদম্ব-মূল, তমালের বন,

গোপ-গোষ্ঠ শূন্য, শূন্য গিরি গোবর্দ্ধন ;
নাই সেই পিতা নন্দ, জননী যশোদা,
প্রেমমুগ্ধ ধেনুবৃন্দ, ব্রজের রাখাল।
তব কূলে হারাইয়া অকূল কাণ্ডারী
আর ত কাঁদেনা নদি! রাধা বিনোদিনী
ললিতা বিশাখা সহ, আর তরঙ্গিনি!
ভাসেনা তোমার নীরে নাগরাজ শেষ,
আসেনা তোমার তীরে রাম হৃষীকেশ।
গোকুলে, তোমার কূলে, গোপকুল বালা,
ত্যজি কুল, পেতে কূল, অকূল দুস্তরে,
পতিভাবে পীতাম্বরে কামনা করিয়া,
পূজেছিলা কাত্যায়নী ;—বরদার বরে
পাইতে শ্রীকান্তে কান্ত, প্রভাকর সুতে!
তুমিও কি গোপীনাথে লভিতে তটিনি!
দিয়াছিলা পুষ্পাঞ্জলি গোপাঙ্গনা সহ
অভয়ার রাঙ্গাপদে জবা-বিল্বদলে ?
কোথা সেই মহাপূজা, কোথা শবাসনা ?
কোথা ভাগ্যবতী সব ব্রজের অঙ্গনা ?
যশোদা রোহিণী কোলে নন্দের ভবনে,
গোপ শিশু হলধর, দেব চক্রপাণি,
দেখিয়াছ রাম-কৃষ্ণে খেলিতে নাচিয়া
মানব-শিশুর খেলা, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,

এক মাত্র খেলা যাঁর অনন্ত অশেষ।
দেখিয়াছ গোপ-পুরে দেব দামোদরে,
যশোদার ভক্তিপূর্ণ স্নেহের বন্ধনে
দৃঢ় বদ্ধ ক্ষুদ্র পাশে, অনন্ত জগৎ
যাঁহার চরণোপান্তে বাঁধা অবিরত।
বদন-বিবরে যাঁর হেরি বিশ্বরূপ,
হইলা চিন্তিত ভীত মায়ামুগ্ধা রাণী,
মায়ার সংসারে বুঝে তাঁহার স্বরূপ
এহেন কজন আছে বল কল্লোলিনি!
দ্বাপরেতে কেবা আর আছে উপমার
বসুদেব, দৈবকীর, নন্দ যশোদার?
আর কি তোমার কূলে প্রেম-উন্মা
ভাগ্যবতী ব্রজাঙ্গনা, পাগলিনী বেশে,
ছাড়িয়া পতির কোল,—কোলের সন্তান,
ছিঁড়িয়া মায়ার পাশ, মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায়,
না সম্বরি গাত্র-বাস, বিমুক্ত কবরী,
প্রেমেতে বিভোর হ'য়ে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
হেরিতে চিকণ কালা তব কাল জলে?
কি প্রেম গভীর! মরি কি গভীর প্রেম!
গোবিন্দ, গোবৃন্দ রাখি তব পুণ্যতটে,
অলক্ষিতে অপহরি গোপিনী-বসন,
কদম্বের শাখা'পরে নাচিয়া, নাচিয়া;

সুমধুর বংশী-ধ্বনি করিতেন যবে
মোহিত করিয়া বিশ্ব, বিবসনা গোপী,
প্রেমে মত্ত আত্মহারা লজ্জাহীনা হ'য়ে,
দেখিত নয়ন ভরি কিশোর গোপালে,
করপুটে হৃতবস্ত্র পাইবার ছলে,
দেখাইয়া প্রেম, ভক্তি, আত্ম-সমর্পণ ।
কি লজ্জা তাঁহায় ? যিনি লজ্জা নিবারণ
সর্ব্বভূত-মূলাধার, সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
জগতের পতি, পিতা, নহে ভিন্নতর
যাঁহা হ'তে এই বিশ্ব, কি লজ্জা তাঁহায় ?
ধন্য সে কদম্ব-মূল, ধন্য প্রেম খেলা,
ধন্য তব রম্যতীর, ধন্য ব্রজবালা !
এ নহে সামান্য প্রেম—ভক্তির চরম,
সাধনার নিগূঢ়তত্ব ; তাই গো যমুনে !
গোপাঙ্গনা-প্রেম-দত্ত নবনী প্রয়াসী
গোলোক বিহারী হরি ভূলোক নিবাসী ।
শ্যামল সলিলে তব নব-ঘন-শ্যাম,
হইয়া কাণ্ডারী হরি, লয়ে গোপাঙ্গনা
বাজাতেন বেণু যন্ত্র, যে মধুর রবে,
নাচিত আভীর-বালা গভীর উল্লাসে,
পুণ্যবতি ! তব বক্ষে ল'য়ে বংশীধারী,
পবিত্র প্রেমের নীরে ভাসিয়া ডুবিয়া ।

নাচিতে তুমিও দেরি! লইয়া হৃদয়ে
গোপী, রাধা, রাধানাথে, তালে, তালে, তালে,
মৃদুল তরঙ্গ ভঙ্গে নাচায়ে তরণী,
হেরি কর্ণধার বেশে গোলোকের হরি,
ভব সাগরের যিনি একাকী কাণ্ডারী।
দেখিয়াছ রাস, দোল, করিয়াছ কেলি
তব জলে গোপী সহ লয়ে বনমালী।
গঙ্গা যাঁর পদোদ্ভূতা অঙ্গ-গ্লানি তাঁর
হরিয়াছ হে যমুনে! কি ভাগ্য তোমার!
আসিত তোমার কূলে তপন কুমারি!
নিরজনে গোচারণে অধীর হইয়া,
প্রজাপতি চতুর্ম্মুখ, দেব আখণ্ডল,
বৃন্দারক বৃন্দসহ বৈজয়ন্ত ছাড়ি,
হেরিতে রাখাল-বেশে নন্দের দুলাল,
জগৎ-গোষ্ঠের যিনি একাকী রাখাল।
ভারতের ভাগ্যে আর তব পুণ্যফলে
জগৎ-পালক হরি হইয়া রাখাল,
চরাতেন তব তীরে ব্রজের গোপাল;
মুরলী লইয়া করে নাচিত কানাই,
গোপালের নৃত্য হেরি নাচিত গো-পাল!
শুনি সে বেণুর রব আসিত ধাইয়া
ফেলিয়া তৃণের গ্রাস আনন্দে অধীর,

উচ্চ পুচ্ছ হাম্বারবে ধবলী, শ্যামলী,
নাচিতে নাচিতে, প্রেমে গদ্‌গদ হ'য়ে,
রমণীয় তীরে তব শ্যামল শয্যায়,
হেরিতে পরাণ ভরি নবীন রাখালে।
আর কি বাজিবে সেই সুমধুর বেণু
আর কি নাচিবে দেবি! ব্রজের সে কানু?
গোচারণে কালাচাঁদে বনফুল দিয়া
আর কি গো হরিভক্ত শ্রীদাম, সুবল,
সাজাবে রাখাল রাজা, নয়ন ভরিয়া
হেরিতে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি মদনমোহন?
দেখিয়াছ বৃন্দাবনে ব্রজের গোপালে
গোপী-গৃহে ননীচোরা, নিকুঞ্জ কাননে,
বিরহিনী রাধা-পাশে রাধা বিনোদনে
মুছাইয়া অশ্রুবারি মানিনী রাধায়
চুম্বিয়া সোহাগভরে, পান করিবারে
অধর-অমৃত রাশি ;—লইয়া হৃদয়ে
দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে, যাইতে ডুবিয়া
পূত প্রেম-পারাবারে, নহে পৃথিবীর।
সুগভীর প্রেম-নীর তব নীর সনে
মিশাইয়া, কৃষ্ণ-প্রেমে হয়ে উদ্বেলিত,
চলিলে কি কৃষ্ণগঙ্গে! ভাগ্যবতী তুমি,
আবেশে অবশ অঙ্গে ঢলিয়া ঢলিয়া

আলিঙ্গি সখীর সহ ত্রিবেণী-সঙ্গমে
বারীন্দ্র-উরসে, দিতে সে প্রেম বারতা ?
জনম মথুরাপুরে কংস-কারাগারে,
সংগোপনে বিনিময় নিশীথে গোকুলে ;
নন্দ-যশোদার স্নেহে পালিত বৰ্দ্ধিত,
বাল্য ও কৈশর ক্রীড়া গোপ, গোপী সহ
অনন্ত কালের স্পর্শী রাধিকার প্রেম,
অম্লান বদনে ত্যজি রাজা—মথুরায়।
উগ্রসেনে সমর্পিয়া মথুরা নগরী,
দ্বারকায় করিলেন সহাস্যে প্রস্থান।
রুক্মিণী ও সত্যভামা দুই পাটরাণী,
অসংখ্য যাদববৃন্দে হইয়া বেষ্টিত
করিলেন যাদবেন্দ্র স্বরাজ্য বিস্তার।
নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ কুরুক্ষেত্র রণে,
সারথির ব্রতে ব্রতী অৰ্জ্জুনের রথে !
ধ্বংস করি যদুকুল প্রভাস-আহবে
যোগমগ্ন যোগেশ্বর, নিম্ববৃক্ষ হ'তে
জরাব্যাধ-শরাঘাতে পড়িলা ভূতলে,
দ্বাপরের মহালীলা হ'ল অবসান।
ভগবান—নির্লিপ্ততা করিতে প্রচার
এই কৃষ্ণ লীলা তাঁর বুঝিতে বিস্তর।
'ঘোর কৰ্ম্ম-লিপ্ত, তবু নির্লিপ্ত সদাই,

নিষ্ঠুর আচার, কিন্তু দয়ার সাগর ;
নির্ম্মায়িক ভাব, ফলে মায়াময় তিনি,
ব্যক্তিগত সংশ্রব কার সনে নাই।
সকলি তাঁহার আর সকলেরি তিনি,
আকীটাণু এ নিয়মে নাহি ব্যতিক্রম ;
মণিময় স্রজ যথা এক সূত্রে গাঁথা
তেমতি অনন্ত বিশ্ব তাঁহাতে গ্রথিত।'
একি কথা অসম্ভব! বুঝিব কেমনে
এহেন নিগূঢ় তত্ত্ব অর্ব্বাচীন আমি?
জ্ঞান যদি কহ গঙ্গে! শুনি তব মুখে
বিদগ্ধ পরাণ মম করিব শীতল।

দেখিলাম বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল,
ভ্রমিলাম আনন্দেতে তব দুই কূল ;
হেরিলাম তব জল, তব পুণ্যতট,
নিরখিনু হরির সে প্রিয় বংশীবট,
আর সে কালীয় হ্রদ, গোবর্দ্ধন গিরি,
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, নয়নে নেহারি
মিটিল না তৃষা, প্রাণ কাঁদিল আমার,
কালিন্দি! করুণা করি কহ একবার
কোথা সে মোহনরূপ ললিত ত্রিভঙ্গ?
কোথা যুগ যুগ স্পর্শী প্রেমের তরঙ্গ?

যমুনে! আকুল প্রাণে তব কূলে বসি,
অকূল কাণ্ডারী হরি পাইবার আশে
কাঁদিলাম কত, তিতি নয়নের নীরে
বিফলে, মনের আশা মিটিল না মোর।
দেও দিব্য জ্ঞান, দেবি! কর কৃপাদান
'হরিনাম' গাইবারে দেও অধিকার।
মায়ার বন্ধন ছিঁড়ি, বড় সাধ মনে
তোমার পবিত্র তীরে গহন বিপিনে
বসি, সদা করি ধ্যান বিপিন বিহারী।
কৃপাসিন্ধু কৃপা-বারি-বিন্দু অভিলাষী
'হরি, হরি, হরি' বলে গাইব মধুর
তা(র)ক ব্রহ্ম 'হরিনাম', দেখিব তটিনি!
'হরিনামে' গলে কিনা পাষাণ হৃদয়।
পতিত পাবন হরি, পতিত উদ্ধার,
এহেন পতিতে কৃপা হয় কিনা তাঁর।

* * * *

গোদাবরি! তব তীরে 'পঞ্চবটী' বনে,
পেয়েছিলে পুণ্যফলে পরম অতিথি,
যোগিনী যোগীর বেশে লক্ষ্মী, নারায়ণ,
জানকী, জানকীনাথে, কি ভাগ্য তোমার!
পুণ্যবতী তুমি তাই দেখেছ নয়নে
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত ধনে বিনা তপস্যায়।

দেখেছ নয়নে নদি ! মিটাইয়া আশা
যোগী-বেশে যজ্ঞেশ্বরে, শ্যামল সুন্দর,
কমনীয় দিব্য কান্তি নম্র জটাভারে,
মৃদুমন্দ হাসিমাখা পূর্ণ চন্দ্রানন.
সে মূর্ত্তি তুলনাহীন, এ মর ভবনে
অমর দুর্লভ রূপ পূর্ণ মহিমার ।
মানব-মায়ায় মুগ্ধ দেখেছ শ্রীরামে
শর, শরাশন হাতে যাইতে ছুটিয়া
বধিতে সুবর্ণ মৃগ ! মুগ্ধ নরপ্রায় ।
তরল হৃদয় তব পাষাণে বাঁধিয়া
কেমনে রহিলে তুমি শুনি আর্ত্তনাদ
মৈথিলীর, যবে দুষ্ট লঙ্কা অধিপতি
চিকুর ধরিয়া বলে টানিল সঘনে ?
সহিলে কেমনে মাতঃ ! 'হা রাম' বলিয়া
খল রাবণের রথে—অভাগিনী সীতা,
হাহাকার করি যবে ফেলিলা চৌদিকে
অঙ্গের ভূষণ রাশি, দূর শূন্য হতে ?
কুটীরে ফিরিয়া আসি চকিতে রাঘব,
সীতাশূন্য নিরখিয়া সে পর্ণ কুটীর,
শোকেতে উন্মত্ত হয়ে পাগলের প্রায়,
হাহাকারে দাশরথি, অনুজ লক্ষ্মণ,
ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল শোক-অশ্রুনীরে,

বন পশু, বন পক্ষী, বন বৃক্ষ, লতা,
সচেতনে, অচেতনে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া
জিজ্ঞাসি সীতার বার্ত্তা, না পেয়ে উত্তর,
গিরি, গুহা, উপবন, নদ, নদী, সর,
জল, স্থল, জনস্থান, প্রান্তর, কান্তারে
অন্বেষিয়া জানকীরে, তোমার সলিলে
পরাণ ত্যজিতে গঙ্গে! আইলা যখন,
কি করিলে তুমি, হেরি মহা চিন্তান্বিত
চিন্তামণি? হায়! নাম স্মরিলে যাঁহার
ভব ভবনের শোক, দুঃখ, অমঙ্গল,
পালাইয়া যায় দূরে, গোদাবরি! তুমি
বিপদে পতিত দেখি বিপদ ভঞ্জন
শোকোন্মত্ত সীতাকান্তে নয়ন ভরিয়া,
হাসিলে কি মৃদুমন্দ তরঙ্গের রবে
চাপিয়া মনের হাসি? অথবা তটিনি!
পড়িলে কি লুটাইয়া হারায়ে চেতন
জটাধারী বনবাসী ভগবান পদে,
সীতার দারুণ শোকে তুমিও মূর্চ্ছিয়া?
কি দৃশ্য অপূর্ব্ব! কিবা কাহিনী অদ্ভুত!
দেখিয়াছ তুমি আর শুনিছে ভুবন।
জগতের পিতা যিনি—অখিলের পতি,
জ্ঞানের নয়নে যাঁর সদা বিভাসিত

এ বিশ্বের তত্ত্বরাশি, কি ভ্রম তাঁহার ?
কে ভবে তাঁহার পিতা ? কার সত্য হেতু
নবীন সন্ন্যাসী বেশে বনবাসী তিনি ?
যাঁর তত্ত্ব অন্বেষণে তুচ্ছ মুনি, ঋষি,
বিরিঞ্চি, মহেশ যোগী যুগ, যুগান্তর,
পথের ভিখারী তিনি পঞ্চবটী বনে ?
তিনি বনমালী বন বিহার তাঁহার
চিরপ্রথা, পিতৃ সত্য উপলক্ষ আর।
রাবণ হরিবে সীতা ? সম্ভবে কি কভু
স্পর্শিবে জানকী-অঙ্গ রাজা দশানন ?
নৈকষেয় শত্রু যদি ভক্ত কেবা তবে ?
কাহার উদ্ধার হেতু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
দুঃখময় এই লীলা করেছেন হরি ?
নরসিংহ অবতারে গর্ভিণীর শাপে
বুঝিলাম এই আত্ম-বিস্মৃতি বিষম !
তাই সে পবিত্র নদি ! তোমার জীবন,
তাই সে পবিত্র আজ 'পঞ্চবটী' বন।

* * * *

সর্ব্বতীর্থ সমন্বিত, সর্ব্ব পুণ্যময়,
তরু, লতা সমাবৃত, শৈলরাজি ঘেরা,
প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি, শান্তির স্বরগ,
প্রজাপতি লীলাস্থল, শোভিছ গরবে

দুষ্কর পুস্কর তীর্থ! পুণ্য তীরে তব
গায়ত্রী, সাবিত্রী আর ব্রহ্মার মন্দির
বদ্রীনারায়ণ সহ বরাহ শিবের।
        স্নান করি তব জলে মুনি, ঋষিগণ,
দেব, দেবকন্যা আর পিতামহ যবে
সাধিতেন মহাযাগ তব পুণ্য তীরে,
কিযে সে বিমল দৃশ্য পুরাণের দিনে!
দেখাতেন আহবের মাহাত্ম্য ভুবনে।
কোথা সে যাজ্ঞিক মন্ত্র, প্রণব বেদের,
আর 'স্বাহা স্বধা' ধ্বনি ? যে মন্ত্র প্রভাবে
আসিতেন স্বাহা, স্বধা, বৈশ্বানর সহ,
লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীপতি, পার্ব্বতী, শঙ্কর,
ত্রিদশ আলয় ছাড়ি সুর, সুরনাথ,
দ্রুহিণ—ক্রতুর ক্ষেত্র করিতে উজ্জ্বল।
পড়ে কি সেদিন মনে পুণ্য হ্রদ তব ?
বেদ পিতা, বেদ মাতা, বেদ যজ্ঞভূমি,
দেখায়েছ মর্ত্ত্যভূমে কত ধন্য তুমি!
ভার্গব প্রমুখ যত মুনি, ঋষিগণ
আর না আসিবে হেথা সিদ্ধিলাভ হেতু;
সকলি বিলুপ্ত হায়, এ ঘোর দুর্দ্দিনে!
        আদি তীর্থ! পুণ্য সরঃ! ভাগ্যহীন আমি,
পাখালিতে পাপ অঙ্গ, করিতে শীতল

শোকাগ্নি বিদগ্ধ বক্ষঃ, হইনু মজ্জিত
সুস্নিগ্ধ, নির্ম্মল এই পবিত্র সলিলে
শাস্ত্রোক্ত মাহাত্ম্য স্মরি পুণ্য তীর্থ তব।
নাই সে অহল্যাবাই পুণ্যশীলা রাণী,
গয়া, কাশী তীর্থধামে বিচিত্র মন্দির,
ধর্ম্মশালা, রাজপথ, এ সোপান শ্রেণী
চতুর্দ্দিক ঘেরা তব, পুণ্যকার্য্য আর,
যাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি করিছে ঘোষণা।
দেখাইছে ধরাধামে জীবনী যাঁহার—
'ভারত ললনা নহে অন্তঃপুর-দাসী'।

*

উত্তাল তরঙ্গ-পূর্ণ সাগর কবলে
তুমি কিহে পুরাণের পুরী দ্বারাবতী ?
দ্বারকা নগরী তুমি ? দ্বারকা নাথের
দ্বাপরের প্রেম-পূর্ণ শেষ লীলাস্থল ?
সত্য যদি, কৃপা করি কহ একবার
কোথায় রুক্মিণী, কোথা সত্যভামা সতী,
কোথা যদুকুল, কোথা দেব যদুপতি ?
কৃষ্ণের মন্দির কোথা ? প্রভাসের স্থল ?
কোথা এবে বলদেব, মহিমা মণ্ডল ?
সর্ব্ব অন্তকারী সেই কালের প্রভাবে

যদিও বিলুপ্ত আজ লীলা চিহ্ন যত
সাক্ষী আছে 'হরিবংশ' আর 'ভাগবত'।

*   *   *   *

সরযো! তোমার তীরে অযোধ্যা নগরী,
মহা মরুভূমি রূপে এবে পরিণত।
কোথা গেল সে মহিমা? ছিল এই দেশ—
বৈকুণ্ঠের সমকক্ষ—যে দিন মেদিনী
হয়েছিলা পবিত্রিত স্বরগের প্রায়
শ্রীরামের পদ-রজে, যে দিন তোমার
পবিত্র সলিল রাশি, পুণ্য দুই কূলে,
পতিত পাবন হরি রাম নারায়ণ
করিতেন নরলীলা, তরাতে সংসার,
বিদূরিত ধর্ম্মগ্লানি, অধর্ম্মের স্রোত।
বড় পুণ্য, বড় ভাগ্য, রামগঙ্গে! তব,
দেখিয়াছ মর্ত্ত্যভূমে গোলোকের নাথে।
দিব্যচক্ষে, দিব্যজ্ঞানে, দেখিয়াছ তুমি
নব দূর্ব্বা-দল-শ্যাম ভুবন মোহন।
নাই সেই দশরথ, নাই দাশরথি,
নাই সে কৌশল্যা মাতা, সুমিত্রা জননী,
সত্যের পালন, আর প্রজার রঞ্জন,
ভরতের স্বার্থ-ত্যাগ, ভক্তি লক্ষ্মণের,
সে সমৃদ্ধি অযোধ্যার, গিয়াছে চলিয়া।

যদিও সে লীলা-চিহ্ন বিলুপ্ত আঁধারে,
যদিও সে রাম-রাজ্য বিজন অটবী,
তথাপি জগৎ আজো করিছে স্মরণ,
জ্বলন্ত প্রমাণ দিতে আছে 'রামায়ণ'।
রামের জনম, বাল্য, কৈশরের লীলা,
বিবাহ, পিতার সত্য পালনের তরে
সৌমিত্রি, জানকী সহ কি দৃশ্য করুণ!
তরুণ যৌবনে সাজি নবীন সন্ন্যাসী,
অতি দীনহীন বেশে কাননে প্রয়াণ!
আর সে রাজত্বকাল, সীতার বর্জ্জন,
অশ্বমেধ, তিরোভাব, হেরিয়া নয়নে
আজ মহাশোকে নদি! কাঁদিছ সতত।
সেই শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া তটিনি!
আকুল পরাণে বুঝি দুকূল ভাসায়ে
রামের বিরহে সদা কর হাহাকার।
পারনা ভুলিতে তুমি, কত নরনারী,
'হা রাম হা রাম' বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
তোমার সে পূর্ব্ব স্মৃতি দেয় জাগাইয়া।
তাই উদ্বেলিত করি বিশাল উরস,
অস্থির প্রবাহে সদা যাইছ বহিয়া
স্ফীত করি শোক-বক্ষঃ, ভীষণ আবর্ত্তে,
তরঙ্গ-আঘাতে তীর করি প্রতিহত।

এ নহে কল্লোল, তব ক্রন্দনের রব।
এ নহে গর্জ্জন—তব সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
রাম দরশন আশে আসি তব তীরে,
শূন্যময় নিরখিয়া অযোধ্যা ভুবন
কাঁদিছে পরাণ, গঙ্গে! দেখাও এ দীনে
জানকী-লক্ষ্মণ, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম
ধনু করে জটাধারী কৃপাসিন্ধু রাম।
নহে রাজ-বেশে; রামে নবীন সন্ন্যাসী,
দেখিতে সরযো! আমি বড় ভালবাসি।
তাপিত পরাণ দেবি! জুড়াবার আশে
আসিয়াছি তব তটে, মনের বাসনা
নিরখিব রামচন্দ্র, কিন্তু ভাগ্যহীন,
ভকতি বিহীন আমি; দেখিব কেমনে
দেবারাধ্য সেই ধনে? কর কৃপাদান
দেও শক্তি, এ অধম গাবে 'রাম নাম'।
'রাম রাম রাম' বলি দেখিব ডাকিয়া
নিবে কিনা এ হৃদের চিতার আগুন।
বিশ্বব্যাপী দয়া তাঁর, এ পতিত দীনে
পাবে নাকি এক বিন্দু সরযো! তাহার?

* * * *

গোলোক-বৈকুণ্ঠ সম এ অযোধ্যাপুরে,
পুণ্যবতী সরযূর সুপবিত্র তীরে,

উচ্চ বেদি'পরে বসি নিস্পন্দ নিশ্চল,
মহাযোগে রত হ'য়ে পবন নন্দন!
কাহার সাধনা কর? শ্রীরাম-সীতার?
সত্য বটে বীরবর! রাম কিযে ধন
ত্রিভুবনে এক মাত্র বুঝিয়াছ তুমি।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা? রাজা বিভীষণ?
ঋক্ষরাজ জাম্বুবান? নল, নীল আদি?
রামের পরম ভক্ত, পরম সহায়
হে মারুতি! কহ সেই লীলা বিবরণ—
সমুদ্র লঙ্ঘন, আর সাগর বন্ধন,
অশোক কাননে ভীম রক্ষঃ-কারাগারে
দুষ্ট চেড়ীগণে ঘেরা, মহা শোকাকুলা,
সতত রোরুদ্যমানা জনক নন্দিনী,
আর সে সমর-বার্ত্তা—রাবণি-নিধন,
লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামের বিলাপ,
সবংশে রাঘব-করে হত দশানন,
সে অগ্নিপরীক্ষা-কাণ্ড, জগৎ-বিস্ময়,
হুতাশন সংরক্ষিত সীতা রামে দান,
কহ, শুনি তব মুখে জুড়াই পরাণ।
অপূর্ব্ব সে লীলা, আর অপূর্ব্ব কাহিনী,
কবি গুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব রচনা।
রাবণ বধিতে কিহে এত আয়োজন

শোক, দুঃখময় লীলা গোলোক নাথের ?
তবে কি বিধাতা বর রক্ষিবার তরে
নারায়ণ নর, আর শাখামৃগ তুমি ?
গঙ্গাধর! শুনিয়াছি, একদিন তব
সুবিশাল বীরবক্ষঃ করিয়া বিদার,
হৃদয়ের পদ্মাসনে, অঞ্জনা-কুমার!
দেখায়েছ রাম-সীতা যুগল মূরতি।
করুণা-সাগর রাম, দয়াময় তুমি,
দেখাবে কি দীনে ? না না নহি যোগ্য আমি
দেখিতে সে দিব্যরূপ অমর বাঞ্ছিত।
বড় সাধ, তব মুখে শুনি, 'রাম নাম'
করিব শীতল শোক-সন্তাপিত প্রাণ।
পূর্ণ করি চারিদিক, এ অযোধ্যা ধাম,
গাও 'রাম নাম' হনো! গাও 'রাম নাম'।
শুনিয়াছি 'রাম'-নামে শোক যায় দূরে,
শুনিয়াছি 'রাম নাম' শান্তির নিদান,
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি, নামে পূর্ণ কাম,
গাও 'রাম নাম' হনো! গাও 'রাম নাম'।
শোকে, দুঃখে কাটিয়াছি এ জীবন হায়!
আপন বলিয়া যারা ছিল এ সংসারে,
নিষ্ঠুর পরাণে তারা আততায়ী প্রায়,
একে একে চলি গেল ছাড়ি অভাগারে।

সতত ঝরিছে নেত্র, নাহিক বিরাম
গাও 'রাম নাম' হনো! গাও 'রাম নাম'
বিচ্ছিন্ন সংসার-গ্রন্থি, বিগত বাসনা,
মায়ার নিগড় তবু ছিঁড়িয়া না ছিঁড়ে,
ধর্ম্মভাব মনে কভু না হয় ধারণা,
শুনি তব মুখে 'রাম' ডুবি ভক্তি-নীরে
বৃথা আশা, গাব হয়ে নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
গাও 'রাম নাম' হনো! গাও 'রাম নাম'
এখন জীবন সন্ধ্যা ;—অদূরে সম্মুখে,
কুলিশ নিনাদে গর্জ্জে মহা পারাবার
অদৃশ্য, অজ্ঞাত, ভীত করিয়া আমাকে,
দেখ রুদ্র! কূলে বসি কাঁপি অনিবার।
রাম-পদ-তরী তাতে একমাত্র যান,
সাধনা-দুসাধ্য যাহা পাইব কি করি ?
অমর! আসন্ন কালে কর কৃপাদান,
দেও শক্তি, গাই 'রাম নারায়ণ হরি' ;
করি ধ্যান হৃদে নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
গাও 'রামনাম' হনো! গাও 'রামনাম'।
মৃত্যুকালে 'রামনাম' শুনাইবে কাণে,
এমন বান্ধব আর এ সংসারে নাই ;
আতঙ্কিত চিতে, শোক উদ্বেলিত প্রাণে
অন্তিম স্মরিয়া ভয়ে কাঁদিছি সদাই।

না জানি বা আছে কত ঘোর পরিণাম
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
'রাম' 'রাম' জপি মুক্ত দস্যু রত্নাকর
মহর্ষি বাল্মীকি, ভবে কবি গুরু যিনি,
শত্রুভাবে হেরি রামে মুক্ত লঙ্কেশ্বর
রক্ষঃকুল সহ ! মুক্ত অহল্যা পাষাণী।
সুমধুর 'রামনাম' সদা প্রাণারাম,
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
সুবর্ণ কাষ্ঠের তরী ! জলে ভাসে শিলা !
সমান করুণা নর ভল্লুক, বানরে,
জ্বলন্ত আদর্শ চিত্র ত্রেতার সে লীলা,
লিখেছেন 'রামায়ণ' অমর অক্ষরে।
করুণার দিব্য মূৰ্ত্তি জগতে শ্রীরাম,
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
শ্রবণে, কীর্ত্তনে 'রাম' কলুষ না থাকে,
পাষাণ উদ্ধার হ'ল ;—পাষাণ হৃদয়
গলিবেনা 'রামনাম' শুনি তব মুখে ?
করুণা হইলে তাঁর অসম্ভব নয়।
পতিতে সদয় তিনি, নহেন ত বাম,
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
শ্রীহরির রামলীলা শোক, দুঃখময়,
সুখ, শান্তি রামরূপে ঘটেনি কখন,

ঝরেছে কমল নেত্র সকল সময়,
বুঝিবেন বুঝি চির দুঃখীর বেদন
দীনের আশ্রয় সেই রাম গুণধাম ;
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
পতিত পাবন রাম অগতির গতি,
কৃপার ইয়ত্তা নাই ত্রিভুবনে যাঁর,
সুকৃতি বিহীন হায় ! এ হেন দুর্ম্মতি
পাবেনা কি একবিন্দু করুণা তাঁহার ?
অধম-তারণ সেই লোক অভিরাম,
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।
অবগাহি পাপহরা রামগঙ্গা-নীরে,
শ্রীরামের পদ-রজ মাখিয়াছি গায়,
রাম-নামাবলী দেখ জড়িত শরীরে,
হৃদয়ে ভকতি নাই কি হবে উপায় ?
পড়ি বেদি-মূলে তবু করিনু প্রণাম
গাও 'রামনাম' হনো ! গাও 'রামনাম'।

* * * *

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ! পুণ্য ক্ষেত্র তুমি
ভারতের ; গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর,
তোমা সহ পুণ্য তীর্থ, মহা পুণ্য নাম

স্নান, দান, প্রেতক্রিয়া, তর্পণের কালে
হিন্দুর সম্বল, তুমি পুণ্য পারাবার।
বিশাল উরসে তব ভীষণ মূরতি,
ভারতের বীরবৃন্দ অমিত বিক্রম,
কোটি পদাঘাতে পৃথ্বী করিয়া কম্পিত
বীর দর্পে, ভীমনাদে, ভীষণ সংগ্রামে,
দেখায়ে বীরত্ব রাশি অষ্টাদশ দিন,
প্লাবিয়া তোমার বক্ষঃ উত্তপ্ত শোণিতে,
শুয়েছে তোমার অঙ্কে চিরদিন তরে।
নাই সে ভীমের গদা, পার্থের গাণ্ডীব,
বাজেনাত পাঞ্চজন্য হৃষীকেশ-করে
কাঁপাইয়া দিগঙ্গন, তোমার উরসে
নাই সেই পার্থরথী, গোবিন্দ সারথি,
ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ,
মহাবীর অশ্বত্থমা, সুভদ্রা নন্দন
বীর শিশু অভিমন্যু আসিবে না আর
বিমুখিতে সপ্তরথী চক্রব্যূহ রণে।
নাই সেই ভীষ্মদেব কুরুকুল চূড়া,
কে শুইবে তব বক্ষে সমর-প্রাঙ্গণে,
চকিত করিয়া বিশ্ব—শরের শয্যায় ?
আশা, নিরাশার খেলা, দম্ভ, অহঙ্কার,
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বীরত্ব অপার,

অটল প্রতিজ্ঞা রাশি, শূরত্ব ক্রূরত্ব,
তব বক্ষে রঙ্গভূমি! করি অভিনয়
অনন্তে গিয়াছে মিশি ফিরিবে না আর।
যাঁহার কটাক্ষে স্থষ্টি, কটাক্ষে প্রলয়,
লীলা ক্ষেত্র! তব বক্ষে সেই লীলাময়,
দুষ্টের দমন হেতু কত মত করি,
ছলে, বলে কত লীলা করিয়া প্রকাশ,
পরায়ে তোমার গলে কত চিতাহার,
করেছেন তিরোভাব আঁধারি ভারত।
কত শত বীরনারী শোকোন্মত্ত হ'য়ে,
কোটি নেত্রে বারিধারা ঢালি অবিরল,
তব অঙ্কে হে প্রাঙ্গণ! পড়েছে মূর্চ্ছিয়া
শোণিতাক্ত বক্ষঃ তব করি প্রক্ষালন।
বীরনারী অশ্রুজল, বীরের শোণিত,
নারায়ণ পদ-রজ, প্রজাপতি-বর,
এসব লইয়া তুমি হে মহা-শ্মশান!
সুপবিত্র মহাতীর্থ মহাভারতের;
মহাভারতের সুপবিত্র মহানাম,
মহাভারতের বীরত্ব সমাধি; দেব!
হরি দরশন আশে ব্যাকুল হইয়া
ভ্রমিলাম বহুদেশ পাগলের প্রায়,
ভাগ্যহীন আমি, পূর্ণ হলনা কামনা।

দ্বারকা করেছে গ্রাস, ভীষণ জলধি
শূন্যময় এবে, তথা নাই দ্বারকেশ।
আরাধিনু সরযূরে কত মত করি,
আপনি ব্যাকুলা নদী রামের বিরহে,
পরের ক্রন্দনে তাঁর বধির শ্রবণ।
পূজিলাম কালিন্দীরে নানা উপচারে,
করজোড়ে স্তুতি বাক্যে কাঁদিনু বিস্তর,
হলনা করুণা তাঁর, মিটিলনা সাধ।
বৃন্দাবনে বনে বনে তৃষিত পরাণে
ভ্রমিলাম দিবানিশি খুজি লীলাস্থল
পাইনু না বনমালী, নিরুপায় হ'য়ে
আসিয়াছি অবশেষে তোমার সমীপে,
হেরিতে বাসনা করি পার্থ মহারথী
তব বক্ষে, কপিধ্বজে গোবিন্দ সারথি।
কিন্তু মহাশূন্য দেখি তোমার হৃদয়
কাঁদিল পরাণ, বক্ষঃ উঠিল কাঁপিয়া,
পূরিলনা মনের সে বিপুল বাসনা।
পিতৃসত্য পালিবারে নবীন সন্ন্যাসী,
নবীন রাখাল ব্রজ রাখালের প্রেমে,
অর্জ্জুনের ভক্তিবলে নবীন সারথি,
নবীন নীরদ কান্তি নবীন সুঠামে,
অশ্ব বল্গা করে হরি কপিধ্বজ রথে!

যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে ভেবেছে মনে,
ধন্য সেই, ধন্য তুমি, কি ভাগ্য তোমার,
দেখিয়াছ পুণ্য ফলে পরাণ ভরিয়া
দেবের দুর্লভ রূপ। ভক্তিনীরে ডুবি
হরির চরণামৃত করিয়াছি পান
সরযূ, যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী নীরে ;
মাখিয়াছি পাপ অঙ্গে হরি-পদ-ধূলি
প্রণমি সহস্রবার, অষ্ট অঙ্গে নমি
হরি-পদ-রজ-পূত মহাপুণ্য ভূমে
সরযূ ও যমুনার পবিত্র দুকূলে
পড়েছি লুটিয়া, দেব ! পড়িনু লুটিয়া
হরি-পদ-রজ-পূত পুণ্য বক্ষে তব।
জীবের কৈবল্য-দাতা মুক্তি-পথ তুমি
অগতির গতি স্থল। হে লীলা প্রাঙ্গণ !
সমবেত যোদ্ধৃসহ কৌরব পাণ্ডব,
মহা নরমেধ যজ্ঞ করিতে সাধন,
বীরনাদে পূরি ধরা, হইলে সজ্জিত
তোমার পবিত্র বক্ষে ;—অর্জ্জুনের রথে,
সারথির বেশে বসি দেব জগন্নাথ,
বিশ্বম্ভর রূপে হরি, করুণা নিদান,—
জগৎ-স্যন্দন যাঁর ইঙ্গিতে চালিত,
সাধিবারে ধ্বংসব্রত, কাতর অর্জ্জুনে

শুনাইলা 'গীতা', ভবে অতুল রতন
আপনি শ্রীমুখে হরি, করিবারে ব্রতী
মহা নরমেধ যজ্ঞে, ঘুচাইতে ভবে
অধর্ম্মের অন্ধকার, দেখাতে সংসারে
ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ, করিতে নির্ম্মূল
ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, ভীষণ আহবে
নিশার স্বপন মত, শুনিলে কি কাণে
স্থিরচিত্তে ভক্তিভাবে 'গীতা তত্ত্বমসী' ?
সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, যোগ অন্যবিধ,
আত্মা ও পরমাত্মা, আত্মার নির্ণয়,
ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়,
গুণত্রয়, জ্ঞানত্রয়, শ্রদ্ধাত্রয়, ত্যাগ,
পুরুষ, প্রকৃতি, পাপ, পুণ্য, শান্তি, সুখ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কর্ত্তা, কারণ, ত্রিতাপ,
সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, নরক, স্বরগ,
বিভূতি, সংযম, ভেদ, সঙ্গ ও সন্ন্যাস,
নির্ব্বাণ, অক্ষর, ক্ষর, মুক্তি, উপাসনা,
জগতের সারতত্ত্ব। দেখিলে কি দেব !
ভক্ত সব্যসাচী সহ ভক্তিতে ডুবিয়া
শ্রীপতির বিশ্বরূপ ? সার্থক জীবন।
অক্রূর, ভীষ্মাদি আর রাণী যশোমতী
দেখেছিলা পুণ্যফলে আংশিক এরূপ

কতই সন্দিগ্ধ চিত্তে ! পূর্ণ বিকসিত
বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপ পরাণ ভরিয়া
একমাত্র তব বক্ষে দেখেছে বিজয় ।
কহ দেব ! কোথা সেই কৃষ্ণ গুণমণি,
সে অনন্তরূপ, আর কোথায় ফাল্গুনি ?
অবসান হলে যুদ্ধ জ্বালিলে যখন
মহাচিতা, বক্ষে লয়ে ভারতের বীর
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, পার্শ্বদেশে যবে
পতিত পাবন হরি পাণ্ডবের সাথে
দাঁড়াইয়া স্তব্ধীভূত, শোকেতে বিহ্বল,
হেরি সে ভীষণ দৃশ্য, শুনি আর্ত্তনাদ
অন্ধরাজ, গান্ধারীর, ততোধিক হায় !
সংখ্যাতীত বীরনারী হেরিয়া মূর্চ্ছিত
মৃতপতি পদতলে শোণিত-কর্দ্দমে,
ঝঞ্ঝাঘাত-তরুত্যক্ত ব্রততীর প্রায়,
শুনি হাহাকার বিশাল ভারত জুড়ি
ছাইয়া গগনতল, কাঁদিলে কি তুমি ?
ঝরিল কি অশ্রু তব হেরি অশ্রুজল
কেশবের শোক নেত্রে, ভাসায়ে ধরণী ?
নিবিলে সমরানল, হলে নির্ব্বাপিত
সে মহাশ্মশান হায় ! করিয়া নির্ম্মূল
ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, অধর্ম্মের স্রোত,

যবে স্বরগের পথে অনন্ত আকাশে
ধর্ম্মের পতাকা, গেয়ে 'কৃষ্ণ জয়ধ্বনি'
শান্তির পবিত্রানিলে লাগিল উড়িতে,
স্বরগ-তোরণ দ্বার খুলি দেবগণ
অজস্র কুসুম-বৃষ্টি করিল যখন;
হেরি তব পূত বক্ষে দেব চক্রপাণি
জগৎ-পূজিত হরি বৈকুণ্ঠ বামনে ;
ঊর্দ্ধ বাহু প্রেমে মত্ত ভক্তিতে বিহ্বল
প্রেম-অশ্রুজলে ভাসি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
সুমধুর 'হরিনামে' ভূতল গগণ
মোহিত করিল যবে, গাইল যখন
নর, নারী ভক্তিমদে হয়ে মাতোয়ারা,
বৃক্ষশাখে বসি পাখী, বনে বন-পশু,
জলে জলচর যত, স্বর্গে দেবগণ,
তা(র)ক ব্রহ্ম 'হরিনাম' দ্বাপরের শেষে,
হরিপদ ল'য়ে হৃদে নাচিয়া নাচিয়া,
ব্যাসের বীণার সহ মিশাইয়া তান,
ছুটাইয়া ভীমবেগে ভক্তিপ্রস্রবণ,
গাইলে কি 'হরিনাম' তুমিও প্রান্তর ?

সে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ! শোণিত প্রবাহ !
তুল্য অধিকারী দুই ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
ভারতের শূরকুল বিলুপ্ত, নির্ম্মূল,

একই সময়ে আর একই শয্যায় ;
এ নহে ভারত-ভাগ্য, বিধি বিধাতার।
সৃজন, পালন ধ্বংস যাঁর চিরনীতি,
উত্থান পতন যাঁর অঙ্গুলী নির্দ্দেশে,
জগতের সেই কর্ত্তা, কর্ত্তা এ কর্ম্মের,—
তাঁর শ্রীমুখের বাণী, তিনি লীলাময়,
প্রকৃত নিমিত্ত মাত্র বীর ধনঞ্জয়।
সত্যের সে দেবীযুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী,
তুমুল সংগ্রাম আর দেবতা অসুরে,
ত্রেতার মরম ঘাতী লঙ্কার সমর,
রামের ক্ষত্রিয় ধ্বংস একবিংশ বার,
দ্বাপরের এই যুদ্ধ জ্ঞাতি বিরোধের,
প্রভাসের মহাযজ্ঞে ধ্বংস যদুকুল,
করেছে ভারত ভাগ্য অন্ধকারময়।
বড় সাধ মহাক্ষেত্র! মহানিশাকালে,
তোমার এ মহাবক্ষে, মহাযোগভরে,
মহাযোগাসনে বসি করি মহাধ্যান,
সে মহাভীষণ রণ, কৌরবে, পাণ্ডবে,
ধর্ম্মাধর্ম্মে, পাপ পুণ্যে, মহাভারতের।
কুরু পাণ্ডবের রথী, মহারথীগণ
অশ্বগজ পদাতির মহা হুহুঙ্কার,
ধ্বংসের সে মহাক্রীড়া, মহারক্ত নদী,

প্রলয়ের মহানাদ, তা সবার মাঝে,
কপিধ্বজ মহারথে মহামহিমায়,
করুণার পারাবার সে মহাপুরুষ,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধৃত ভগবান
অশ্বরজ্জু লয়ে করে নিরস্ত্র আপনি !
সূত বেশে নন্দসুত ! খদ্যোত তপন !
পরমাণু হিমগিরি ! বিন্দু পারাবার !
অনন্ত প্রাঙ্গণ যাঁর, জগৎ-স্পন্দন.
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, রণ, কল্প কল্পব্যাপী,
কত ক্ষুদ্র তাঁর কাছে কুরুক্ষেত্র তুমি,
কত ক্ষুদ্র পার্থের সে কপিধ্বজ রথ,
কত ক্ষুদ্র সেই কুরু-পাণ্ডব সমর,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, দিন অষ্টাদশ,
কত ক্ষুদ্র সংখ্যা, দেব ! বুঝিব তখন।
'হরি হরি হরি' বলে মনপ্রাণ ভরি
নিরখিব ভক্তিভাবে সারথি শ্রীহরি।
ছুঁইবনা রাঙ্গাপদ এই পাপ করে—
নহি অধিকারী আমি সে পদ পরশে,
হরিপদ চিহ্নযুক্ত ধূলিরাশি ল'য়ে
মাখিব সর্ব্বাঙ্গে, আর লুণ্ঠিব ধূলায়।
ভক্তি গদগদ চিতে জুড়ি দুই কর
কহিব কাতরে—'নাথ ! করুণা বিতরি

সেই মহাকুরুক্ষেত্র—জীবন সংগ্রামে—
দেহ-রথে দয়াময়! হইয়া সারথি,
ধ্বংস করি কাল-কুরু অজেয় দুর্জ্জন,
ধর্ম্মরাজ্যে নারায়ণ! দিও স্থান দীনে।'
ধর্ম্মক্ষেত্র! বিতরিয়া করুণার কণা
পূরাবে কি দীনের এ বিপুল বাসনা?

* * * *

সুদূর গগনস্পর্শী উন্নত মস্তকে
হে হিমাদ্রি নগশ্রেষ্ঠ! আছ অবিচল
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে, থাকিবে সতত
আপ্রলয় এক ভাবে এ মহীমণ্ডলে।
সু-উন্নত শিরে তুমি করেছ ধারণ
রজত, কাঞ্চন দুই বিশাল কিরীট
অভ্রভেদী দূর নীল গগন সীমায়।
সবিতৃমণ্ডল, গ্রহ, তারকা, শশাঙ্ক
দিবানিশি প্রদক্ষিণ করিছে তোমায়।
কটিতে বারিদবৃন্দ দিব্য নীলাম্বর,
চরণে বিশাল ধরা, নীল কলেবরে
শ্যাম বৃক্ষ, শ্যাম তৃণ, শ্যাম লতিকায়
ভূষিত বিরাট দেহ, অতুল ভুবনে,
তোমার উপমা বিশ্বে তুমিই কেবল!

পাখালিছে বিষাদিনী ভারত মাতার
পদদ্বয় নীল জলে ভীষণ জলধি
অসংখ্য নীলোর্ম্মি-করে, বসিয়া শিয়রে,
সংখ্যাতীত বৃন্ত ল'য়ে করিছ ব্যজন
সুস্নিগ্ধ তুষার-সিক্ত পবন হিল্লোলে
মায়ের তাপিত দেহে তুমি নগপতে!
মাতৃ দুঃখে সদা তব ঝরিছে নয়ন
শিশির, তুষার, উৎস, নির্ঝরিণী রূপে।
অনন্ত তুষার রাশি ধবল আকৃতি,
তাপিত পরাণ তব করিছে শীতল।
স্নিগ্ধ করি তব গাত্র পবিত্র সলিলে
যমুনা, জাহ্নবী স্রোত বহে অবিরত,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুনদ, পূতবারি ল'য়ে
বহিছে চরণ তব করিয়া বিধৌত।
পুণ্যাত্মা দেবাত্মা তুমি বিরাট মূরতি,
কালের অটল সাক্ষী! শুনিছ সতত
উপরে ত্রিদিব বাদ্য, নিম্নে হাহাকার
অবনীর, দিব্যনেত্রে দেখিছ চাহিয়া
স্বর্গের অমর লীলা, ধূলাখেলা ভবে
যুগে, যুগে, হে নগেন্দ্র! দেখিয়াছ তুমি
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ঘটনা নিচয়।
বড় পুণ্য তব, তাই পেয়েছ ভূধর!

কন্যারূপে জগদম্বা, জামাতা মহেশে,
গিরিরাজ! হেন ভাগ্য কার আছে ভবে?
কোলে করি জগন্মাতা কুমারী রূপিণী,
কোটি ইন্দু বিনিন্দিত চারু চন্দ্রাননে
চুম্বিয়া সোহাগভরে, হে অচল পতে!
আধ আধ বাল-ভাষা সুধার নির্ঝর,
জগৎ-জননী মুখে করিয়া শ্রবণ,
বিমল আনন্দ নীরে যাও যবে ভাসি
কি সুখ উপজে মনে? উপজে কি সুখ
পুণ্যবতী মেনকার পুণ্য অঙ্কে থাকি
শিশু উমা 'মা মা' বলি ডাকেন যখন।
রাজরাজেশ্বরী সতী, ভিখারী সতীশ,
বিশ্বারাধ্য বিশ্বেশ্বর ভব-ভয়হারী,
দেব-কুল চূড়ামণি, দেবের সমাজে
হেন স্বার্থত্যাগী দেব কে আছে কোথায়?
অমর নরের ত্যাজ্য যা আছে ভূতলে
সদা পরিতুষ্ট তাতে দেব আশুতোষ।
ত্যজি পারিজাত, প্রীত ধুতুরার ফুলে,
চন্দনের পরিবর্ত্তে ভস্ম বিলেপন,
গলে হাড় মালা, শিরে পিঙ্গল জটায়
গরজিছে আশীবিষ, ব্যাঘ্র চর্ম্মে ঢাকা
দিব্য দেব কটিদেশ, বৃষভ বাহন।

অমৃত ত্যজিয়া সদা তৃপ্ত হলাহলে
নীলকণ্ঠ ব্যোমকেশ ;—কুবের ভাণ্ডারী,
আপনি ত্রিলোক পতি ভুবন-ঈশ্বর,
তবু ত্যজি রম্যবাস সুখের আলয়
সতত শ্মশানবাসী, পরম আনন্দে
সদানন্দ ভোলানাথ দেব শূলপাণি।
স্বর্গের সোপান তুমি, হৃদয় তোমার
দেবতার লীলাক্ষেত্র, পূর্ণ শান্তি সুখে।
মানস সরসী তীরে কৈলাশ শেখর,
শুনেছি শোভিত সদা স্বর্গীয় শোভায়,
অনন্ত শান্তির ধাম, শোভে গর্ব্বে যথা
বিচিত্র সুবর্ণ পুরী—যে পুরীর মাঝে
বিরাজেন জগন্মাতা রতন আসনে,
মহাযোগী বিশ্ব পিতা ভীষণ শ্মশানে!
গোত্রেন্দ্র! করুণা করি কহিবে কি দীনে ;-
অগম্য দুর্গম ভীম তুঙ্গ শৃঙ্গে তব,
তুষার আবৃত হ'য়ে তুষার-ধবল
দিব্যকান্তি যোগেশ্বর, বিভূতি মণ্ডিত,
সতত তপেতে মগ্ন রহেন যোগেশ
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে, জানকি গিরীশ!
দেব-দেব মহাদেব পূজেন কাহারে?
কাহারে পূজেন হর? আরাধ্য তাঁহার

কে আছে এ বিশ্বধামে, বিশ্বারাধ্য যিনি ?
দেবতা অতিথি সদা তোমার দুয়ারে,
হেরিতে বাসনা করি উমা-মহেশ্বরে।
শান্তিপূর্ণ সুপবিত্র পাদ-মূলে তব,
নির্জ্জন সুস্নিগ্ধ কত অনন্ত গুহায়,
শত শত যোগী, ঋষি, তাপস, তাপসী,
পাপপূর্ণ সংসারের ভীম মূর্ত্তি ভয়ে,
ভীত হ'য়ে, তব ক্রোড়ে লয়েছে আশ্রয়।
আছে সে নৈমিশারণ্য, বদরী ভবন'
কিন্তু কোথা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সমাজ ?
পৃথিবীর স্বর্গ তুমি শান্তিসুখ ধাম,
সুপবিত্র, সুশীতল, চিত্ত মনোরম।
দেবতা. গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, কিন্নরী,
নর, নারী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা,
নানা জাতি জীব জন্তু, রজত, কাঞ্চন,
স্ফটিক, মাণিক্য আদি রত্ন রাজি যত,
স্বর্গীয়, পার্থিব দ্রব্যে পূর্ণ তব দেহ।
হনুমান, বলি, ব্যাস, কৃপ, অশ্বত্থামা,
ভৃগুরাম, বিভীষণ, এ সপ্ত অমর
তোমার আশ্রিত এবে, আশ্রিত তোমার
গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত,
মরীচি, পুলহ, ক্রতু, গাধির নন্দন,

কপিল, কণাদ, গর্গ. কশ্যপ, বাল্মীকি,
ভরদ্বাজ, পরাশর, শাণ্ডিল্য দুর্ব্বাসা
সনক, সনন্দ, কণ্ব, ভৃগু, সনাতন
ঋষি মহা ঋষি যত—দেবর্ষি নারদ
করে বীণা যন্ত্র লয়ে, হরিগুণ গানে
ধরাধর! তব দ্বারে সতত ভিখারী,
পূজিতে ত্র্যম্বকে আর অম্বিকার পদ।
হেরিতে উমেশে দেব! আপনি রমেশ
খগেন্দ্র বাহনে লয়ে ইন্দিরা সুন্দরী,
হিমানী! আসেন সদা, কত সযতনে
আতিথ্য সংকার কর লক্ষ্মীনারায়ণে।
গৌরী পাশে বিশ্বনাথ, লক্ষ্মী পাশে হরি,
রমাকান্ত উমাকান্ত প্রেম সম্মিলনে
রজত ভূধরে যথা সুনীল শেখর,
কিম্বা নীলকান্ত সহ হীরকের শোভা,
দিব্য হরিহর মূর্ত্তি অমর বাঞ্ছিত
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হে অচল চূড়া!
হেরিছ নয়ন ভরি কি ভাগ্য তোমার!
কি ভাগ্য তোমার যবে দেখ আঁখি ভরি
হে নগেন্দ্র! ভক্তি নীরে ডুবিয়া ডুবিয়া,
উমা সহ উমেশের প্রেম আলিঙ্গনে,
রজত কাঞ্চন যোগে দৃশ্য অপরূপ

দিব্য মূর্ত্তি 'হরগৌরী' দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত।
বিষাণের তীব্রনাদে যখন ঈশান,
'ববম্ভম্' 'ববম্ভম্' 'ববম্ভম্' রবে
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, করি নিনাদিত,
প্রেমে মত্ত বিরূপাক্ষ নাচেন আপনি
সঙ্গে ল'য়ে ভূতগণ, ধূর্জ্জটির শিরে
জটাজুট, গঙ্গাজল, করে টলমল,
গর্জ্জে কাল ফণী, দোলে পিনাক, ত্রিশূল,
কাঁপে বিশ্ব চরাচর, অমর ত্রিদিবে,
নাগেন্দ্র পাতালে, ভয়ে, হিমালয়, তুমি
ভীম মহা রুদ্ররূপে হেরিয়া শঙ্করে
কর জুড়ি ভক্তিভাবে পড় কি লুটিয়া
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সেই ভোলানাথ-পদে
মহিষী সহিত গিরি! আপনা পাসরি?

*   *   *   *

পুণ্যবান হিমাদ্রির পুণ্য পাদ-মূলে,
হরি-হর লীলা-ভূমি পবিত্র সুন্দর
হরিদ্বার! হরদ্বার! শান্তির ত্রিদিব!
শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবের পুণ্য তীর্থ তুমি।
উপরে দিগন্ত ব্যাপী অসীম আকাশ
করিছে অপূর্ব্ব শোভা ঘন নীলিমায়,
নব ঘন নীলিমায় নিম্নে ধরাতলে,

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা চৌদিকে তোমার,
লতিকা, বিটপী, গুল্ম, চারু দরশন
ফুল, ফল, পল্লবেতে হইয়া সজ্জিত,
জীমূত-উষ্ণীষ শিরে করিয়া ধারণ,
ছুইতে সুনীল নভঃ আছে দাঁড়াইয়া।
আপনি অচলপতি অভ্রভেদী শিরে
ত্রিকালের সাক্ষী সম নিকটে তোমার।
পবিত্র উরস তব যুগ যুগান্তর
হতেছে বিধৌত সদা ভাগীরথী-নীরে।
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি, ক্ষুদ্রাবর্ত্ত, মৃদু কলরবে,
ভূধরের শ্যাম অঙ্গ প্রক্ষালন করি,
কত নির্ঝরিণী অই স্বচ্ছ বারি ল'য়ে—
ধ্যান-মগ্ন অচলের আনন্দাশ্রু যেন!
পবিত্র গঙ্গার জলে মিশিছে সতত।
মৃদুল পবন মাখি কুসুম-সৌরভ
সদা প্রবাহিত দিক বিমোহিত করি।
ঝঙ্কারিছে ঝিল্লী আর গুঞ্জনিছে ভৃঙ্গ,
নাচিছে ময়ূর কত, গাইছে বিহঙ্গ!
মায়া, চণ্ডী, সর্ব্বনাথ, বিচিত্র ভৈরব,
হরির চরণ-চিহ্ন, নারায়ণ শিলা,
ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্ত্ত, কপিল আশ্রম,
পতিত পাবনী গঙ্গা, নৈসর্গের শোভা,

তীর্থে শান্তি

এ সব লইয়া তুমি হে তীর্থ প্রবর !
শান্তিপূর্ণ নিরজন পুণ্য-ক্ষেত্র ভবে।
কি ছার অমরাবতী, স্বরগ কি ছার,
তব পবিত্রতা আর সৌন্দর্য্যের কাছে !
এ হেন সমৃদ্ধি ছাড়ি কোন পুণ্যবান
সংসারের পান্থ-শালে যেতে চায় ফিরে ?
পর্ব্বতে, কন্দরে, বনে. পুণ্য বক্ষে তব,
অলকনন্দার এই সুপবিত্র তীরে,
আর কি দেখিবে বিশ্ব মহাযোগে রত
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিকুল, ভারত গৌরব ?
সগর বিনাশকারী, সাঙ্খ্য রচয়িতা
কোথা সে কপিল মুনি ? যাঁর শাস্ত্র মতে
প্রকৃতি সম্ভূত বিশ্ব, ত্রিতাপান্ত সুখ,
দুঃখের নিবৃত্তি মোক্ষ, সত্য এ সংসার ?
এই কি সে কনখল দক্ষ রাজ-পুরী
সুরধুনি তীরে শোভে ধ্বংস চিহ্ন যার ?
কোথা দক্ষ প্রজাপতি, কোথায় প্রসূতি,
জগৎ মাতার পূর্ব্ব জনক জননী ?
ভৃগু-যজ্ঞ-অপমান-প্রতিশোধ নিতে
দক্ষের কি শিব-শূন্য যজ্ঞ আয়োজন ?
ত্রিলোক আরাধ্য যিনি প্রণম্য তাঁহার
কে আছে এ বিশ্ব ধামে বুঝিব কেমনে !

পতি নিন্দা শুনি হায়! অনাহূত,
সে বিরাট যজ্ঞস্থলে ত্যজিলে পরাণ
কাঁপিল কৈলাশপুরী, কাঁপিল ত্রি
ঘন ঘন, ভূকম্পনে, রোষিয়া শঙ্কর।
জটা হতে বীরভদ্রে করিয়া সৃজন,
বিনাশিয়া দক্ষ যজ্ঞ, শোকোন্মত্ত হর,
ত্রিশূল দক্ষিণ করে, বাম করে শিঙ্গা,
স্কন্ধে সতী দেহ, ধন্য মায়ার মহিমা!
তিন নেত্রে প্রবাহিত ত্রিবেণীর ধারা,
কম্পিত শিরের জটা, টলমল ধূর,
কোপিত ভুজঙ্গ, ভীত দেবতা অসুর,
বিষাণের ধ্বনি যেন প্রলয়ের নাদ,
সংহার মূরতি ধরি সতী শোকোন্মাদ
উদ্‌ভ্রান্ত ভূতেশ, আর অনুসরি পিছে
চক্র করে চক্রপাণি, খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষেপি সতীর দেহ, করিতে প্রচার
মায়ের একান্ন পীঠ ভারত ভুবনে।
কি দৃশ্য দেখেছ দেব! কত পুণ্য তব!
শোক-দাবানল-দগ্ধ হতভাগা আমি,
স্নান করি গঙ্গাজলে, করেছি প্রণতি
হরি, হর, রমা, উমা, চরণ কমলে
নেত্র-জলে ভাসি শান্তি লভিবারে, কিন্তু

একি কথা তীর্থবর! একি কথা হায়!
সর্ব্বত্যাগী দিগম্বর মহাযোগী যিনি,
সুখের আবাস যাঁর ভীষণ শ্মশান,
ব্যাল, অস্থি, ভস্ম, প্রিয় ভূষা, বিলেপন,
ভাঙ্গিতে যাঁহার ধ্যান ভস্মীভূত কাম,
মায়া, মোহ, অজ্ঞানতা, না পরশে যাঁরে,
তাঁর এই শোক যদি, হরিদ্বার! তবে
শোকাকুল মানবের কি সান্ত্বনা ভবে?

* * * *

এই কি সে কাশীধাম ভারত-ত্রিদিব,
পতিত পাবনী মাতা জাহ্নবীর তীরে
শোভিতেছে উজলিয়া শিবলোক প্রায়?
অন্নপূর্ণে! জগদম্বে! বিশ্ব প্রসবিনী
নিস্তারকারিণী মাতঃ! বড় দুঃখে পড়ি
আসিয়াছি নিবেদিতে সে দুঃখ-কাহিনী,
পাখালি অভয় পদ নয়নের জলে;
তব রাঙ্গা পায়, আর পিতার চরণে।
কে আর বুঝিবে ব্যথা? দেও অকিঞ্চনে
কণা-মাত্র কৃপা-অন্ন দয়ার দর্ব্বিতে।
তব কৃপা না পাইলে বলনা জননি!
জগৎ পিতার কাছে যাব কি সাহসে?

ভুবন-ঈশ্বর পিতা থাকেন শ্মশানে,
নাহি তাঁর বেশ ভূষা সদা দিগম্বর,
ভস্মাবৃত রত্ন অঙ্গ, দীর্ঘ জটা শিরে,
ফণা বিস্তারিয়া তাতে গর্জ্জে কাল ফণী,
জটায়, গ্রীবায়, অহি, অহি কটি, ভুজে,
অহিতে জড়িত, যেন অহির ঠাকুর !
রজত অচল সম সে বিরাট বপুঃ,
নিমীলিত তিন নেত্র, মহাযোগে রত।
দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্বাদি করি
না সাহসে আগুয়ান হইতে নিকটে,
হায় মা ! কেমনে ধ্যান ভাঙ্গিব তাঁহার ?
কেমনে জানাব দুঃখ জনকের পদে ?
বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বের কারণ,
পিনাকি, ত্রিশূলী, হর ত্র্যম্বক, ঈশান,
কৃত্তিবাস, পঞ্চানন, ধূর্জ্জটি, উমেশ,
মহেশ্বর, ত্রিপুরারি, সম্ভূ, ভূতনাথ,
মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল, সর্ব্ব দিগম্বর,
পশুপতি, মহাদেব, ভুবন ঈশ্বর,
ত্রিনেত্র, শঙ্কর, শূলী, বিরূপাক্ষ, বাম,
দুর্গেশ, ভবেশ, ভব, রুদ্র, ব্যোমকেশ,
নীলকণ্ঠ, চন্দ্রচূড়, বিশ্বাদ্য, ভৈরব,
কপালী, কপর্দ্দী, স্থাণু ; সর্ব্বেশ, মহেশ,

করুণা-সাগর শিব ! হায় বাবা ! কবে
তোমার এ শান্তি রাজ্যে পাইব আশ্রয় ?
এ বিশ্ব তোমার কাশী, জগৎ-কৈলাস
ভক্তের হৃদয় তব সুখের আবাস ;
কিন্তু সে পরম তত্ত্ব কেমনে পাইবে
ভকতি বিহীন তব অধম সন্তান ?
ছিঁড়িয়াছে একবারে সংসার-বন্ধন,
ছিন্নপ্রায় মায়া-পাশ, গিয়াছে নিবিয়া
আশার আলোক রাশি, জ্বলিতেছে বুকে,
'হুহু' রবে দিবা-নিশি চিতার আগুন
মহা-শ্মশানের প্রায়—ঘোর যাতনায়
অস্থির এ দগ্ধ প্রাণ, পাবনা কি পিতঃ !
তিল মাত্র স্থান এই শান্তি রাজ্যে তব ?
শ্মশান তোমার যদি প্রিয় নিকেতন,
শ্মশানবাসিনী মায়ে সঙ্গে লয়ে তবে
এস বক্ষে, নিজ গুণে করুণা বিতরি,
পেতেছি আসন এই হৃদয়-শ্মশানে
পূর্ণ কর শূন্য বক্ষঃ পূর্ণব্রহ্ম তুমি।
তুমি পিতা, তুমি পুত্র, তুমিই বান্ধব,
আমার বলিয়া যাহা সকলিত তুমি,
তবে কেন মোহ-মদে মত্ত হ'য়ে সদা—
দুঃছেদ্য মায়ার পাশে রয়েছি জড়িত ?

ছিঁড়িয়া না ছিঁড়ে পাশ এত দৃঢ়তর!
আশুতোষ দয়াময়! আশুতোষ তুমি
হও তুষ্ট দীন প্রতি, দেও শান্তি বুকে,
এই মোহ-আবরণ ঘুচাও সতীশ!
অজ্ঞান-তিমির ঘোরে জ্ঞানালোক জ্বালি,
এ অন্ধে গন্তব্য পথ দেও দেখাইয়া।
হে নিখিল ভয়হারী! বড় ভয় পেয়ে
বিকম্পিত কলেবরে হতাশ হইয়া
পত্নী-পুত্র-হীন হয়ে, তিতি নেত্রনীরে,
নমিনু তারকনাথ! চরণে তোমার।

* * * *

সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ বাড়ব-অনল,
জ্যোতির্ম্ময়, দশভুজা, বিরূপাক্ষ, শিব,
অষ্ট শক্তি সমন্বিত করুণা নিদান
স্বয়ম্ভূনাথের সহ বিরাজিত সদা
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, অন্নপূর্ণা, আর
ব্রহ্মাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, কুণ্ড কতবিধ,
আদিনাথ, পদগয়া, অগম্য, দুর্গম,
জ্ঞাতাজ্ঞাত কত তীর্থ হৃদয়ে লইয়া
শোভিতেছ চট্টগ্রাম! পুণ্যক্ষেত্র রূপে।
প্রতিচীতে সিন্ধু-তীরে দ্বারকা-প্রভাস,
শ্রীহরির দ্বাপরের শেষ লীলাভূমি

৬

সাগর-তরঙ্গ ধ্বংস ;—প্রাচ্য প্রান্তভাগে
হর-ক্রীড়া পুণ্যভূমি শোভিছ চট্টল !
তরুরাজি, ফুল, ফল, কানন, গহ্বর
শৈলশ্রেণী, সীমাশূন্য ভীষণ বারিধি,
বিহঙ্গ, মধুপ, ঝিল্লী-সুমধুর রব,
প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি শান্তির আলয় !
দেখিয়াছ একদিন পার্ব্বতী-শঙ্করে
শ্রীরাম-সীতার সহ বিরাজিতে হেথা।
মরি কি অপূর্ব্ব ধ্বনি 'বম্ বম্ হর'
অমৃত নির্ঝর যেন প্রবেশিছে কাণে !
'বম্ বম্ হর' গেয়ে স্বনিছে পবন,
'বম্ বম্ হর' গায় প্রশান্ত প্রকৃতি,
গায় 'বম্ বম্ হর' বাড়ব-অনল,
সহস্র ধারার জল, স্থাবর, জঙ্গম
লবণাক্ষ, জ্যোতির্ম্ময়—নেত্রাগ্নি হরের।
অসংখ্য নীলোর্ম্মি-শির তুলিয়া অদূরে
'বম্ বম্ হর' গায় মহা পারাবার।
ভক্তের হৃদয় সদা হতেছে ধ্বনিত
গলাইয়া প্রাণ, মন, 'বম্ বম্ হর'।
চন্দ্রনাথ ! চন্দ্রচূড় ! হে চন্দ্রশেখর !
এ সংসারে বীতস্পৃহ মহাযোগী তুমি,
সংসারীর শোক, দুঃখ বুঝিবে কেমনে ?

কিন্তু নাথ! দেখ স্মরি লইয়া হৃদয়ে
গতপ্রাণ সতী-দেহ কাঁদিয়াছ কত।
পাইয়াছ সতী মায়ে, ভুলিয়াছ শোক,
অভাগা যা হারায়েছে পাইবে না আর।
আরোহি এ গিরি-শৃঙ্গে হেরিলে তোমায়
শুনেছি পুরাণে, আর হয়না জনম।
এহেন করুণা তব পাইবে কি দীন
করুণা-সাগর শম্ভো! ভকতবৎসল!
ভক্তিহীন পাপাত্মার কি হইবে গতি?
আসিতেছি যাইতেছি কত শত বার
আর কত যা(ও)য়া আসা করিব মহেশ!
সহিব কতই আর শোক, দুঃখ, জ্বালা,
কতই কাঁদিব সদা হাহাকার করি!
না জানি কি গুরুতর অপরাধ পেয়ে,
অনির্দ্দিষ্ট কাল তরে করিছ প্রেরণ
পুনঃপুনঃ এই ঘোর সংসার- কারায়।
নাহি দয়া, নাহি মুক্তি, সময় নির্দ্দেশ,
ভিন্ন সাজে, ভিন্ন কাজে, ভিন্ন কারাগারে
অনন্ত কালের তরে এই কারাবাস!
নিদারুণ শোকে, ঘোর উন্মাদের প্রায়,
ছিন্ন আশ, ভগ্নপ্রাণে গিয়ে পরমেশ!
তোমার সোণার কাশী একাধিকবার,

শোক অশ্রুজলে ভাসি কাঁদিয়াছি কত
বিশ্বপ্রসবিনী পদে, চরণে তোমার।
পতিতপাবনী মাতা জাহ্নবীর তীরে,
মহাশ্মশানের ঘাটে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে,
শ্মশানবাসিন্! শোক অবসন্ন মনে
কত কিযে দেখিয়াছি, ভাবিয়াছি কত,
নাহি সাধ্য ত্রিলোচন! বর্ণিব ভাষায়।
অপলক নেত্রে কাষ্ঠ-পুত্তলিকা মত,
মহাশ্মশানের দৃশ্য হেরিয়া নয়নে
শান্তিত দূরের কথা, হায়! মৃত্যুঞ্জয়!
দ্বিগুণ দ্বিগুণতর উঠিল জ্বলিয়া
হৃদয়-শ্মশান মম,—পড়িনু ঢলিয়া
মোক্ষদার কোলে, মাতা ঠেলিলা চরণে,
পূরিলনা অভিলাষ এ মহাপাপীর।
ছিনু এই পুণ্যভূমে, বহু দিন গত
সিন্ধু-তীরে, জীবনের প্রথম উদ্যমে
কত আশা ল'য়ে বুকে বর্ষ কতিপয়!
নমিয়াছি কত তোমা উদ্দেশ্যে, সান্নিধ্যে,
মঙ্গল কামনা করি ক্ষুদ্র জীবনের।
নিস্ফল সকল আশা, বাসনা, কামনা,
ঐহিকের যত কিছু! আশাশূন্য প্রাণ
গৃহীর কি উদাসীর কত দুর্ব্বিবহ

নহে অবিদিত তব ; আরো দেখ শূলী !
জ্বলিতেছে কামানল কত উগ্রতর !
ক্রোধের ভীষণ দৃশ্যে ভয়ে কাঁপে বুক !
লোভের বিকট হাস্যে শিহরে পরাণ !
মদ, মোহ-মাদকতা পারিনা সহিতে,
মাৎসর্য্যের অত্যাচারে শান্তিভঙ্গ সদা।
অন্তর্য্যামী তুমি, দেখ অন্তর আমার
সতত শোকাগ্নি-দগ্ধ, সন্নিকটে অই
ভীষণ নিনাদে গর্জ্জে অজ্ঞাত জলধি,
কি করিব ? কোথা যাব ? উপায় না পেয়ে
তোমার চরণে পিতঃ ! লইনু শরণ।
কলিযুগে এ অচলে তব অধিষ্ঠান
তব শ্রীমুখের বাণী ;—ব্যগ্র সদা মন
পূজিব তোমায়, কিন্তু নাহি উপচার !
তুলসী, চন্দন, অর্ঘ্য, বিল্বদল, ফুল,
কোথা পাব ? কোথা পাব ধূপ, দীপ, বলি ?
নাহি জানি মূলমন্ত্র জপিব কেমনে ?
তব কৃপাদত্ত অশ্রু দীনের সম্বল,
ঢালিব চরণে তব দিবস যামিনী
অবিরাম, জীবনের অবশিষ্ট কাল।
এহেন পতিতে যদি না করিবে কৃপা
পতিতপাবন নাম ধরিবে কেমনে

দয়াময় ? চাও বাবা ! কৃপানেত্র মেলি
শোকোন্মত্ত, সর্ব্বস্বান্ত, নিরাশ পরাণ,
ভক্তিহীন অভাজন, প্রণমিছে পদে ।

* * * *

উৎকলে, সাগর-কূলে, দয়ার সাগর
দাঁড়াইয়া জগন্নাথ ! দারুব্রহ্ম রূপী
সঙ্কর্ষণ, ভদ্রাসহ পূর্ণ মহিমায় ।
বিষ্ণুভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কোথা ?
তব কৃপালব্ধ বিপ্র বিদ্যাপতি আর ?
শিল্পীশ্রেষ্ঠ কোথা সেই বৃদ্ধ সূত্রধর ?
নারায়ণ ! বল তব সে মূর্ত্তি কোথায় ?
দেবদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী, ঘোর অত্যাচারী
সেই সব বীর-দস্যু কোথায় এখন ?
নাই হিন্দু কুলাঙ্গার মূর্ত্তিমান পাপ
নির্ম্মম নারকী দুষ্ট সে কালাপাহাড় ।
সম্মুখে সলিল-সিন্ধু অসীম অপার,
দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন নাহি বেলা সীমা ।
উত্তাল তরঙ্গ-শির তুলি অবিরত
নমিছে চরণে তব সদা রত্নাকর ।
ভক্তি উদ্বেলিত বক্ষে গরজি, গরজি,
তোমার মহিমা গান গাইছে বারীশ ।
তীর দেশে তুমি দেব ! দয়ার সাগর

করুণার দিব্যমূর্ত্তি, পুণ্য পারাবার।
বিশ্বব্যাপী তব দয়া, সীমা সংখ্যা নাই,
কীটাণু পর্য্যন্ত যার সমান বিকাশ,
পাবেনা কি এই দীন একবিন্দু তার,
পাবেনা কি পদ-ছায়া তোমার রমেশ ?
এ সংসার-পান্থশালে করুণা করিয়া
কয়টী রতন হরি! দিয়াছিলে তুমি,
রেখেছিনু সযতনে হৃদয়ে গাঁথিয়া
দৃঢ়রূপে কত ভয়ে,—নিরদয় কাল
একে একে সবগুলি লইল ছিঁড়িয়া
বিক্ষত করিয়া বক্ষঃ, অজস্র ধারায়
বহিল শোণিত-স্রোত প্লাবিয়া হৃদয়;
পড়িনু মূর্চ্ছিত হ'য়ে, মূর্চ্ছান্তে গোপেশ!
হেরিনু আঁধার বিশ্ব: শোকোন্মত্ত হ'য়ে,
ভ্রমিলাম একে একে লীলাক্ষেত্র তব
শান্তির লাগিয়া;—গিয়ে বারাণসী ধামে,
জনক জননী পদে কতই কাঁদিনু
আর্দ্র করি পুণ্যভূমি নয়ন আসারে।
যোগস্থ জগৎ-পিতা, যোগস্থা ভবানী,
যোগী যোগিনীর কাণে পশিল না হায়!
আমার এ আর্ত্তনাদ! নাহি খেদ তাতে,
হরি-হর এক, মাত্র লীলায় প্রভেদ।

শুনিয়াছি তুমি সর্ব্ব শোক নিবারণ,
শুনিয়াছি তুমি দেব! শান্তি-প্রস্রবণ;
আরো শুনিয়াছি তুমি কাঙ্গালের হরি,
অগতির গতি, পূর্ণ দয়ার মূরতি।
কাঙ্গাল ডাকিছে তোমা দেখা দেও তারে।
অন্ধ আমি, পাপ নেত্র কেমনে দেখিবে
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত রূপ তোমার কেশব?
দেও জ্ঞান-নেত্র খুলি পতিতপাবন,
দীননাথ; দীনবন্ধো! দেখিবে দেবেশ!
তব মনোহর রূপ পিপাসু পরাণ।
বনমালী, পীতাম্বর, বৈকুণ্ঠ বামন,
গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, দেব জনার্দ্দন,
হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, শ্রীধর, শ্রীনাথ,
বিশ্বম্ভর, বাসুদেব, মুকুন্দ, মুরারি,
নারায়ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী,
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, শ্রীমধুসূদন,
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন
পরশুরাম, শ্রীরাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কী,
ত্রিবিক্রম, রাধানাথ, নন্দের নন্দন,
গোপেশ্বর, বংশীধর, কালীয় দমন,
যদুনাথ, রমানাথ, মাধব, কানাই,
সনাতন, অন্তর্য্যামী, উপেন্দ্র, অচ্যুৎ,

অনন্ত, অব্যয়, বিষ্ণু, মদনমোহন,
দৈবকী-কুমার, বৃষ্ণি, লক্ষ্মীকান্ত, হরি,
গোবর্দ্ধনধারী, কৃষ্ণ, কেশী, কংস-অরি,
প্রসীদ করুণাসিন্ধো! প্রসীদ শ্রীপতে!
শোক-অশ্রুজলে ভাসি ধূলি বিলুণ্ঠিয়া
বিশ্বারাধ্য পদে তব করিনু প্রণাম।
বড় ভাগ্য দয়াময়! পরাণ ভরিয়া
দেখিনু তোমার এই দারুব্রহ্মরূপ
আর সেই দিব্যমূর্ত্তি করুণা-সম্ভূত।
সপ্ত দিবানিশি তব চরণ-পঙ্কজে
ঢালিয়াছি নেত্র-নীর, যদি কলঙ্কিত
এ পাপীর অশ্রুজলে মন্দির তোমার
হ'য়ে থাকে, কৃপা করি ক্ষমিও অধমে।
অভাগার ধর্ম্ম পত্নী, এ সংসার-রণে,
মহাশোক-শক্তিশেলে হইয়া আহত,
ত্যজিল পরাণ, যেন একই নিশ্বাসে!
বড় সাধ ছিল তার, আসি এই ধামে
হেরিবে তোমায়, কিন্তু পূরিল না আশা!
এবেত সে মায়া মুক্ত পরলোক বাসী,
দয়া করি দরশন দিও তারে হরি!
তোমার কৃপায় নাথ! রেখেছি সাজায়ে
যোগিনীর বেশে নব বিরহ বিধুরা

বিধবা বালিকা বধূ জনম দুঃখিনী।
কাড়িয়া ল'য়েছি তার বসন, ভূষণ,
কাড়িয়া ল'য়েছি তার সুমধুর হাসি,
কাড়িয়া ল'য়েছি তার সংসারের সুখ।
অভাগিনী একদিন শৈশবে তাহার,
ভাবিয়া সুখের স্বপ্ন বালিকা পরাণে,
খেলিতে ব'সতে গিয়ে পরিণয়-খেলা,
হঠাৎ ভাঙ্গিল তার খেলার পুতুল,
ভাঙ্গিল সে সুখ স্বপ্ন, ভাঙ্গিল কপাল!
দেখিল সংসার মহাশোকের সাগর!
হায়! অতি ক্ষুদ্র সেই কুসুম কলিকা
বিচ্ছেদ-আতপ-তাপে গেছে শুকাইয়া!
জনমি মায়ের গর্ভে চিনে নাই মাতা,
পতি-গৃহ শূন্য আহা, বিবাহ বাসরে!
প্রথম চরণ-ক্ষেপে সংসার যাত্রার
অশনি পতন শিরে! হায় প্রজাপতে!
কেমনে বুঝিব এই নির্ব্বন্ধ তোমার?
জগন্নাথ! জগৎ-পতে! অনাথ আশ্রয়!
অখিলের স্বামী তুমি, কৃপা নেত্রে হেরি
দেও শান্তি এই ক্ষুদ্র বালিকার বুকে।
এখনো সে বুঝে নাই ভবিষ্যৎ দুঃখ,
বালিকা পরাণ তার কাঁপিতেছে বুক।

তোমার পুতুল খেলা এ ভব সংসার ;
গড় ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, গড়, হাসাও কাঁদাও,
স্থাবর জঙ্গম ল'য়ে লীলাময় তুমি,
যুগে, যুগে, কল্পে, কল্পে, কি খেলা খেলাও !
খেলাও খেলাও হরি ! চলিবে এ খেলা
অনন্ত কালের তরে, কিন্তু মায়াময় !
মায়ার অসহ্য ক্রীড়া সহে'ত না প্রাণে !
কাটিয়াছি এ জীবন হাহাকার করি,
আরো কত কাঁদাইবে বলিব কেমনে ?
সুখ বলি যদি কিছু থাকে অবনীতে,
হতভাগা-ভাগ্যে তাহা করনি সৃজন।
নিঃশেষ হ'য়েছে মম সংসারের খেলা,
নিঃশেষ জীবন কাল, বাসনা মনের,
ঐহিকের যাহা কিছু সকলি নিঃশেষ।
এখনো মায়ার জালে জড়িত চরণ !
এখনো পোড়ায় শোক বীতিহোত্র সম
এ দগ্ধ পরাণ হায় ! দিবস যামিনী।
তুষানল, দাবানল, বাড়ব-অনল
দাহিকা শক্তিতে কত তুচ্ছ তার কাছে !
আঁখি মেলি দেখি বিশ্ব ভীষণ আঁধার !
কত বিভীষিকা তাতে বিভীষণ রূপী !
বদন ব্যাদান করি জৃম্ভনের ছলে

ভাসিছে নয়ন-পথে ! নিরুপায় হ'য়ে
জীবনের সন্ধ্যাকালে ভব-সিন্ধু-তীরে,
আছি দাঁড়াইয়া হরি ! উদাস পরাণে।
অদৃশ্য, অজ্ঞাত সিন্ধু গরজে সম্মুখে
তরাসে কাঁপিছে প্রাণ ! ঝরিছে নয়ন,
তরাও তারকব্রহ্ম ! ত্রাণ কর্ত্তা তুমি
ভবের কাণ্ডারী, পার কর দয়াময় !
এই নিঃস্ব দীন হীন সম্বল বিহীনে।
লও অভাগার শোক চরণে তোমার,
দেও ভক্তি হৃদে, মুখে দেও 'হরিনাম',
ধ্যান করি তবরূপ আনন্দে শ্রীহরি !
গাইব পরাণ ভরি 'হরি হরি হরি'।

* * * *

নিশীথ চিন্তা।

বিচিত্র শৈলের সানুদেশে বসি
নিশীথে পবিত্র নদের তটে,
হেরিনু নয়নে শোভা নিসর্গের
ভূতলে, সলিলে, আকাশ পটে।
সঙ্গে চিন্তা সখী, তুলিছে হৃদয়ে,
অলীক ভাবনা লহরী যত,
স্মৃতি যুগপৎ মিশি তার সনে,
করিতেছে লীলা মনের মত।
গভীর রজনী নীরব অবনী,
নীরব নিস্তব্ধ শান্তির কোলে,
নীরবে সমীর বহিছে মেদুর,
নীরবে হিল্লোল খেলিছে জলে।
তমিস্রা নিশার তম-আবরণে,
স্বভাব-সৌন্দর্য্য অদৃশ্য প্রায়,
কোটি কোটি রত্ন আকাশ খনির,
যদিও জ্বলিছে অম্বর গায়।
জীবন্ত হীরক জ্বলিয়া নিবিয়া,
ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িছে কত,

ভূধরের গায়, গিরির গুহায়,
প্রকৃতির দীপ-মালার মত।
খদ্যোত খচিত বিটপী বল্লরী,
রত্ন কারু কাজে দিতেছে লাজ,
ঝিল্লী-সুধাধারা ঢালিছে শ্রবণে,
ধন্য হে বিধাতঃ, তোমার কাজ !
দলে দলে অই নিশাচর পাখী,
নীরবে আঁধারে ঘুরিয়া উড়ে,
খাদ্য অন্বেষণে, এদিকে ওদিকে
বিকট শবদে বিস্মিত করে !
নাই দিবসের মহা কোলাহল,
নাহি জন-স্রোত বহিছে পথে,
মানব, মানবী করে শ্রান্তিদূর
নানা আলাপনে স্বজন সাথে।
কুলায় বিহঙ্গ, গৃহে গ্রাম্য পশু,
বিরাম লভিছে কতই সুখে,
কেহ বৎসগণে, কেহ সঙ্গীগণে,
লেহিয়া সাদরে প্রসন্ন মুখে।
ব্যভিচারী দস্যু, তস্কর নিচয়,
নরহন্তা আদি পাপীর দল.
কতই নীরবে ভ্রমিছে এখন,
কলুষিত করি ধরণী তল।

পরস্বহারীও পর-প্রপীড়ক
কুমন্ত্রণা রত নিভৃতে বসি;
পাপ আলোচনা যত পাপিষ্ঠেরা
করিছে এখন একত্র মিশি।
বিলাস-ভবনে আমোদ লহরী,
নৃত্য, গীত বাদ্য মদিরা ঢেউ,
কুৎসিত আলাপ, কুৎসিত আচার,
কুৎসিত ক্রিয়ায় উন্মত্ত কেউ।
কোথাও আবার কিবা পুণ্য দৃশ্য!
যোগাসনে বসি মুদিয়া আঁখি,
কত মহাজন মহা ধ্যান-রত
নিশীথ সময় নীরব দেখি।
অষ্টমীর চন্দ্র অসিত পক্ষের,
সুনীল আকাশে উঠিল ভাসি,
কৌমুদী বসনে প্রকাশিল কিবা
নৈশ প্রকৃতির মধুর হাসি।
হ'ল ক্ষীণপ্রভ তারকার দল,
মলিন হইল জোনাকীকুল,
আকাশ, ভূতলে, শোভিল যেমন
রজনী-সম্ভূত কতই ফুল!
চাঁদের কিরণে আলোকিল ধরা—
ভূতলে সলিলে জ্যোৎস্না খেলে,

বিষাদে কমল মুদিল নয়ন,
হাসিল কুমুদ সরসী-জলে।
মুকুল, পল্লব, রজনী কুসুম,
নানা জাতি তৃণ, লতিকা যত,
খুলিয়া দিয়াছে শোভার ভাণ্ডার
হইয়া শিশির, জ্যোৎস্না স্নাত।
পুলকে হেলিয়া পুলকে দুলিয়া
পুলকে গরবে তুলিয়া মাথা,
শশধর করে কতই পুলকে,
তরু-শিরে শোভে মাধবী লতা।
কোথা চারু বল্লী আলিঙ্গি পাদপে
অবনত শিরে দেখিছে মুখ,
স্বচ্ছ নিরমল সলিল-দর্পণে
পবিত্র প্রণয়ে ভরিয়া বুক।
রজনী গন্ধার সুগন্ধ লইয়া
গন্ধবহ কত বহিছে ধীরে,
সৌরভে মোহিত করি চারিদিক,
মৃদুল লহরী তুলিয়া নীরে।
মৃদু, মৃদু, মৃদু, তরঙ্গ তুলিয়া,
নাচিতেছে নদ, সরসী, যেন,
চন্দ্রমা কিরণে আমরি কি রঙ্গে!
তরল চঞ্চল স্ফটিক হেন।

বহিছে নীরবে ব্রহ্মপুত্র নদ
নীরবে তুলিয়া তরঙ্গ-মালা,
নির্ঝরিণী কত মিশি তার সনে
নীরবে করিছে কতই খেলা !
এ কূলে ও কূলে তরুলতা ঘেরা
নীরবে দাঁড়ায়ে অচলা বলী ;
জ্যোৎস্না আলোকে অস্ফুট নীলিমা!
শোভিছে শোভার তরঙ্গ তুলি !
আকাশে নীলিমা, নীলিমা ভূতলে,
নীলিমা মাখান নিশির গায়,
হেন নীলিমায় মিশি ইন্দু ছটা,
মরি কিবা শোভা করেছে হায় !
নির্ম্মল সরসে কমল কোরক,
শ্যাম লতিকায় কুসুম কলি,
মুক্ত প্রকৃতির সুপ্ত অঙ্গরাগ,
এদিকে ওদিকে পড়েছে ঢলি।
প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য সম্ভার,
ভূতলে, গগনে নাচিয়া খেলে,
রূপে ডগ মগ চৌদিক সুন্দর,
স্বভাব-হৃদয় আনন্দে দোলে !
যে দিকে নিরখি ফিরে না নয়ন,
নব নব রূপ কেবলি দেখি,

সীমাবদ্ধ মন হয় সীমাহীন
অবাক হইয়া বসিয়া থাকি।
শোভিতেছে কিবা পুণ্য নীলাচল,
হৃদয়ে লইয়া কামাখ্যা মায়,
পবিত্র সলিল লয়ে রাশি রাশি,
ব্রহ্মপুত্র নদ ঢালিছে পায়।
দিয়া পুষ্পাঞ্জলি শ্বেত ফেণ-ফুলে,
পূজিছে সতত মায়ের পদ,
তরঙ্গে, তরঙ্গে, কত শত বার,
অভয় চরণে প্রণমি নদ।
বক্ষে উমানন্দ; সে মহাভৈরবে
কত সযতনে হৃদয়ে ধরি,
'বম্ বম্' রবে কল্লোল তুলিয়া,
নাচিছে পরাণ শীতল করি।
আসি অলক্ষিতে নিদ্রা মায়াবিনী,
আবরিল বিশ্ব কুহকজালে,
ধীরে জীবগণ মন্ত্রবলে যেন,
অলস হইয়া পড়িল ঢলে।
পড়িল ঢলিয়া হ'য়ে অচেতন
শোক, দুঃখ, জ্বালা সকলি ভুলি,
অশান্ত হৃদয়ে কি শান্তি সুন্দর!
ধন্য নিদ্রে! তব কুহকগুলি!

নক্ষত্র মণ্ডল ঘুমে ঢুলু ঢুলু,
গগনে নীরবে ঘুমায় শশী,
নিদ্রিত চকোর শান্তিতে মগন,
পিয়েনা চাঁদের পীযূষ রাশি।
সুনীল ভূধর, গণ্ডশৈল আর,
এদিকে ওদিকে শোভিছে কত,
নীরব নিদ্রিত, বাহ্যজ্ঞান হীন
যোগস্থ বিরাট তপস্বী মত।
নীরবে নিদ্রিত বিটপী বল্লরী,
নীরবে নিদ্রিত শাখায় পাখী,
নব কিশলয় আড়ালে থাকিয়া,
ঘুমায় প্রসূন মুদিয়া আঁখি।
স্তব্ধীভূত নদ নিদ্রার আবেশে,
একটী তরঙ্গ উঠেনা নীরে,
আপনি পবন ঘুমেতে বিভোর,
ঢলিয়া ঢলিয়া বহিছে ধীরে।
প্রকৃতি নীরব ; জীব জন্তু যত,
প্রস্বাপন বশে নীরব সবে,
হেন নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতে চকিতে,
নিশাচর কৃত বিকট রবে।
শ্যেন পক্ষীচয়, কুরবীর দল,
যামঘোষ আর একত্র মিশি,

ডাকিয়া হুঙ্কারি ভাঙ্গি নীরবতা,
ঘোষিল দ্বিতীয় প্রহর নিশি।
পয়ঃ-ফেন নিভ কোমল শয্যায়,
দম্পতি যুগল শায়িত সুখে,
বিটপী তলায় ধরাসনে দীন
শান্তিতে মগন পুড়েনা দুঃখে।
কি যে নীরবতা প্রশান্ত মূরতি
প্রকৃতির! নীল গগন তলে,
নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব চরাচর,
আকাশ ভূতল শান্তির কোলে।
'শান্তি, শান্তি, শান্তি,' হ'তেছে শবদ
অশান্তির কোথা নাহিক ছায়া,
প্রকৃতির ছবি, স্রষ্টার কৌশল,
প্রকাশ করিছে জীবন্ত কায়া।
ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী শান্তিতে মগন,
কেবলি অশান্তি আমার কাণে,
জগৎ, সংসার নীরব নিদ্রিত,
কেবলি আগুন এ পোড়া প্রাণে।
শান্তির ত্রিদিবে সুষুপ্ত মানব,
নিদ্রার অঙ্কেতে আপনা হারা,
শুধু শোকানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া,
আমারি পরাণ হ'তেছে সারা।

হায় নিদ্রাদেবি ! তাপ নিবারিয়া
তুষিছ কতই জগৎ-প্রাণী,
শোকাতুর নেত্রে পাতিতে আসন
আপত্তি তোমার কেননা জানি।
গিয়াছে শৈশব, জননীর কোল,
নাই বাল্যকাল সুখের দিন,
সেই বাল্যসখা, সেই ধূলা খেলা,
হেলায় হারায়ে হ'য়েছি দীন।
প্রাণের বান্ধবে হারায়ে এসেছি,
জ্বলন্ত শ্মশানে তটিনী তটে,
হয়েছি বিস্মৃত তবু স্মৃতি হায়,
আঁকিয়া ধরিছে নয়ন-পটে !
ধরিছ আঁকিয়া সেই রূপ রাশি,
নিরদয় হ'য়ে কেন গো স্মৃতি !
জ্বলন্ত অনলে ঘৃতের আহুতি,
এ যে দেখি তব বিষম রীতি !
শয়ন আগার, চাঁদের জ্যোৎস্না,
মলয় অনিল, যে দিকে চাই,
কেবলি অশান্তি বিভীষিকা ময়,
ভাসিছে নয়নে দেখিতে পাই।
অশান্ত-হৃদয়ে শান্তির প্রয়াসী
হইয়া, এসেছি এ শান্তিধামে,

শান্তি স্বরূপিণী জগতের মাতা
পাব শান্তি বলে মায়ের নামে।
শোক-হুতাশন দহি অনুক্ষণ,
হৃদয়-কানন, করেছে ছাই,
ব্যথিত হৃদয়ে সেই ভস্মরাশি
যতনে লইয়া এসেছি তাই।
ভস্ম প্রিয় অতি দেব পশুপতি,
তুমি ভস্ম প্রিয় শ্মশানে শ্যামা,
ভক্তিহীন মন শ্মশান প্রতিম,
ভস্ম পূর্ণ করি এনেছি উমা!
আরো মা! এনেছি নয়ন পূরিয়া,
তব কৃপাদত্ত নয়ন বারি,
অবিরল ধারে ঢালিব চরণে,
মানব জীবন সার্থক করি।
শুষ্ক আশা-ফুল হৃদয় ভরিয়া,
এনেছি শ্রীপদে দিতে মা, ডালি,
নিরাশার ঘোর ভীষণ পাথারে
চরণে ঠেলিয়া ফেলনা কালি!
এ দুরন্ত আশা ভীষ্মের পিপাসা
ভৃঙ্গারের বারি উপেক্ষা তার
স্নিগ্ধ সুগভীর ভোগবতী নীর
বিনা নাহি দেখি উপায় আর।

*   *   *   *

একি মা! একি মা! অলীক ঘটনা
দেখিনু নয়নে ঘুমের ঘোরে,
স্বপন সম্ভূত দৃশ্য মনোহর,
কেন বা আকুল করিল মোরে!
কেন বা জাগিনু কাঁদিতে আবার,
কেন বা ভাঙ্গিল এ ঘুম মোর,
কেন নিদ্রা বশে এ সুখ স্বপনে,
এ জীবন-নিশা হ'ল না ভোর!
এস নিদ্রা দেবি! এ পাপ নয়নে,
করুণা বিতরি সন্তাপহরা,
তব শান্তি অঙ্কে পড়িব ঘুমায়ে,
হ'য়ে ভক্তিভাবে আপনা হারা।
স্বপনের ছলে স্বপ্ন স্বরূপিনি!
যে করুণা দান করিলে তারা!
কি ভাগ্য মা! আছে জাগ্রত নয়নে,
হেরিব সেরূপ পরাণ ভরা।
যোগ, তপ-বল, কঠোর সন্ন্যাস,
ভজন, পূজন, কিছু না চাই,
মহা নিদ্রা বশে সে মহা স্বপনে,
যদি মা! এ মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

নহ কালী, তারা, ষোড়শী রূপিণী,
ভুবন ঈশ্বরী এখন আর,
অথবা ভৈরবী, ভীমা ছিন্নমস্তা,
ধূমাবতী রূপ তুলনা তার ।
বগলা, কমলা, কিম্বা সে মাতঙ্গী,
এরূপের সহ তুলনা নাই,
দশ মহাবিদ্যা মলিন এ রূপে,
এ যে মা, নূতন দেখিতে পাই !
দানব দলনী ভীষণা মূরতি,
এখন জননি ! নাহিক তব,
সৃষ্টি সংহারিণী নহ মা ! এখন,
পদতলে আর নাহিক ভব ।
নাহি শোভে করে অসি খরশাণ
নাহি লোল জিহ্বা, সে অট্ট হাসি,
নাহি দোলে গলে নর-মুণ্ডমালা,
বিমুক্ত চিকুর, বরণ মসী ।
নাহি দশ ভুজ আয়ুধ-মণ্ডিত,
কেশরী অসুর চরণ তলে,
নাহি জটাজুট ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
নয়নে কালাগ্নি নাহি মা ! জ্বলে ।
করুণার উৎস, শান্তি প্রস্রবণ,
সৌন্দর্য্য সমষ্টি একত্র করি,

গড়েছ মা! এই মূর্ত্তি নিরুপম,
জগৎ জননী আকার ধরি।
হাসির ঝলকে চমকে চপলা,
রূপের কিরণে বিজলী খেলে,
পূর্ণ চন্দ্রাননে স্থিরা সৌদামিনী,
তড়িত জড়িত চরণ তলে।
বিদ্যুৎ লইয়া বিদ্যুৎ বরণি!
সৃজন করেছ এ রূপ রাশি,
কে পারে বর্ণিতে অশক্ত কল্পনা,
রূপের কিরণে মলিন শশী।
তিষ্ঠ এক তিল নয়নের পথে,
ও মোহন রূপ করিব ধ্যান,
নিমীলিত নেত্রে কল্পনার চোকে,
শীতল করিয়া এ দগ্ধ প্রাণ,—
নিন্দি ইন্দীবর নয়নের তারা,
তিন চারু নেত্রে শোভিছে কিবা!
সুবঙ্কিম ভুরু, পক্ক বিম্বাধর,
বদন মণ্ডলে কি চারু বিভা!
রতন কিরীট শোভে শিরে মার
করিয়া এ তিন ভুবন আলা,
রত্ন আভরণে হেম কলেবরে,
করিছে লাবণ্য-লহরী খেলা।

মৃণাল নিন্দিত সুগোল দুভুজ,
মুকুতা গঞ্জিত দশন আর,
রক্ত পদ্ম কর, বিচিত্র বসন,
এমন সমৃদ্ধি সম্ভবে কার ?
দিব্য পয়োধর, শ্বেতামৃতে ভরা,
জগৎ পিপাসু যাহার তরে,
কুঞ্চিত কুন্তল তরঙ্গ তুলিয়া,
শোভিছে পশ্চাতে কি লীলা করে !
পদ-কোকনদে শোভে রক্ত জবা,
ভকতের বাঞ্ছা পূরণ তরে,
ত্রিলোক-আরাধ্য অভয় চরণে,
বাজিছে নূপুর ভকতি ভরে।
রুদ্র, প্রজাপতি বাণী, রমা, হরি,
গায়িত্রী, সাবিত্রী, দেখিছে চেয়ে,
অমর, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর,
সাধ্য, সিদ্ধ, গণ, গন্ধর্ব্ব ল'য়ে।
বরুণ, পবন, স্কন্দ, অগ্নি, যম,
হেরম্ব, বাসব, বাসুকি আর,
অনন্ত যোগিনী, ভুব, মহ, স্বর,
হেরিছে মোহিনী মূরতি মার।
ভূত, প্রেত, রক্ষঃ, পিশাচ, ভৈরব,
ডাকিনী, শাখিনী নেহারে কত,

স্থাবর, জঙ্গম, অনন্ত জগৎ,
হইয়া ভকতি-বিস্ময়- নত।
ঋষি, মহাঋষি, সপ্তর্ষি মণ্ডল,
রবি, শশী, গ্রহ শূন্য গামী ঐ,
নিরখিছে রূপ ভকতি বিহ্বল
জগতে এরূপ মহিমা কই ?
এক বিশ্ব-চিন্তা কল্পনা অতীত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-জননী তুমি,
চিরদিন মাগো ! এই অভাজন
রয়েছে তোমার চরণে নমি।
হেন কৃপাদান অধম সন্তানে,
কেন বা স্বপনে বুঝিতে নারি,
মায়ার প্রভাবে কেন মহামায়া,
ভুলাইছ এই ছলনা করি ?
স্বপ্ন রাজ্য তব এ বিশ্ব সংসার,
স্বপন ব্যতীত কিছুই নাই,
সকলি স্বপন, মায়ার মূরতি,
যা কিছু নয়নে দেখিতে পাই।
রবি, শশী, তারা জ্যোতিস্ক মণ্ডল,
স্থাবর, জঙ্গম যা কিছু ভবে,
সকলি অসার স্বপ্ন জাত যেন,
স্বপ্নান্তে এ সব কিছু না রবে।

সকলি অলীক অনিত্য সংসার,
অনিত্য তাহার ঘটনা বলী,
তুমি নিত্যা সত্য এই ত্রিভুবনে
এ বিশ্ব বিভূতি তোমার কালি!
পিতা আশুতোষ মহাযোগে রত,
সন্তানের কান্না পশেনা কাণে,
জননী সমীপে যত আবদার
অপত্যের, তাহা কেবা না জানে।
তাই আশা করি হে গিরি-নন্দিনি!
এসেছি তোমার চরণ তলে,
নয়ন উন্মীলি চাও মা গিরিজা!
ভাসাওনা আর নয়ন জলে।
ষড়রিপু-রাজ্য হৃদয় আমার,
কঠোর শাসনে সদাই ভীত,
দুরন্ত লালসা, দুরন্ত কামনা,
দুরন্ত প্রবৃত্তি, বেঁধেছে চিত।
ততোধিক আরো মায়ার মায়ায়
সুদৃঢ় শৃঙ্খলে রয়েছি বাঁধা,
সংসার কারায় জীবনের তরে
আদেশ পালনে তৎপর সদা।
আজ্ঞা মাত্র উঠি, আজ্ঞা মাত্র বসি,
অনুজ্ঞায় সদা নোয়াই মাথা,

প্রতি পদ-ক্ষেপে আতঙ্ক হৃদয়ে,
অধীন জীবনে শকতি কোথা ?
কত বিভীষিকা ভাসিছে নয়নে,
কত বিভীষিকা চৌদিক ঘেরা,
শয়নে, স্বপনে কত বিভীষিকা,
বিভীষিকা ময় দেখিছি ধরা।
পাপ-তম রাশি ঘিরেছে হৃদয়,
পুণ্য-সৌর-কর, পশেনা কভু,
সকল বাসনা ইহ জীবনের,
গিয়াছে ফুরায়ে হায় মা! তবু
ঘোর অজ্ঞানতা, ঘোর মহান্ধতা,
এখনো হৃদয় আবরি রাখে,
জ্ঞানের আলোক মুক্তির সোপান
ভ্রমেও জননি! দেখিনা চোকে।
অনন্ত নরক লইয়া হৃদয়ে
অনন্ত যাতনা সহিছি মাতঃ!
কেমনে জননি! করি উদ্‌যাপন
ক্ষুদ্র জীবনের আরব্ধ ব্রত।
কাঁদিয়া কাটানু সারাটী জীবন,
আর ত যাতনা সহিতে নারি,
অভয় প্রদানি কর মা! সান্ত্বনা
অঞ্চলে মুছায়ে নয়ন বারি।

করুণা অপাঙ্গে হের হেমাঙ্গিনি !
বিষম সঙ্কটে পরাণ যায়,
অকূল পাথারে রাখ মা কুলদে !
অমর-বাঞ্ছিত ও রাঙ্গা পায়।
শান্তির আশায় ভ্রমিনু সংসার,
তবু না জুড়াল প্রাণের জ্বালা,
নিরুপায় হ'য়ে, তোমার চরণে,
তাই মা, এসেছি নগেন্দ্রবালা !
কত আশা হৃদে গেছে মা ! শুকায়ে,
ফলে নাই কভু একটী তার,
নির্ব্বাপিত প্রায় জীবন-প্রদীপ,
নাহি এবে—মনে বাসনা আর।
সম্মুখে অজ্ঞাত মহা পারাবার,
তরাসে এসেছি নিকটে তব,
মা বিনা মা ! আর কে দিবে আশ্রয় ?
দুঃখের কাহিনী কাহারে কব ?
দুষ্কৃত, অধম হ'লেও সন্তান,
জননী কভু না ঠেলিয়া ফেলে,
দুরন্ত, সুশীল ক্ষুদ্র ও মহৎ
তুল্য অধিকারী মায়ের কোলে।
আরো দেখি মাগো ! দুষ্ট ছেলে তরে
অবিরত কাঁদে মায়ের প্রাণ,

এ হেন অবাধ্য ঘৃণিত সন্তান
পাবেনা কি তব করুণা দান ?
তব শান্তি অঙ্ক চাই না জননি !
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র করে মা, আশা,
পদধূলি সহ এ জীবন কণা,
মিশাবার তরে বড়ই তৃষা।
পূরাবে কি এই বিপুল বাসনা
ত্রিলোক তারিণী কলুষহরা,
পতিতপাবনী তুমি গো জননি!
ইহাই ভরসা পরাণ ভরা !

* * *

বিবেক।

আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে, ভক্তি গদ গদ প্রাণে,
বসিনু সাগর কূলে, স্থির চিত্তে মহা ধ্যানে।
পরাণ স্তম্ভিত হ'ল, হৃদে উপজিল সুখ,
বিশ্ব নিয়ন্তার প্রেমে, পুলকে ভরিল বুক।
দিবা অবসান প্রায়, পশ্চিম গগন-তলে,
অস্তাচলগামী রবি, ছড়ায়ে কিরণ জালে।
পড়েছে সে আলো রাশি, নীলাকাশে মেঘ দলে,
পড়েছে সে ক্ষীণ জ্যোতিঃ, নীল সাগরের জলে।
রঞ্জিয়া বিবিধ রঙে. যায় ঘন নাচি নাচি,
রঞ্জিয়াছে সে কিরণে, সিন্ধু জলে নীল বীচি।
বহিছে সুধীরে অতি, সমীরণ কত রঙ্গে।
স্নিগ্ধ করি সিন্ধু-বক্ষঃ, মৃদুল তরঙ্গ ভঙ্গে।
হ'ল দিন অবসান, ছড়ায়ে কিরণ মালা,
নীলাম্বুর জলে কিবা ডুবিল সোণার থালা!
বিটপী, লতিকা, শৈল, আর সাগরের জল,
সায়াহ্ন রবির করে করিল কি ঝলমল!
সান্ধ্য রবি করে কিবা চৌদিক উঠিল ভাসি!
প্রকাশিল কি আনন্দে প্রকৃতির সান্ধ্য হাসি!

নিশার সঞ্চার দেখি, তামসী করিল ক্রীড়া,
জ্বলিয়া উঠিল উর্দ্ধে, কত নভ-খনি-হীরা!
নীল গগনের তলে, তারকা ভাসিল কত,
নীল পারাবার জলে, ফেণ-পুষ্প শত শত।
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে, করিতেছে কিবা খেলা,
পলকে পলকে যেন, চুম্বি সিন্ধু শ্বেত বেলা!
ধীরে ধীরে নীলাকাশে, গরবে উঠিল ভাসি,
শরতের নিরমল কৃষ্ণা পঞ্চমীর শশী।
চন্দ্র, তারা কিরীটিনী নিশীথিনী কত রঙ্গে,
পরাইল কত ভূষা, প্রকৃতি সুন্দরী অঙ্গে!
সাজিল কি মনোহর, জ্যোৎস্না মাখিয়া গায়,
জল, স্থল, চরাচর কৌমুদীর সে বিভায়!
নীলাম্বর প্রতিবিম্ব, নীল সিন্ধু জলে ভাসি,
নীলিমায় নীলিমায়, করিল কি মিশামিশি!
নাচিছে নীরেন্দ্র বক্ষে, কত চন্দ্র, কত তারা,
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা তলে, হ'য়ে যেন দিশাহারা।
জলের হিল্লোল কোথা, রজত শফরী প্রায়,
চন্দ্র করে ঝিকিমিকি! আনন্দে বহিয়া যায়।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, নাচি নাচি যায় ভাসি,
আবরিয়া প্রকাশিয়া, শশাঙ্ক, নক্ষত্র রাশি।
নীরব হইল বিশ্ব, নীরব আকাশ তল,
ধীরে ধীরে শান্তিছায়া, আবরিল ধরাতল।

পতত্রি শিঞ্জন আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার যেন,
বাজিতেছে প্রকৃতির নূপুর নিক্কণ হেন।
কি যেন অস্ফুট ধ্বনি, প্রবেশ করিল কাণে,
কি যেন অব্যক্ত সুখ, বেগে উপজিল প্রাণে!
চাহি দেখি শূন্য পানে অনন্ত অসীম নভঃ
পরিপূর্ণ কত দৃশ্যে, সদা যেন অভিনব।
প্রণমি অসংখ্য বার, স্মরিয়া বিভুর নাম,
ভকতি, বিস্ময়, হর্ষে মনে মনে ভাবিলাম,—
হায়! কোথা হ'তে আসি, কোথায় মিশিয়া যায়,
এই বিশ্ব চরাচর ইয়ত্তা নাহিক তায়!
স্বপ্নে কত ভাসে চোকে, জাগি দেখি কিছু নাই!
এ সংসার মহা স্বপ্ন, সতত দেখিছি তাই!
মহাশূন্য, মহা ঘোর ছিল বিশ্ব চরাচর,
জগতে ছিলেন সুধু, ঋত সত্য পরাৎপর।
ক্রমে ক্রমে বারি রাশি—বিশ্ব ব্যাপী পারাবার!
বিধাতা, আদিত্য, বিধু, মাস, বর্ষ, দিবা আর
ভূলোক, দ্যুলোক, স্বর্গ, তপ, জন, মহ করি
সম্পন্ন হইল সৃষ্টি, পূর্ব্বকল্প অনুকারী।
কেবা স্রষ্টা, কেন সৃষ্টি, কেন বা প্রলয় আর,
কে বুঝাবে, কে বুঝিবে, বুঝিবার সাধ্য কার?
জীবের কর্ম্মের ফলে, সৃষ্টি প্রয়োজন যদি,
ফুরাবেনা সেই কর্ম্ম, এইবা কেমন বিধি!

সে বিশাল ব্রহ্ম অণ্ড, প্রলয় পয়োধি নীরে,
ত্রিলোক উৎপত্তি যাতে, বুঝিব কেমন ক'রে ?
আর সেই সৃষ্টি কার্য্য, অদ্ভুত অদ্ভুত কত !
সৃজেছেন বিশ্বধাতা, আপন মনের মত।
মানব, বিহঙ্গ, পশু, সরীসৃপ, হীন প্রাণী,
পাদপ, লতিকা, গুল্ম, পার্থিব, রতন শ্রেণী,
কোথাও উত্তুঙ্গ গিরি পরশে গগন সীমা,
কোথাও অতল সিন্ধু, বিধাতার কি মহিমা !
নদী, হ্রদ, সর, বন, সুশ্যামল সমতল,
কোথা জনপ্রাণী শূন্য, ভয়ঙ্কর মরুস্থল !
সংখ্যাতীত নর, নারী পরিপূর্ণ এই বিশ্ব
কি আশ্চর্য্য ! কার সনে নাহি কার সৌসাদৃশ্য !
পশু, পক্ষী হীন জীবে, বুঝিবা তাহাই হবে
ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবে বা বুঝিবে কেমনে কবে ?
বীজেতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুরেতে বৃক্ষ আর
বৃক্ষে পত্র, ফুল, ফল, ফলে পুনঃ বীজ তার।
কত ক্ষুদ্র বট বীজ, কি প্রকাণ্ড তরু তার !
ফলে কত ফল, বীজ, সাধ্যাতীত গণনার।
বৃক্ষ হ'তে বীজ কিম্বা বীজ হ'তে বৃক্ষ হয়,
বিষম এ অণ্বেষণা, মীমাংসা সহজ নয়।
ছাড়িয়া উদ্ভিদ্ রাজ্য প্রাণী রাজ্যে দেখি তাই,
একই নিয়মে চলে বুঝিবার সাধ্য নাই।

এ অনন্ত কোটি বিশ্ব কেবা হায় তার স্বামী!
লোকে বলে, শাস্ত্রে বলে, তিনি সদা অন্তর্য্যামী।
আত্মারূপে সর্ব্বভূত-অন্তরে বসতি তাঁর
বুঝিব কেমন ক'রে সে অন্তর কি প্রকার?
কে বলে পুরুষ তাঁরে? নারী বলে শক্তি কার?
নিরাকার যদি বল সাধ্যাতীত কল্পনার।
ঐশ তত্ত্ব লয়ে দেখি কত তর্ক, কত যুক্তি,
কতই প্রমাণ আর কতই জটিল উক্তি!
নানা মুনি নানা মত, কত ভেদ সে মতের
নিরীশ্বর বাদী যত ভ্রম বুদ্ধি নাস্তিকের!
তিনি নিত্য, তিনি সত্য, তিনি কর্ত্তা অখিলের,
তাঁর তত্ত্ব সম্ভবে কি ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের?
ইচ্ছায় মূরতি তাঁর, ইচ্ছায় মূরতি হীন,
নিজ রূপ সৃষ্টি করি হন তিনি কর্ম্মাধীন।
যুগে, যুগে অবতার, কল্পে, কল্পে লীলা কত!
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ম্ম চলিতেছে অবিরত।
তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি ত প্রকৃত বন্ধু,
সর্ব্ব জীবে দয়া তাঁর তাই তিনি কৃপাসিন্ধু।
করুণার নাহি সীমা, মহিমা জগৎময়,
এ বিশ্ব তাঁহার মূর্ত্তি, তাই বিশ্বরূপ কয়।
রূপহীন, চিন্তাতীত, সর্ব্বময় গুণাত্মন,
বিকার বিহীন তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

বিশ্বব্যাপী ভগবান, যদি ইহা সত্য হবে
হরি হরি একি কথা! চোকেত দেখি না তবে?
যদি তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বভূত মূলাধার,
তাহ'লে কিসের তরে দেখা নাহি পাই তাঁর?
সৃজন করিয়া বিশ্ব রয়েছেন অলক্ষিতে
এও কি সম্ভবে কভু চিন্তিতে মানব চিতে?
হয়ত আদিত্যগণ জানিতে পারেন কত,
মানবের বুদ্ধিরত বহু দূর পরাহত!
কর শাস্ত্র অধ্যয়ন, নানারূপ আলোচনা,
কত যুক্তি, কত তর্ক, তবু তত্ত্ব পাইবে না।
কিম্বা আছে বহু তত্ত্ব—কত জ্ঞান সে তত্ত্বের,
বুঝিবার যোগ্য নহে জ্ঞানহীন মানবের।
ধ্যানে, জ্ঞানে, সাধনায় তাঁর তত্ত্ব আছে কি না?
কে বলিবে সর্ব্বত্যাগী বিরাগী সন্ন্যাসী বিনা?
যে পায় তাঁহার তত্ত্ব সে ত না ফিরিয়া আসে
সে লভে নির্ব্বাণ মুক্তি, অন্যে তত্ত্ব পাবে কিসে?
মরুত অদৃশ্য সদা সঞ্চালনে বুঝা যায়,
ব্রহ্মও তেমতি বুঝি বিশ্বব্যাপী মহিমায়।
পুরুষ-প্রকৃতি ভ্রম? নিরাকার চিন্তাতীত
তবে কি বুঝিব হায়! ব্রহ্মতত্ত্ব অনিশ্চিত?
অনন্ত তাঁহার লীলা, অনন্ত সে লীলাভূমি,
অনন্ত দয়ার সিন্ধু তিনি অনন্তের স্বামী।

তাঁহার অনন্ত নাম, মূরতি অনন্ত আর,
অনন্তে অনন্তরূপে তিনিই বিশ্বের সার।
অনন্ত, তাঁহার বাহু, অনন্ত বীরত্বে ভরা,
অনন্ত সমরে তাঁর, বহে করুণার ধারা।
অনন্ত, অনাদি, মধ্য, অনন্ত শকতিময়,
অনন্তের অন্ত কোথা? অনন্তই পরিচয়।
অনন্ত এ সৃষ্টি কার্য্য, অনন্ত মহিমা এব,
অনন্তে রহেন তিনি, তিনিই অনন্ত দেব।
অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ অনন্ত গুণের নিধি,
অনন্ত জগতাধার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিধি।
প্রলয়ে, প্রলয়ে কিম্বা যুগে, যুগে বুঝি তাঁর
কেহ না পেয়েছে তত্ত্ব সে অনন্ত মহিমার।
রবি, শশী, ক্ষিতি, ব্যোম, অনল, অনিল, জল,
গ্রহ, উপগ্রহ, তারা,—এ বিশাল ভূমণ্ডল,
দৃশ্যাদৃশ্য যত কিছু সতত অজড় জড়ে,
স্রষ্টার অনন্ত শক্তি সদা অভিনয় করে।
যায় দিন আসে রাতি, নিশি শেষে দিবা আর
পল, দণ্ড, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ গণনার
অনন্ত সাগর বক্ষে, ভাসি জল-বিম্বপ্রায়,
আবার পলকে যেন কোথায় মিশিয়া যায়!
সৃষ্ট দ্রব্য কত বিধ, সংখ্যা নাহি হয় ভবে,
সৃষ্টির করিবে তত্ত্ব কেমনে মানব কবে?

একটী কণিকা লয়ে যদি চিন্তা করি হায়,
অসীম ভাবনা-নীরে পরাণ ডুবিয়া যায়!
অসম্ভব সৃষ্টি তত্ত্ব, স্রষ্টার সম্ভবে কিসে ?
হয় নাই কোন কালে, আর না হইবে শেষে।
জীবের অন্তর যদি তাঁহার গোলোক ধাম,
জীব ত সামান্য নয় পূর্ণ তবে মনস্কাম।
তবে কেন ? যদি তাঁরে সতত অন্তরে পাই
অযথা অন্ধের মত বাহিরে খুজিতে যাই ?
এ বড় নিগূঢ় তত্ত্ব, জানে স্বধু সেই জন
হায় যে, সঁপেছে ভবে তাঁর পদে প্রাণমন।
সে দেখিছে চিতে তার দিবা নিশি চিদানন্দ,
বড় উচ্চ স্থান তার, হৃদে তার কি আনন্দ!
মায়ার নিগড় তারে, কভু না বেড়িতে পারে,
না বিদরে তার বক্ষঃ, বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণশরে।
নাহি তার শোক, দুঃখ, নাহি তার মৃত্যু, জরা,
নির্ম্মল হৃদয় তার সতত পুলকে ভরা।
ভক্তিতে সহজ সাধ্য, তর্কেতে বিপদ ঘটে,
বিরাজেন সদা হরি, ভকতের চিত্ত-পটে।
ভক্তিতে সহজ সাধ্য ? ভক্তি কোথা পাব তবে ?
কেমনে শিখিব ভক্তি ? কেইবা শিখায়ে দিবে ?
ভক্তি শিখিবার নহে, নহে কভু শিখাবার,
আপনি হৃদয়ে উঠে পুণ্য ফল আছে যার।

হৃদয়ে জনমে স্বতঃ, নাহি লাগে আয়োজন,
অধীর করিয়া তুলে, গলাইয়া প্রাণ মন।
পাপ মতি, পাপ চিন্তা, পাপেতে রেখেছে ঘিরে,
ভিজেনা পাষাণ বক্ষঃ একবিন্দু ভক্তিনীরে !
ধর্ম্মেতে নাহিক আস্থা, ঈশ্বরে সন্দেহ কত,
সুকৃতি সঞ্চিত নাই, তাই আছি পশু মত।
পাশব প্রবৃত্তি জাগে হৃদয়ে দিবস, রাতি
কেমনে পশিবে তাতে বিমল ভকতি-ভাতি ?
পরজন্ম, পরকাল আত্মার চরম গতি
বুঝি নাই, বুঝিবনা, বুঝিতে দুর্জ্ঞেয় অতি।
স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, প্রেতলোক আদি করে
কেহনা বুঝেছে কভু, কল্পনারো দূরে।
যে বুঝেছে সুধী সেই, মায়াপাশ ছিন্ন তার,
সেই সে মানুষ ভবে, তুচ্ছ তার এ সংসার।
কি ব্যাপার জন্ম মৃত্যু ! কিবা শোক বিচ্ছেদের !
জীবের এ ক্রিয়া কিবা ! কিবা গতি জীবনের !
অই মুখ, অই চোক, অই যে সোণার কান্তি,
বুঝিলে কিছুই নয় কেবলি মনের ভ্রান্তি।
কেহনা কাহারে দেখে, অবয়ব কিছু নয়,
উড়ে গেলে প্রাণ-পাখী, পিঞ্জর পড়িয়া রয়।
কত ঘৃণা করি তায়, করি কত অনাদর,
ফেলি দেই কত দূরে নাহি কোন আড়ম্বর।

চলি যায় জীবকুল, সুদূর অজ্ঞাত দেশে,
যথা হ'তে এই ভবে, কেহনা ফিরিয়া আসে।
যদি কেহ আসে ফিরে, হ'য়ে কোন রূপান্তর,
যে যায় সে যায় চলি, লোকে বলে লোকান্তর।
হই শোকে অভিভূত সংসার আঁধার দেখি,
আশার আশায় পুনঃ, সে শোক ভুলিয়া থাকি।
সৃষ্টির আবহমান চলিতেছে এই রীতি,
যুগে, যুগে, কল্পে, কল্পে কেবলি একই নীতি।
এত আদরের দেহ কিবা তার পরিণাম!
হেরিলে, ভাবিলে মনে, চমকিয়া উঠে প্রাণ!
কোথাও মাটিতে মিশে! আগুনে পুড়িয়া ছাই!
কোথাও প্রাণীর খাদ্য! কি দৃশ্য দেখিতে পাই!
কি যেন কি চলি যায়, জড়দেহ পড়ি থাকে
কত কাঁদি, কত খুজি, তবু নাহি পাই তাকে!
কিবা স্বপ্ন! কি কুহক! ধন্য এই অভিনয়!
আর ধন্য অভিনেতা! যাঁহার সঙ্কেতে হয়।
কিন্তু যাঁরে আত্মা বলি, তাঁর কভু ধ্বংস নাই
ক্ষিতি, তেজ, বায়ু, জলে, 'গীতার' বচন তাই।
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা,
দেহের বিভিন্ন ভাব, তিনি যেন দেহ ছাড়া!
দেহ হতে দেহে যান মানব বুঝিবে কি তা?
আত্মার এ নিত্য কার্য্য ইহাই বলেন 'গীতা'।

অবিনাশী আত্মা আর নশ্বর জীবের দেহ,
প্রাণীতে প্রাণীতে আত্মা, তবু নাহি দেখে কেহ!
পঙ্গু না লঙ্ঘয়ে গিরি, বামনে না ধরে চাঁদ,
মূর্খের আলোচ্য নহে দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ।
জীবাত্মা ও পরমাত্মা কার মতে কত ভেদ
বুঝিনা, বলিব কিসে উভয়ের কি প্রভেদ?
আর সে প্রভেদ বুঝি হবে কিবা ফলোদয়,
যুক্তি তর্কে কোথা কবে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয়?
কেবা কার পুত্র, কন্যা, কেবা কার পিতা, মাতা,
কেবা কার পতি, পত্নী, কেবা কার ভগ্নী ভ্রাতা?
কে কার আপন ভবে হায়রে! কেইবা পর
বুঝিতে শকতি কার? কেবা দিবে সদুত্তর?
জীবে নাহি দেখে জীব, উপলব্ধি ক্রিয়া-গুণে,
বুঝে চক্ষু, কর্ণ, তবু কেবা দেখে কেবা শুনে!
মোহ মদে মত্ত হয়ে বুঝিতে যতন কই?
সবেই উপেক্ষা করে, স্থধু ভবে আমি নই।
'আমার আমার' রব, কেবলি ভুবন ভরা,
আমি কে? আমার কিবা? কি সাধ্য প্রমাণ করা?
ধন, জন অতি তুচ্ছ, দেহও ছাড়িয়া যাব,
হায়রে! সংসারের তবে কাহারে আমার কব?
কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রাণী, এ শরীরে বাস করে,
এ দেহের কতটুকু তবে মম অধিকারে?

না খুলিলে জ্ঞান-নেত্র না ছিঁড়িলে মোহ বাঁধ,
ভাঙ্গিবেনা এই স্বপ্ন, ঘুচিবেনা মায়া-ফাঁদ।
সংসারের রঙ্গ মঞ্চে হায়রে, দুদিন তরে,
কত জন কত মতে কত অভিনয় করে!
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, দম্পতি, সন্ততি আর
নাট্য ক্রীড়া শেষ করি চলি যায় যথা যার।
যবনিকা পড়ি গেলে, দেখি সব শূন্যময়,
থাকে নাত অভিনেতা, লুপ্ত হয় অভিনয়।
ঘরে ঘরে এই খেলা,, কি প্রপঞ্চ মায়া তব!
বিশ্ব-মরু মরীচিকা! নিত্য নিত্য অভিনব!
কেহ অপরাধী সাজে কেহ বিচারক তার,
কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ পারিষদ আর।
সুরম্য প্রাসাদে কেহ, পয়ঃ-ফেন শয্যা' পরে,
কেহ বা ধূলায় পড়ি, বৃক্ষ তলে কাল হরে।
অদৃশ্য জীবের ভাগ্য, কিছু ভুল নাই তাতে
বর্ত্তমান অনিশ্চিত, কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে?
আসে জীব যায় চলি, নাহি থাকে কোন চিহ্ন,
সকলি অনন্তে মিশে, কেবল সুকৃতি ভিন্ন।
থাকে বটে কীর্ত্তি স্তম্ভ, অটল মূরতি ধরে,
কিন্তু কতজন ভবে, সে স্তম্ভ রচিতে পারে?
কোথা কবি রত্নাকর, কোথা বা সে কালিদাস,
বেদব্যাস, ভবভূতি, কাশীরাম, কৃত্তিবাস?

রাঘব, পাণ্ডব, কোথা, কোথা নল, হরিশ্চন্দ্র,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, পুণ্যশ্লোক নৃপবৃন্দ ?
ইক্ষ্বাকু, ত্রিশঙ্কু, রঘু, পৃথু, বেণ, ভগীরথ,
দিলীপ, নহুষ, অজ, কোথা রাজা দশরথ ?
সুরথ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, কোথা নন্দ, বসুদেব,
শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ? কোথায় চৈতন্য দেব ?
নাই সে পরশুরাম ক্ষত্রকুল-ধ্বংসকারী,
আর রাজপুত্র বুদ্ধ উগ্রতপ ব্রতচারী।
জানকী, সাবিত্রী, শব্যা, পদ্মা, খনা, দময়ন্তী,
অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, নাই মন্দোদরী, কুন্তি।
প্রসূতি, অদিতি দেবী প্রজাপতি দক্ষসুতা,
দৈবকী যশোদা কোথা ? রোহিণী, কৌশল্যা মাতা
শূন্য সে যমুনা-তট, শূন্য তীর জাহ্নবীর,
মহাশূন্য কুরুক্ষেত্র, শূন্য প্রভাসের নীর !
কোথায় লাঙ্গলী, বৃষ্ণি, অক্রূর, বিদুর শিষ্ট,
কোথা গোপকুল বালা, পূত কৃষ্ণ-প্রেম-নিষ্ঠ ?
অযোধ্যা, হস্তিনা নাই, ইন্দ্রপ্রস্থ অন্ধকার,
লুপ্ত চন্দ্র, সূর্য্য বংশ, নাম মাত্র আছে সার।
মগধ, পঞ্চাল লুপ্ত, রাজস্থান ঘোর বন
কোথা রাজোয়ারা নারী ? কোথা রাজপুতগণ ?
কত কাল গত তবু পৃথিবী লইছে নাম,
লভিয়াছে অমরত্ব, ধন্য করি ধরাধাম।

আরো যাহা দেখিতেছি, অনন্তে মিশিয়া যাবে,
পুরাণের পরিবর্ত্তে, আবার নূতন হবে।
কালেতে উৎপত্তি বিশ্ব, কালেতেই স্থিতি তার,
আবার কালেই ধ্বংস, অনন্ত সে কাল আর।
এ সংসার কাল সিন্ধু ইহা খলু, মিথ্যা নয়,
কাল স্রোতে সৃষ্টি, স্থিতি, কালেই বিলয় হয়।
কাল-সিন্ধু জলে জীব থাকি সদা নিমজ্জিত।
ভোগিতেছে কর্ম্মফল, যার যাহা নিয়োজিত।
সিন্ধু-বারি কভু স্থির, কভু বা অস্থির গতি,
কাল সিন্ধু গতি হায়, সতত ভীষণ অতি!
কিবা তার খরস্রোত! কিবা তার ভীমাবর্ত্ত!
উত্তাল তরঙ্গ কিবা! কি ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত!
নাহি তার বেলাভূমি, নাহি গভীরতা সীমা,
অনন্ত সে মহা সিন্ধু, সুগভীর সে নীলিমা!
কি গর্জ্জন সে সিন্ধুর! মূরতি ভীষণ কত!
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া সদা, গড়িতেছে শত শত।
আজি যাহা দেখিতেছি, কালি নাহি চিহ্ন রবে,
ভীষণ আবর্ত্তে পড়ি, নূতন আকার হবে।
এই কাল স্রোতে জীব, ভাসি ডুবি নিরন্তর,
অস্থির গতিতে চলে কিবা যুগ, যুগান্তর।
ফুরাবেনা কর্ম্মফল, ফুরাবেনা যা(ও)য়া, আসা,
আসে যায়, যায় আসে, জীবনের কি তামাসা!

ভাসিতে ভাসিতে হ'লে, সজাতিতে মিশা মিশি,
কত কুটুম্বিতা আর আমোদ প্রমোদ রাশি!
জনক, জননী কেহ, ভ্রাতা, ভগ্নী, পরিজন,
পতি, দারা, সুত, সুতা, কিবা দিব্য সম্মিলন!
কত মায়া, কত আশা, কত সুখ অভিলাষ,
বাঁধে কত দৃঢ় করি বিশ্বব্যাপী মায়াপাশ!
কতই আপন হয়, কত পূর্ব্ব পরিচিত,
সোহাগ, আহ্লাদ, ভক্তি, স্নেহ ও মমতা কত!
পান্থে, পান্থে, পন্থা মাঝে, যথা ক্ষণ পরিচয়,
এই কালস্রোত পথে তা হ'তে অধিক নয়!
কিন্তু তবু শান্তি কোথা? কালের তরঙ্গাঘাতে
সতত অস্থির জীব, সংসার জীবন পথে।
যদি কেহ ভাবে মনে, হইয়াছে শান্তি প্রাপ্ত,
মুহূর্ত্তে কোথায় যায়, হইয়া বিক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত!
কেহ নিমজ্জিত হয়, আর না ভাসিয়া উঠে,
খরস্রোতে, ঘূর্ণাবর্ত্তে, কোথা যেন যায় ছুটে!
নাহি থাকে কোন চিহ্ন, দেখা না পাইবে আর,
ফিরিবে না কোন কালে, শুনি কান্না হাহাকার।
পুনরপি ভাসি উঠে, কোন দিক দিগন্তরে
তার নাম পরকাল, পর জন্ম বলে নরে।
বিপদ সঙ্কুল হায়! সতত সংসার ধাম,
কিবা তার ধূলা খেলা! কিবা তার পরিণাম!

ধনের মানের গর্ব্ব, বিজ্ঞতার অহঙ্কার,
রূপের গরিমা আর ক্ষমতার দম্ভ ছার।
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ঝড়, বজ্র, ভূকম্পন,
দশা বিপর্য্যয় আদি কত রিপু অগণন,
জীবের অদৃষ্টাকাশে সতত রয়েছে ভাসি,
কত মতে প্রপীড়ন করিতেছে অহর্নিশি।
তারপর জীবনের নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই,
এই ত প্রাণের মূল্য! তবু করি এ বড়াই!
'সুখ সুখ' লোক মুখে সতত শুনিতে পাই,
সারাটী জীবন গেল সুখ কি তা বুঝি নাই।
যে জন পেয়েছে সুখ, সেই বড় ভাগ্যবান,
দুঃখের এ ভব মাঝে, তার দুঃখ অবসান।
কেহ বলে সুখ, দুঃখ আসে যায় পর্য্যাক্রমে,
কিন্তু কত জন হায়! সুখ ত দেখেনা ভ্রমে!
সুখ, দুঃখ ঘূরে কারো যথা দিবা বিভাবরী,
কারো চির দুঃখ-নিশা, পোহায় না সে শর্ব্বরী।
মরুভূমে মরীচিকা, ঘন কোলে ক্ষণপ্রভা,
তেমতি জীবের হৃদে দুঃখ মাঝে সুখ আভা।
দুঃখ উপলব্ধি তরে, সুখের এ ক্ষীণ জ্যোতিঃ,
গভীর দুঃখেতে ফেলে ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাতি।
এই দেখি কারো মুখে, কি সুন্দর উচ্চ হাসি,
পলকে ফিরিয়া দেখি, অশ্রুজলে ভাসাভাসি।

শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু দেখিতেছি অনিবার
তুলিয়াছে এ সংসারে কি ভীষণ হাহাকার !
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে কেহ, ভাসে সদা অশ্রুনীরে !
কেহ কাঁদে ধরাতলে, শিরে করাঘাত করে !
হৃদয়ের শোক জ্বালা নহে কারো ভিন্নতর
কোমল শয্যায় শোক হয় নাত লঘুতর।
মায়ায় সৃজিত বিশ্ব, মায়াতেই স্থিতি তার,
মায়ায় রেখেছে বেঁধে, দৃঢ়রূপে এ সংসার।
অনুভব শক্তি যবে, লভিয়াছি বাল্যকালে,
তদবধি জ্বলিতেছি কত শোক-তুষানলে !
একটী ভুলিতে যাই কিন্তু আসে বারম্বার,
জ্বলিয়া পুড়িয়া বক্ষঃ, হইয়াছে ছারখার !
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, পত্নী আর
পুত্র, কন্যা তুল্য বন্ধু, কত গেছে অভাগার !
দেখিয়াছি এই চক্ষে, জাগ্রত স্বপন মত
কোথায় কাড়িয়া নিলে কোন প্রাণে হা বিধাতঃ !
কেন বা, কোথায় তারা, গেল চলি অকস্মাৎ,
আততায়ী প্রায় বক্ষে করি তীক্ষ্ণ শেলাঘাত !
জ্বলিতেছে শোক-অগ্নি, শ্মশান-অনল প্রায়
এই ভাগ্যহীন বুকে, কিবা দিবা কি নিশায় !
আমি একা নহি ভবে, সমস্ত সংসার জ্বলে
দিবা নিশি এক ভাবে, নিদারুণ শোকানলে।

সকলি স্বপন যদি, শোক তবে কেন হায় !
বুঝিতে সহজ, তবু বুঝিয়া না বুঝা যায়।
পরে উপদেশ দেই, 'স্বপ্ন প্রায় এ সংসার'
কত যুক্তি দিয়া, কিন্তু নিজে বুঝিয়াছি সার।
মায়ার প্রভাবে যবে অভিভূত হই শোকে,
কি যেন আশ্বাস আশা দেয় অলক্ষিতে থেকে।
বিচ্ছেদ ভুলিয়া যাই, ভাবি যেন স্বপ্ন জাত
সে সব বিরহ কথা, আশার শকতি এত !
পুনঃ জড়ীভূত হই দৃঢ়রূপে মায়া-জালে
এ বিশাল মায়া রাজ্যে ; এড়াইব কোন ছলে ?
মায়ার আনায়-বদ্ধ রহিয়াছে এ সংসার,
একটী ছিঁড়িতে যাও জড়াইবে পুনর্ব্বার !
আরো দেখ কি তামাসা ! শূন্য যার এ সংসার,
একাকী রয়েছে ভবে, তবু কত মায়া তার !
হায় মায়াদেবি ! তব এ কুহক বলিহারি !
সঙ্কেতে রেখেছ তুমি এ সংসার মুগ্ধ করি।
যেখানে অভাব তব, সেই স্থান স্বপ্নময়,
থাকে নাত গৃহাশ্রম, সংসার বন্ধন চয়।
মহা স্বপ্ন এ সংসার, বুঝিতে না পারে কেহ,
মায়ায় রেখেছ মুগ্ধ, ধন্য তব এই মোহ !
অসার সংসার ক্ষেত্র, দেখাইছ সার ভূমি,
জীবের হৃদয় দেখি, তব দিব্য রঙ্গভূমি !

কত রূপে কত সাজে, করিতেছ অভিনয়,
জানি না কে আছে হেন যে জন মোহিত নয়।
কিন্তু তব সহচরী, আশা দেবী নাম যাঁর,
এই বিশ্ব চালাইতে, তাঁর ক্রিয়া চমৎকার !
তুমি বাঁধ মায়াপাশে, আশায় চালায় বিশ্ব,
মায়া ও আশাই দেখি, সংসারের সার দৃশ্য।
আশায় মায়ায় জীব, সংসারে দেখিতে পাই
দিবা নিশি কর্ম্মরত, তিলার্দ্ধ বিরাম নাই।
আশার অভাব হলে, অচল সংসার-যন্ত্র,
কিছু না করিতে পারে, তোমার এ মোহ মন্ত্র।
কত দুঃখ ভুলি যাই, যদি আশা থাকে সাথে,
সম্পদও তুচ্ছ হয়, দাঁড়ালে নিরাশা পথে।
আশায় উজ্জ্বল বিশ্ব, নিরাশায় অন্ধকার,
আশায় জীবন থাকে, নিরাশায় হাহাকার !
শোকে শান্তি, দুঃখে দয়া, আশার দ্বিবিধ গুণ,
তুমি মায়া ! জীব-হৃদে জ্বাল সুধু শোকাগুন, !
কুহকিনী আশাদেবি ! না জানি কি মন্ত্রবলে,
চালাইছ এ সংসার, অবিরাম সুকৌশলে !
আঁধার সংসার মাঝে, জ্বালায়ে সোহাগ বাতি,
আগে আগে যাও তুমি, কিবা দিবা কিবা রাতি।
পিছে পিছে ধায় জীব, যেন পাগলের মত
অগম্য, দুর্গম পথে, হইয়া বিক্ষত ক্ষত।

কারো পূরে অভিলাষ, বসে সুখ মঞ্চ'পরে,
কেহ বা জীবন কাটে, দুর্ব্বিষহ হাহাকারে!
এ হৃদয়ে কত আশা, দুটী পূরিল না তার,
বহিলাম এ জীবন শোক, দুঃখ, নিরাশার!
কত ডাকিয়াছি তোমা, সকাতরে কর জুড়ি,
কত কাঁদিয়াছি আশা! তোমার চরণ ধরি,
হৃদয়ে আসন পাতি, পূজিয়াছি কত মতে
বসিলেনা একতিল, প্রীত নাহি হ'লে তাতে!
আয়ুঃসূর্য্য অস্তপ্রায়, নাহি কোন বাঞ্ছা আর,
তৃষ্ণা দেবি! ক্ষমা কর, করি তোমা নমস্কার।

* * * *

আবাহন।

—*—

পতিত ভারত, এবে পতিত উদ্ধার
পতিতপাবন হরি! রহিলে কোথায়?
সত্য যুগ লীলাস্থল, অযোধ্যা ত্রেতার,
নীরব নির্জন, এবে নীরব নির্জন
দ্বাপরের বৃন্দাবন, গোকুল, মথুরা,
শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, গোবর্দ্ধন গিরি
শ্রীহীন, শ্রীহীন তব পুরী দ্বারাবতী।
লুপ্ত প্রায় সরস্বতী, মলিনা সরযূ,
ম্রিয়মাণ হয়ে সদা বহিছে যমুনা
তোমার বিরহে হরি! আকুল পরাণে।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেতে বিনা তপস্যায়
তোমায় দেখেছে জীব, পাপ কলিকালে
পাবেনা কি তব দয়া পতিতপাবন?
দুরাচার হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু,
করেছ নির্ম্মূল, আর আসেনা ভারতে।
নাই সে রাবণ দুষ্ট, কুম্ভকর্ণ ক্রূর,
নাই দন্তবক্র আর নাই শিশুপাল,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের রিপুকুল তব।

আসিওনা বীর বেশে সুদর্শন সহ,
পাঞ্চজন্য করে ধরি ওহে চক্রপাণি!
বড় ভয় পাই মনে, অর্জ্জুনের রথে—
সারথির বেশে তোমা চাইনা দেখিতে
কুরুক্ষেত্র মহারণে, সেই নরমেধ
করেছে শ্মশান হায়, সোণার ভারত!
তোমার সারথ্য ব্রত আছে চিরকাল
জগৎ-বিমানে তুমি সুদক্ষ সারথি।
বিশ্ব তব কুরুক্ষেত্র বিস্তৃত বিশাল,
পাপ, পুণ্যে, ধর্ম্মাধর্ম্মে হইতেছে রণ
অনন্ত অশেষ, দেব! চাইনা দেখিতে
আর রণ-বেশ তব ওহে জনার্দ্দন!
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ বা নৃসিংহ মূরতি,
বামন ও ভৃগুরাম দুষ্ট দর্পহারী,
আর সে শ্রীরাম লীলা বিপদ সঙ্কুল,
চির দুঃখিনীর চিত্র মাতা জানকীর,
চাই না দেখিতে, স্মরি বিদরে হৃদয়।
যে বাঁশীর রব শুনি অধীর হইয়া
ধাইত ব্রজের বালা, বহিত উজান
কালিন্দীর নীল জল, উচ্চ হাম্বা রবে
ধবলী, শ্যামলী, লালী, আর ধেনু যত
বৎস সহ কৃষ্ণপ্রেমে আসিত নাচিয়া,

সে মুরলী ল'য়ে করে, মুরলী বদন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপে মদনমোহন,
আবার আইস হরি! আইস আবার
গোকুলে গোকুল চন্দ্র! গোপাঙ্গনাগণ
নবনীত লয়ে করে আছে দাঁড়াইয়া
তোমার শ্রীমুখে দিতে, জানে গোপীনাথ!
গোপ-সীমন্তিনী-দত্ত ক্ষীর, ননী, সর,
বড় প্রিয় তব, তাই আইস গোপাল!
আইস গোপাল! তব পথ পানে চেয়ে,
কাঁদিছে দেখনা যত ব্রজের রাখাল,
হে রাখাল রাজা! তব দরশন আশে।
দরশন আশে তব তৃষিত পরাণে
ব্রজবাসী, ব্রজঙ্গনা ব্রজ পশু, পাখী,
স্থাবর, জঙ্গম যত রয়েছে চাহিয়া
তব প্রতীক্ষায়, তাই আইস গোপাল!
নেত্র ছল ছল অই কত শত ধেনু,
সহ বৎস, দেখ চেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে,
কাননে, কান্তারে আর যমুনার তীরে
পাগলের মত যেন, অন্য চিন্তা নাই
কেবল খুজিছে তারা 'কানাই' 'বলাই'।
সুমধুর নিধুবন, নিকুঞ্জ কানন,
তব প্রিয় বংশীবট, যমুনা পুলিন,

তব লীলাক্ষেত্র যত বন, উপবন
মলিন বিবর্ণ আজ তোমার বিহীনে।
ব্রজেশ্বর! কত শত ব্রজের কামিনী,
সেই গোপিনীর ভাবে হইয়া বিভোর,
পুণ্যবতী যমুনার পবিত্র দুকূলে,
ত্যজি লজ্জা, ত্যজি ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ,
আত্মহারা তব প্রেমে,—পাগলিনী প্রায়
তব রূপ, তব গুণ, তব প্রেমলীলা
করিছে কীর্ত্তন, হরি! কি প্রেম-সাধনা!
সর্ব্বত্যাগী যোগীদের কঠোর সমাধি
পার উপেক্ষিতে, কিন্তু পারিবে কেমনে
প্রেমময়! ছিঁড়িতে এ প্রেমের বন্ধন?
বড়ই কঠিন, তাই আইস গোপাল।
বংশীধর! বংশী ল'য়ে আগেকার মত,
হেলাইয়া বাম অঙ্গ কদম্বের মূলে,
ত্রিভঙ্গ মূরতি হ'য়ে দাঁড়াও শ্রীহরি!
পুনরাবির্ভাবে তব এ মহীমণ্ডলে
আবার হইবে সেই শিশু বিনিময়
গোকুল ও মথুরায় নিশীথ সময়।
উঠিবে নূতন রবি নূতন গগনে,
বেষ্টিত নক্ষত্র দলে নব নিশাকর,
নব ঘন শ্যামরূপ নিরখি নয়নে

কত রঙ্গে, কত রঙে নব কাদম্বিনী
ছুটিবে আকাশ পথে, আনন্দে অধীর।
গাবে সুমধুর রবে কত শত পাখী,
কলাপ বিস্তারি কত নাচিবে বা শিখী ;
নূতন গরবে পূর্ণ করি বক্ষঃস্থল,
প্রেমের তরঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া কত বহিবে যমুনা
প্রেমে মত্ত, আত্মহারা, মুরলীর রবে।
বালার্ক-সিন্দূর ফোটা পরিয়া কপালে,
শোভিবে নবীনা ঊষা নব বৃন্দাবনে,
তরুণ অরুণ-রাগে দিক্ আলো করি।
নূতন পল্লব, পুষ্প, নব কিশলয়,
সাজাইবে বৃক্ষ, গুল্ম, লতিকা নিচয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা শোভা করিবে অতুল !
ফুটিবে নূতন ফুল, নূতন সৌরভ
মাখি নব গন্ধবহ ফিরিবে চৌদিকে,
সুগন্ধে মোহিত করি নব ব্রজপুর।
নূতন আনন্দে নন্দ, জননী যশোদা
প্রভাতে খা(ও)য়া'য়ে কত ক্ষীর, ননী, সর,
ধড়া, চূড়া পীতবাসে সাজাবে গোপাল,
'বলাই' 'কানাই' বলি ডাকিবে রাখাল।
রেণু রবে ধেনুবৃন্দ সহ বৎসগণ,

যাবে গোচারণে নব পুলকে অধীর,
আঘ্রাণি রাখাল রাজে কত শত বার।
রমণীয় সুশ্যামল কালিন্দীর তটে,
আবার সে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হ'য়ে,
প্রেম-মুগ্ধ আত্মহারা আহীর রমণী
আসিবে হেরিতে নব ত্রিভঙ্গ মূরতি,
সতৃষ্ণ নয়নে দিব্য কদম্বের মূলে।
রসের সাগরে ডুবি রাস পূর্ণিমায়
হেমন্তে, বিমল স্নিগ্ধ চন্দ্র-করতলে,
বনে, উপবনে আর নিকুঞ্জ কাননে,
আবার সে প্রেমলীলা দেখিবে জগৎ।
বাসন্তী পূর্ণিমা তিথি দেখি গোপীবৃন্দ
দোলায় তুলিয়া কত দোলাবে গোবিন্দ!
হেরিয়া অখিল বিশ্ব কৃষ্ণ-প্রেমময়
নাচিয়া উঠিবে প্রেমে রমণী-হৃদয়।
তোমারই ধর্ম্ম রাজ্য এ ভারত ভূমি,
অধর্ম্মের ঘোর পাপে হ'লে কলুষিত
কলঙ্ক তোমার,—আর চায়না ভারত
শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, চায়না বহাতে
রক্তের ভীষণ নদী, স্বাধীন প্রভাবে।
হেরিতে তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া,
ভক্তিতে লইতে শিরে তব পদধূলি,

বড় সাধ ভারতের ; বড় ভাগ্যবান
ভারত, ভারতবাসী, যুগে, যুগে, যুগে,
পাইছে তোমার দয়া ; এ ভব মণ্ডলে
হেন ভাগ্য কার আছে হে ভবতারণ ?
ধর্ম্মের হয়েছে গ্লানি, অধর্ম্মের জয়,
মহা বেগে পাপ-স্রোত যাইছে বহিয়া,
তব অবতরণের এইত সময়,
এখন থেকোনা তুমি নিদয় হইয়া।
বিলুপ্ত সাত্বিক ভাব, রাজসিকো প্রায়,
তামসিক ভাবাপন্ন মানব হৃদয়।
পুরুষের পুরুষত্ব, সতীত্ব নারীর,
গিয়াছে চলিয়া যেন স্বপনের প্রায়।
হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ব্যবহার,
ঘোরতর সংঘর্ষণ ধরমে ধরমে !
ভীষণ অশান্তি ! তাই করুণা বিতরি
আবার ভারত ভূমে আইস শ্রীহরি !
তৃণাভাবে ধেনুবৃন্দ, অন্নাভাবে নর,
জলাভাবে জলচর, হ'তেছে বিলয়।
অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
রোগ, শোক, জরা আদি রয়েছে লাগিয়া
ভারতের হাড়ে হাড়ে, ঘোর যন্ত্রণায়
'কোথা হরি' বলি সদা ডাকিছে সঘনে

ভারতের জীবকুল, বড় দুর্বিবষহ!
রাজার অতুল যত্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।
কে নিবাবে এই স্রোত? এই রিপুকুল
কে নাসিবে তোমা বিনা হে মধুসূদন?
ভারত চাহিছে শান্তি, হে শান্তি-নিদান!
করুণ রোদনে আর থেকোনা বধির,
দয়াময়! কৃপাসিন্ধো! পতিতপাবন!
আবার ভারত ভূমে এস নারায়ণ!

* * * *

পুরুষ-প্রকৃতি

তোমার বিহার-ভূমি দরশন আশে
লীলাময় ভগবন্! করিনু ভ্রমণ
তব লীলাক্ষেত্র যত, মনের হরষে
পরাণ শীতল করি পতিতপাবন!
তব লীলা-লুপ্ত চিহ্ন নয়নে হেরিয়া,
বিমল আনন্দ-নীরে ডুবে গেল মন,
অমনি প্রখর বেগে হৃদয় প্লাবিয়া
ছুটিল শান্তির উৎস,—ভক্তি-প্রস্রবণ।
পুলকে পূরিল অঙ্গ, গেল দূরে চলি
শোক, দুঃখ, তাপ, জ্বালা ছাড়িয়া হৃদয়,
তন্ময় হইয়া হরি! ভাবিনু কেবলি
বিশ্ব তব লীলা ক্ষেত্র, কিন্তু দয়াময়!
কিসে পাব তব তত্ত্ব? জ্ঞানহীন নর
দুরূহ শাস্ত্রের তত্ত্বে নাহি অধিকার;
থাক সেই তত্ত্ব কথা বুঝিতে বিস্তর,
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিয়াছি সার;—
বিশ্বের কারণ তুমি পতিতপাবন,
তুমি সত্য সনাতন অখিল জীবন।
তুমি নিত্য নিরাময় প্রভু ভগবান,
তুমি ত্রিদশের পতি করুণা নিদান।

তুমি কেশী নিসূদন, কংস দর্পহারী,
তুমি গোলকের হরি শঙ্খ, চক্রধারী।
তুমি কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, শ্রীমধুসূদন,
তুমি হয়গ্রীব, শ্রীশ, দেব নারায়ণ।
তুমি পাণ্ডবের সখা কালীয়দমন,
তুমি সতী দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ।
তুমি ধ্রুব প্রহ্লাদের প্রিয় বাল্যসখা,
তব দিব্য চূড়া মাঝে শোভে শিখি-পাখা।
তব নব ঘন কান্তি, কিরীট ভূষণ,
তুমি পীতবাস, হৃদে কৌস্তুভ রতন।
তুমি যমুনার কূলে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
তুমি রাখালের রাজা গোবর্দ্ধনধারী।
কভু কালী, কভু কৃষ্ণ, কভু গৌরী হর,
কভু হরিহর মূর্ত্তি অতি মনোহর।
কখন পুরুষ হও, কখন প্রকৃতি,
কভু নিরাকার, ব্যাপ্ত অসীম মূরতি!
যে ভাবে যে দেখে তোমা কিছু ক্ষতি নাই
সর্ব্বরূপে বিরাজিত রয়েছ সদাই!
মৎস্য রূপে কর তুমি বেদের উদ্ধার,
কূর্ম্মরূপে ধর এই পৃথিবীর ভার।
পাতালে বরাহ মূর্ত্তি দৈত্য নিসূদনে,
স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ প্রহ্লাদে রক্ষণে।

বালি রাজে ছলিবারে সাজিলা বামন,
ধরিলা শ্রীরামরূপ বধিতে রাবণ।
করিলে ভার্গব রূপে ক্ষত্রিয় বিনাশ,
অপ্রমেয় বল বীর্য্য করিয়া প্রকাশ।
দ্বাপরেতে রাম-কৃষ্ণ যুগল মূরতি,
হরিতে ধরার ভার রক্ষিবারে ক্ষিতি।
বুদ্ধরূপে মহাযোগী বোধি তরুমূলে,
কলি শেষে কল্কী ধরা পাপ-পূর্ণ হলে।
ভাসাইলে বৃন্দাবন প্রেমের নির্ঝরে
পশু, পক্ষী, নর, নারী ভাসিল সে নীরে
কালিন্দীর নীল জল বহিল উজান,
শুনি সে অমৃত পূর্ণ বাঁশরীর গান।
ছাড়িয়া পতির কোল, কোলের সন্তান,
তব পদে ব্রজঙ্গনা সঁপিলা পরাণ।
হইল উন্মত্ত প্রেমে ব্রজের কামিনী,
কাঁদিল যমুনা-কূলে রাধাবিনোদিনী।
গৃহে, গৃহে, কৃষ্ণ মূর্ত্তি, হৃদয়ে, হৃদয়ে,
মুখে, মুখে, কৃষ্ণনাম স্রোত গেল বয়ে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমিই শঙ্কর,
বরুণ, কুবের, অগ্নি, যম, পুরন্দর,
তুমি সত্যনারায়ণ, তুমিই ত্রিনাথ,
তুমি অখিলের পতি দেব জগন্নাথ।

নাভিমূলে ব্রহ্মা তব, কমলা চরণে
ভাস ক্ষীরোদের জলে অনন্ত শয়নে।
সংসার অর্ণবে তুমি অকূল কাণ্ডারী,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজধারী।
কভু বা দ্বিভুজ রূপ মুরলী বদন,
বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি মদনমোহন।
চণ্ডালে মিত্রতা! দয়া অসীম সংসারে,
খেয়েছ তণ্ডুল-কণা বিদুরের ঘরে!
প্রহ্লাদের বিষদান লয়েছিলে প্রীতে!
সাজিলা সারথি ভক্ত অর্জ্জুনের রথে!
রাখাল সাজিলা ব্রজ-রাখালের সনে,
নন্দের গোধন ল'য়ে ভ্রমিলা কাননে।
যশোদা করিলা তোমা রজ্জুতে বন্ধন,
বেঁধেছিল প্রেম-পাশে ব্রজ-গোপীগণ।
পাষাণ হইল নারী চরণ-পরশে,
ভাসাইলা শিলারাশি বারীন্দ্র-উরসে।
কভু কালী, কভু তারা, কভু বা ষোড়শী,
কখন ভুবনেশ্বরী, কমলা রূপসী.
ভৈরবী ও ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী অতি
মাতঙ্গী, বগলা কভু, কভু ধূমাবতী।
উমেশের উমা তুমি, রমেশের রমা,
তুমি মহাকাল-বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা

পুলোমা নন্দিনী তুমি দেবেন্দ্র উরসে,
কভু স্বাহা স্বধারূপে বৈশ্বানর পাশে।
ধূর্জ্জটির শিরে তুমি গঙ্গা তরঙ্গিনী,
মাধবের হৃদে তুমি জলধি নন্দিনী।
কভু সরস্বতীরূপে বিদ্যা-জ্ঞানদাত্রী,
বেদের প্রণব, কভু গায়ত্রী, সাবিত্রী।
বারুণী বরুণ পাশে, ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী,
বিশ্বরূপী রূপে তুমি বিশ্ব প্রসবিনী।
রুক্মিণী যাদব বক্ষে, রাম বক্ষে সীতা;
রাধাকান্ত পাশে রাধা বৃষভাণু-সুতা।
নবীন জলদে যথা চপলার খেলা,
কেশবের বক্ষে তুমি সত্রাজিৎ বালা।
শ্বেতবর্ণা দেবী কভু মুখে বৈশ্বানর,
ব্রহ্মা শিরে, বিষ্ণু হৃদে, ভালে রুদ্রেশ্বর।
কুক্ষিতে পৃথিবী শোভে, ত্রৈলোক্য চরণে,
প্রচণ্ড তপন দীপ্তি করে ত্রিনয়নে।
অন্নপূর্ণা সাজি তুমি বারাণসী ধামে,
তুষিলা অমৃত দানে ক্ষুধাতুর বামে।
ব্রহ্মারূপে কর সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি,
রুদ্ররূপে নাশ বিশ্ব, এই তব রীতি।
সত্ত্ব, রজঃ, তম ল'য়ে লীলা খেলা তব,
কে বুঝিবে বিশ্বধামে পরাভব ভব।

তোমা হ'তে উঠি পুনঃ তোমাতে মিশায়
এই বিশ্ব চরাচর, জলবিম্ব প্রায়।
শশধর মন হ'তে, সবিতা লোচনে,
ঘ্রাণেতে বায়ুর জন্ম, পৃথিবী চরণে।
সলিল, অনিল, মুখে, নেত্রে দিক্‌পাল,
লোমকূপে কোটীবিশ্ব, বিস্তৃত বিশাল।
পুণ্যবান গৃহে তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী,
অলক্ষ্মী পাপীর গৃহে অশুভদায়িনী।
তব নাম উচ্চারণে তুষ্ট দেবগণ,
'স্বাহা স্বধা' রূপে যজ্ঞে তব আবাহন।
মঙ্গলদায়িনী তুমি সদা হিতে রত,
অমঙ্গল তব নামে খণ্ডে মা! সতত।
সৃজন, পালন, লয়, তোমার অধীন,
এ বিশ্বের কার্য্য যত তব আজ্ঞাধীন।
সর্ব্ব জীবে ক্ষুধা তুমি, সাগরের বেলা,
ভবসিন্ধু-নীরে তুমি একমাত্র ভেলা।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, তুমি জীব হৃদে দয়া,
এ বিশ্ব মোহিতে মাগো! তুমি মহামায়া
তুমি মা রবির কর, চন্দ্রের কিরণ,
তব শক্তি বলে সদা বহে সমীরণ।
এ বিশ্বের বীজ তুমি, বীজ-শক্তি দাতা,
জগতের একমাত্র তুমিই বিধাতা।

সংসার ক্ষেত্র।

—(*)—

"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে, শিবে, সর্ব্বার্থ সাধিকে!
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।
সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুণাশ্রয়ে, গুণময়ে, নারায়াণি! নমঽস্তুতে!

(১)

মা!
তোমারি সৃজিত এই নিখিল ভুবন,
বিশ্ব তব রঙ্গভূমি, অভিনেত্রী একা তুমি,
তোমা ভিন্ন দ্বিতীয় মা! নাহি দেখি আর.
এ বিশ্ব জ্বলন্ত চিত্র তব মহিমার।

(২)

অপরূপ রূপ কত যেখানে, সেখানে,
দেখিছি নয়ন ভরি তব বিশ্বে বিশ্বেশ্বরি!
অবাক হইয়া যাই হারায়ে চেতন,
অসীম ভাবনা-নীরে ডুবে যায় মন।

(৩)

কেন সৃষ্টি, কেন স্থিতি, কেন বা প্রলয়,
করিতেছ অবিরত সদা জলবিম্ব মত
উঠিছে, মিশিছে বিশ্ব অনন্তের গায়,
এ নিগূঢ় তত্ত্ব কভু কেহ নাহি পায়।

(৪)

সতত সহায় তুমি জীবনে মরণে,
পালিতেছ জীবকুলে, থাকি দৃষ্টি অন্তরালে,
অলক্ষিতে থাক সদা অতি সঙ্গোপনে,
আছ মাত্র জানি, কিন্তু দেখিনা নয়নে।

(৫)

আছ মাত্র জানি, কিন্তু দেখিতে না পাই,
এ রহস্য বলি কারে বুঝিব কেমন করে,
তোমার সৃজিত যদি নিখিল ভুবন,
কার তরে তবে তব এ আত্মগোপন ?

(৬)

নিরাকার ব্রহ্ম তুমি 'ঋকের' বচন,
সাকার 'সামের' উক্তি, 'যজু'তেও সেই যুক্তি,
'অথর্ব্ব'ও তব মূর্ত্তি করিছে স্বীকার,
বেদের অনক্য মত আশ্চর্য্য ব্যাপার !

(৭)

মায়িক ঈশ্বর আর ব্রহ্ম সনাতন
বেদান্তের এই মত ; আর আর দর্শন যত
নানা ভাবে অস্তিত্ব মা-! করিছে স্বীকার,
'নাই তুমি,' হেন কথা নাহি মুখে কার !

(৮)

কিম্বা তুমি বিশ্বরূপী বিশ্বতব রূপ ;
কুসুমে তোমার হাসি, পূর্ণচন্দ্রে সৌম্য রাশি,
অনন্ত নক্ষত্র তব কিরীট ভূষণ,
তপন তোমার দীপ্তি, বল সমীরণ।

(৯)

পর্ব্বত উন্নত বক্ষঃ, সমুদ্র মেখলা,
বৃক্ষ, গুল্ম, ফল,ফুল, সংখ্যাতীত জীবকুল,
স্থাবর, জঙ্গম লয়ে মূরতি বিশাল,
শির স্বর্গ—কটি মর্ত্ত্য—চরণ পাতাল।

(১০)

এ হেন বিরাটরূপ দেখিছি সদাই,
যে দিকে ফিরাই আঁখি তব রূপ সদা দেখি,
কল্পিত মূরতি গড়ি পূরাইতে আশা,
কিন্তু মাগো ! মিটেনা ত মনের পিপাসা।

(১১)

মিটে না পিপাসা তবু গড়ি মূর্ত্তি তব,
শিলা ধাতু মৃত্তিকায়, কতরূপ করি তায়
সাজাই মনের সাধে, করিতে পূজন
গন্ধ, পুষ্প, বিল্বদলে ও রাঙ্গা চরণ।

(১২)

চব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, খাদ্য নানাবিধ,
মনপ্রিয় যত আর, দেই তোমা উপহার,
তব সৃষ্ট দ্রব্য লয়ে পূজি মা! তোমায়,
মানবের কি আছে বা পাইব কোথায়?

(১৩)

শোণিতে কি তৃপ্তি হয় জগদম্বে! তব?
দুরন্ত মহিষ পশু, নিরীহ ছাগের শিশু,
দেই বলিদান তব প্রীতির কারণ,
জগৎ জননি! তব এ প্রীতি কেমন?

(১৪)

বুঝিতে পারি না মাগো! বুঝিব কেমনে?
জগতের যত প্রাণী তোমার সন্তান জানি,
তবে প্রীতি কেন তব এ পশু ঘাতনে?
কে বুঝায়ে দিবে অম্বে! বুঝিব কেমনে?

(১৫)

কীটে কীট, মীনে মীন, শ্বাপদে শ্বাপদ,
গ্রাসিতেছে অকাতরে, জীবে জীব এ সংসারে,
এ হিংসা কি তব ইচ্ছা ? এ রীতি কি তব ?
কেমনে বুঝিবে হায় ! অবোধ মানব ?

(১৬)

তব ইচ্ছা হ'লে পরে পারিতে স্বজিতে,
জীবের আহার্য্য কত, থাকিত না হিংসাব্রত,
মাংসাহারী সিংহ, ব্যাঘ্র যদিও প্রবল,
তৃণাহারী করী, হয় নহেত দুর্ব্বল ।

(১৭)

কিম্বা তৃণ, বৃক্ষ, গুল্ম, বিশ্বের কণিকা,
সচল অচল দেহ প্রাণ শূন্য নহে কেহ,
মহা মূর্খ আমি, তাই বুঝিতেছি ভুল,
কেমনে বুঝিব তব মহিমা অতুল ?

(১৮)

চাই তত্ত্ব খুজিবারে কি সাধ্য আমার ?
প্রজাপতি, হরি, হর, সমাধিতে নিরন্তর
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণ না পান সন্ধান,
ীন ক্ষুদ্র নর কি পাবে প্রমাণ ?

(১৯)

বিজ্ঞান অজ্ঞান তব তত্ত্ব অন্বেষণে,
'দর্শন' 'পুরাণ' 'বেদ' দেখাতেছে কত ভেদ,
মুনি ঋষি মতে দেখি অনক্য সদাই,
তবে কি বুঝিব মাগো! তব তত্ত্ব নাই?

(২০)

তবে কি বুঝিব মাগো তব তত্ত্ব নাই?
জানিতে প্রকৃতি তব সতত শ্মশানে ভব,
ভবানি! অক্ষম তবু ছাড়িয়া সংসার,
বুঝিবা তুমিও তত্ত্ব জাননা তোমার।

(২১)

কখন পুরুষ হও, কভু সাজ নারী,
কভু তুমি নিরাকার নিরাময় নির্ব্বিকার,
সর্ব্ব ব্যাপ্ত—সর্ব্বময়—সর্ব্ব গুণান্বিত
অনন্ত, অব্যয়, নিত্য চিন্তার অতীত।

(২২)

নিরাকার সাকার বা পুরুষ, প্রকৃতি,
যাহা হও ক্ষতি নাই, তত্ত্বজ্ঞান নাহি চাই
মাতৃরূপে ভাবি তোমা বড় পাই সুখ,
'মা' বলিয়া ডাকিলে মা! ভরি যায় বুক।

(২৩)

'মা' শব্দ মধুর বড় প্রাণ ভরি যায়,
শিখায়েছ ডাকিবারে তাই ডাকি 'মা' তোমারে,
কিন্তু আশা মিটেনাত দেখিনা নয়নে,
মনের বাসনা যত থেকে যায় মনে।

(২৪)

'দর্শনের' মতামতে নাহি প্রয়োজন ;
চাইনা সাংখ্যের উক্তি, চাইনা ন্যায়ের যুক্তি,
পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসার বাণী,
বেদান্তের আস্তিকতা, চাইনা জননি!

(২৫)

কি কাজ আমার তব তত্ত্ব অন্বেষণে ?
নিগূঢ় শাস্ত্রের কথা, সন্দেহ বাড়ায় বৃথা,
পাই না কিছুই তাতে, যুক্তি তর্ক সার,
সে জটিল তত্ত্বে তবে কি কাজ আমার ?

(২৬)

যে জ্ঞান দিয়াছ তাতে বুঝেছি নিশ্চয়,
তুমি সর্ব্ব মূলাধার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
যদি ভুল বুঝে থাকি ভেঙ্গোনা সে ভুল,
ভাঙ্গিলে হইবে বৃথা পরাণ আকুল।

(২৭)

তব লীলাক্ষেত্র এই অখিল সংসার ;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ল'য়ে, খেলিছ বিভোর হ'য়ে,
সৃষ্ট দ্রব্য অংশ মাত্র তব খেলনার,
অবিরত খেলিতেছে সঙ্কেতে তোমার।

(২৮)

আমরা পুতুল, তুমি দক্ষ বাজীকর ;
না জানি মা ! কি কৌশলে, চালাইছ জীবকুলে,
হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই যা করাও করি,
ধন্য এ পুতুল খেলা যাই বলিহারি !

(২৯)

আবার পলকে হায় ! হারাই সম্বিত !
ফুরায় ভবের খেলা, জীবনের সন্ধ্যা বেলা,
কাল নিদ্রে ! কাল বেশে কর অধিকার
জীবের অদৃষ্ট, খেলা থাকে নাত আর।

(৩০)

যায় ফুরাইয়া খেলা, থাকে নাত আর,
নাহি পাই চিহ্ন তার, সব যেন ফক্কিকার !
কোথায় উড়িয়া যায় অনন্ত আকাশে,
জানিনা কিসের সনে কি গুণে বা মিশে !

(৩১)

কেন উলঙ্গিনী তুমি বুঝিব কেমনে ?
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, তুমি রাজ-রাজেশ্বরী,
তবু পরিধেয় বাস অভাব তোমার,
বিবসনা কালি ! তব একি ব্যবহার ?

(৩২)

বিরাট মূরতি তব জগৎ ব্যাপিনী,
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি, আছে তব পায়ে লুটি,
তোমা আবরিতে বস্ত্র নহে সম্ভাবনা
ত্রৈলোক্যে মা ! তাতেই কি তুমি বিবসনা ?

(৩৩)

কিম্বা বস্ত্র প্রয়োজন লজ্জা নিবারণে ;
এই বিশ্ব চরাচর তোমা হ'তে ভিন্নতর
নহে কভু, কারে লজ্জা তোমার শঙ্করি ?
বুঝিলাম এই হেতু তুমি দিগম্বরী।

(৩৪)

অথবা নাহিক ব্রীড়া, বিবেকিনী তুমি ;
তব বক্ষঃ সদা থাকে, পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে,
ত্রপা আদি অজ্ঞানতা পশে না কখন,
তাই বসনের তব নাহি প্রয়োজন।

(৩৫)

প্রসারি দক্ষিণ কর করিছ সতত
অভয় ও বর দান, বামে অসি খরশাণ,
সত্ত্ব, রজঃ গুণ তব করিছে প্রকাশ,
কিন্তু তম গুণের ত না দেখি বিকাশ।

(৩৬)

না দেখি বিকাশ, তম আছে লুপ্ত প্রায়,
সেই গুণ নির্ণয়ের, নাহি সাধ্য মানবের,
মুখভঙ্গী, লোলজিহ্বা, হাসির উচ্ছ্বাস,
একাধারে সত্ত্ব, রজঃ করিছে প্রকাশ।

(৩৭)

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ল'য়ে ত্রিনেত্র তোমার
প্রকাশিছে দশ দিশি, বিগলিত কেশরাশি
সতত ব্যাকুল পেতে ও রাঙ্গা চরণ,
দেখাইছে ও পদের মাহাত্ম্য কেমন।

(৩৮)

মুণ্ড-মালা গলদেশে করিছে প্রমাণ,
কত যুগ, যুগান্তর, চলিতেছে নিরন্তর,
অতীত হয়েছে আর ব্রহ্মা কত শত,
তুমি নিত্য অবিনাশী রয়েছ সতত।

(৩৯)

পদতলে শিব পূর্ণ মূর্ত্তি চৈতন্যের,
নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, যেন গুণহীন তুচ্ছ,
মায়াংশ হইয়া কালী করিছ বিহার,
সে শব শিবের বক্ষে তুমি মা আমার।

(৪০)

কেন মা শ্মশানে থাক বুঝিনু এখন ;
অপার করুণা-সিন্ধু, তুমি অন্তিমের বন্ধু,
সেই সর্ব্ব অন্তকারী ভীষণ শ্মশানে,
তোমা বিনা বন্ধু নাই বুঝিনু এখনে।

(৪১)

থাকিও শ্মশানে কালি! কাল নিবারিণী
মহাকালে ল'য়ে সাথে, অন্তে সে ভীষণ পথে
কালের কবল হ'তে করিও উদ্ধার,
দুস্কৃত, অধম পাপী সন্তানে তোমার।

(৪২)

থাকিও শ্মশানে কালি! কৈবল্যদায়িনী,
পাবকে পুড়িয়া যবে, দেহ-পাপ দূরে যাবে
সে শ্মশানে, এই ক্ষুদ্র জীবনের কণা
পায় যেন ও পদ মা! পুরাও বাসনা।

(৪৩)

তোমাতে উঠিয়া বিশ্ব তোমাতে মিশায়,
করি মায়া নিয়োজন, গড়িয়াছ ত্রিভুবন,
মহা শূন্যে এ সৃষ্টি মা! মায়ার প্রভাবে,
মায়ার অভাবে কিছু না রহিবে ভবে।

(৪৪)

কিছুই ছিল না ভবে, থাকিবেনা কিছু;
প্রলয়-পয়োধি-জলে মহামায়া! কি কৌশলে
ক'রেছ সৃজন, পুনঃ হইবে বিলয়
সে মহাকারণ জলে, হইলে সময়।

(৪৫)

ভাসিবে এ বিশ্ব পুনঃ কারণ সলিলে;
কি যে ভীম দৃশ্য তার, সাধ্যাতীত কল্পনার!
সেই মহা একার্ণবে হ'য়ে একাকিনী
ভাসিয়া বেড়াবে সুখে তুমি নারায়ণি!

(৪৬)

কি সুখ তোমার তাতে বুঝিব কেমনে?
সঙ্কুচিত করি বিশ্ব, সে মহা সলিল-দৃশ্য
দেখিতে কি এত সাধ জননি! তোমার?
কে বুঝিবে এ লীলা মা! সাধ্য আছে কার?

(৪৭)

দেখাইছ কত লীলা অদ্ভুত আকার,
বুঝিবার সাধ্য কিবা, চলিতেছে নিশি দিবা,
অনন্ত রূপিনি ! তব নব রূপরাশি
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া, দীপ্তি করি দিবানিশি।

(৪৮)

ভানু, বিধু, তারা, নভঃ, গ্রহ, উপগ্রহ,
গিরি, গুহা, সমতল, অনল, অনিল, জল,
প্রান্তর, কাণ্ডার, মরু, সিন্ধু, নদী, সর,
স্থাবর, জঙ্গম আদি সৃজেছ বিস্তর।

(৪৯)

ক্ষুদ্র বীজ ল'য়ে গড় বৃক্ষ ভয়ঙ্কর !
বালুকণা যুক্ত করি, গড়েছ মা হিমগিরি !
বারি-বিন্দু সম্মিলনে ভীম পারাবার !
পরমাণু লয়ে বিশ্ব, কি লীলা তোমার !

(৫০)

বিন্দু মাত্র শুক্র লয়ে স্ত্রীশক্তি সহিত,
গোপনে নিভৃত স্থলে জানিনা মা ! কি কৌশলে
মাতৃগর্ভে গড়ি জীব, যতন করিয়া
জীব-শক্তি আত্মা তাতে দেও পরাইয়া।

(৫১)

ভীষণ সঙ্কটাপূর্ণ জরায়ু-শয্যায়,
রাখ ভ্রূণে যত্ন ক'রে, সদ্য শিশু খাদ্য তরে,
মাতৃস্তনে শ্বেতামৃত—অমৃত নির্ঝর
রাখিয়াছ কৃপাময়ি! করুণা সাগর।

(৫২)

কত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতা ক্ষুদ্র প্রাণী,
আপনি লভিয়া জন্ম ক্ষণকাল করি কর্ম্ম,
মিশিছে মাটির সহ, নাহি সংখ্যা সীমা
নীরবে প্রকাশি বিশ্বে তোমার মহিমা।

(৫৩)

এ বিশাল সৃষ্টি রাজ্যে সৃষ্ট দ্রব্য তব
মানব বুঝিবে কত, দেববুদ্ধি পরাহত,
কোটি, কোটি দ্রব্য ল'য়ে বিবিধ প্রকারে,
মনোমত সাজায়েছ এই বসুধারে।

(৫৪)

দৃশ্য দ্রব্য কত বিধ নাহি সংখ্যা তার
অদৃশ্য গড়েছ কত তোমার মনের মত,
ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের চক্ষু অগোচর,
না জানি ক'রেছ সৃষ্টি কতই সুন্দর।

(৫৫)

অশরীরী, বায়ুবীয়, স্থূল, সূক্ষ্ম আর
মায়ামুক্ত দিব্যজ্ঞানী, ভূচর খেচর প্রাণী,
যোনিজ ও অযোনিজ মর কি অমর,
না জানি ক'রেছ সৃষ্টি কতই সুন্দর।

(৫৬)

মায়াবী বিচরে সদা ছদ্মবেশ ধরি,
দেবযোনি কত শত ভ্রমিতেছে অবিরত,
জগৎ-জননীরূপে তুমি মা! তথায়
করিছ বিরাজ বুঝি পূর্ণ মহিমায়।

(৫৭)

নাহি সাধ্য মানবের দেখিতে সে রূপ ;
এ ক্ষুদ্র চোকের জ্যোতিঃ দেখিবেনা সে বিভূতি ;
খুলে যার জ্ঞান-নেত্র সেই ভাগ্যবান
দেখে মা! সেরূপ তব ভরিয়া পরাণ।

(৫৮)

প্রভাতে অরুণ রাগে আলোকে ভুবন,
পুলকে নবীনা ঊষা পরিয়া কুসুম ভূষা
প্রেম মুগ্ধ হ'য়ে তোমা করে আবাহন,,
সুগন্ধ কুসুমদামে পূজিতে চরণ।

(৫৯)

পুষ্পিত বিটপী, লতা কানন, উদ্যানে,
শিশির-প্রেমাশ্রু লয়ে ভক্তিভাবে নত হয়ে
তব পদে পুষ্পাঞ্জলি করিতে অর্পণ,
থাকে দাঁড়াইয়া যেন ধ্যান নিগমন।

(৬০)

শয্যা ত্যাগি উঠে নর প্রণমি তোমায় ;
বিহঙ্গ কাকলী স্বরে তব গুণ গান করে,
লইয়া কুসুম গন্ধ আপনি পবন
ধীরে ধীরে করে তোমা চামর ব্যজন।

(৬১)

নদী, সর, পারাবার উল্লাসে মাতিয়া
ফেন-পুষ্প লয়ে বুকে, 'মামা' বলি তোমা ডাকে
গগনেতে নব ঘন ঘন নীলিমায়
তব প্রীতে নৃত্য করে আকাশের গায়।

(৬২)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে মধ্যাহ্ন সময়
শীতলতা যায় টুটে, বহ্নি সম শিখা ছুটে,
ভুবন প্রদীপ্ত হয় সবিতার করে,
পঙ্কেতে পঙ্কজ ফুটে সরসীর নীরে।

(৬৩)

নিদাঘে বিদগ্ধ প্রাণী সদাই অস্থির,
শৈত্য তরে করি আশা নিবারিতে ভীম তৃষা,
চাহিয়া বারিদ-পানে সতৃষ্ণ নয়নে,
চাতক ব্যাকুল অতি নীরবিন্দু পানে।

(৬৪)

সায়াহ্নে বসেন রবি অস্তাচল চূড়ে ;
কমলিনী মুদে আঁখি প্রবেশে কুলায় পাখী
গোধূলিতে ধেনুবৃন্দ ধূলি উড়াইয়া
উচ্চ হাম্বা' রবে গৃহে পালায় ছুটিয়া।

(৬৫)

দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে সুমধুর,
কল কণ্ঠে পাখী গায়, বহে ধীরে সান্ধ্যবায়,
স্থাবর, জঙ্গম লয়ে পুলকিত মতি
অখিল ব্রহ্মাণ্ড করে তোমার আরতি।

(৬৬)

আসে ধীরে নিশীথিনী ধ্বান্ত রাশি লয়ে,
নীল গগনের তলে কত তারা-মণি জ্বলে
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র সুধা বিমণ্ডিত,
কৌমুদী বসনে ধরা করেন আবৃত

(৬৭)

স্বধা পানে চকোরের উল্লাস অন্তরে,
নিরখিয়া পূর্ণ ইন্দু উথলিয়া উঠে সিন্ধু,
নির্ম্মল সরসী-জলে কুমুদিনী হাসে,
সুদূর সুনীলাকাশে হেরিয়া প্রাণেশে।

(৬৮)

ধীরে নিদ্রা মায়াবিনী নামিয়া ভূতলে,
সোহাগে বুলায়ে কর শান্তিময় শয্যা'পর
শোওয়াইয়া, জীবকুলে করেন সেবন
সুবিস্তীর্ণ শান্তিরাজ্য করিয়া স্থাপন।

(৬৯)

শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালা নিদ্রা পরশনে
পালাইয়া যায় দূরে, শান্তির পবিত্র ক্রোড়ে,
হারায় চেতনা প্রাণী হয়ে নিদ্রাগত,
ক্ষণতরে স্বর্গবাসী অমরের মত।

(৭০)

মোহিনী মূরতি ধরি স্বপন সুন্দরী,
কুহকের জাল ফেলি, মন সুখে করে কেলি,
স্বপ্ন রাজ্যে স্বপ্ন-খেলা উপমার নাই,
সত্য মিথ্যা! মিথ্যা সত্য! বলিহারি যাই!

(৭১)

উপদেশ দেয় স্বপ্ন উপহাস ছলে
'কেন জীব মত্ত হায় এ সংসার স্বপ্ন প্রায়,
স্বপ্ন-জাত যাহা কিছু সকলি অলীক
তথাপি উন্মত্ত প্রাণী, ধিক শতধিক !'

(৭২)

নির্ম্মল সুনীলাকাশে ইন্দ্রজাল মত,
কোথা হ'তে আসে ঘন, বহে ভীম প্রভঞ্জন,
বরষে মুষলধারে বারিদের ধারা,
পূর্ণ করি জলাশয়, সিক্ত করি ধরা !

(৭৩)

ঘন ঘন অশনির গভীর নিনাদে,
ঘন কোলে কত ঠাটে, চপলা চমকি উঠে,
ঝলসে নয়ন, ভয়ে কেঁপে উঠে প্রাণ,
'জৈমিনি' স্মরণ করি ঢাকি দুই কাণ।

(৭৪)

কেন উল্কাপাত হয়, কেন বজ্র ঝড় ?
কেন হয় ভূকম্পন ? জানি না কি প্রয়োজন
সাধিবারে এই বিশ্বে ঘটে এ সকল,
এই বুঝি, যা কর মা ! সকলি মঙ্গল।

(৭৫)

মঙ্গল নিদান তুমি সদা হিতে রত,
তোমা হতে যাহা হয়, সকলি মঙ্গলময়,
তব বিশ্বে অমঙ্গল নাহি পায় স্থান,
জ্ঞানহীন বুঝিনা মা! তাই কাঁদে প্রাণ।

(৭৬)

যা কিছু করিছ সব বিশ্বহিত তরে,
শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালা, এ সব তোমার খেলা;
বিষম বিপদে যদি ওষ্ঠাগত প্রাণ
তথাপি বুঝিব তুমি মঙ্গল নিদান।

(৭৭)

বিজন কানন শোভে বিচিত্র প্রাসাদে!
কোথা কত রাজ গৃহে মিশিতেছে ধূলি সহ!
দীন-হীন বসিতেছে সিংহাসনোপরি!
রাজেন্দ্র ভ্রমিছে হয়ে পথের ভিখারী!

(৭৮)

কেহ শিবিকায় বসি অসুখী সতত,
কেহ তারে বহি সুখী, কি বিষম চিত্র দেখি!
কেহ নিদ্রাহীন শুয়ে কোমল শয্যায়,
সুষুপ্ত ধরায় কেহ লুণ্ঠিত ধূলায়!

(৭৯)

কেহ তৃপ্ত নহে খেয়ে চতুর্ব্বিধ রস,
মুষ্টি মাত্র অন্ন তরে, কেহ স্বধু আশা করে,
শাকান্নেই পরিতৃপ্ত অম্লান বদনে,
সংসারের এ রহস্য বুঝিব কেমনে !

(৮০)

অপুত্র কেহবা ভবে অসুখী সতত,
কেহ পেয়ে কত সুত, কাঁদিতেছে অবিরত,
নাহি অন্ন, নাহি বস্ত্র, প্রাণে বাঁচা ভার,
ধন্য মা, তোমার লীলা ! ধন্য এ সংসার !

(৮১)

এ কি প্রহসন মাগো ! ভব রঙ্গভূমে
দেখিতেছি অবিরত কালের কি খর স্রোত !
উলটি পালটি সদা ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া,
অনন্তের অভিমুখে যাইছে ছুটিয়া !

(৮২)

তুমি অন্নপূর্ণা, পূর্ণ এ ভব সংসার
করিতেছ অন্নদানে, তবে কেন এ ভুবনে
এক মুষ্টি অন্ন তরে এত হাহাকার ?
অনাহারে মরিতেছে সন্তান তোমার ?

(৮৩)

আকীটাণু জগতের প্রাণীকুল যত
সমান স্নেহের তব, তবে একি অসম্ভব
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে অতৃপ্তি কাহার,
কেহ অনাহারে মরে করি হাহাকার ?

(৮৪)

জগৎ প্রসূতি তুমি জগদম্বা, তবু
সন্তানে পোড়াও এত দুখানলে অবিরত,
ইহা কি মা ! কর্ম্মফল প্রাক্তনের গতি ?
না বুঝিয়া দূষে তোমা এ পাপ দুর্ম্মতি ?

(৮৫)

পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মফল আদি
কিছুই বুঝিনা আমি, সর্ব্ব কর্ম্ম-কর্ত্তা তুমি
উপলক্ষ জীব, কর্ম্ম তোমারি সকল
তবে প্রাণী কেন ভোগে সে কর্ম্মের ফল ?

(৮৬)

তবে প্রাণী কেন ভোগে সে কর্ম্মের ফল,
উপলক্ষ জীবকুল তুমি ত কর্ম্মের মূল,
তুমি কর তব কর্ম্ম, ফল ভোগে প্রাণী
কেমনে এ রীতি তব বুঝিব জননি !

(৮৭)

অথবা এ মিথ্যা কথা প্রাণী কি আবার ?
প্রাণত তোমার ছায়া, হায়, তবে মহামায়া !
বুঝিলাম এত দুঃখ মায়ার কারণ
নতুবা অসার বিশ্ব, জাগ্রত স্বপন।

(৮৮)

মহামায়া ! তোমার এ মায়ার সংসার।
দিবাকর পরকাশে কুহেলি আঁধার নাশে,
নাশে মা ! তেমতি যত মোহ-অন্ধকার
পবিত্র জ্ঞানের রবি হৃদে উঠে যার।

(৮৯)

সংসার অসার, সার যদি কিছু থাকে
খুজিয়া না পায় কেহ, নশ্বর জীবের দেহ,
সে দেহের কার্য্যাবলী অলীক স্বপন
প্রকৃত যে ভাবে ভবে সেই মূঢ় জন।

(৯০)

ভ্রমপূর্ণ এ সংসার ছায়াবাজী প্রায়
ভিতরেতে সব ফাঁকা মায়া-আবরণে ঢাকা,
যা দেখি সকলি ভুল, অলীক, সংসার,
ধন্য এ কুহক সব তোমার মায়ার !

(৯১)

এতদিনে বুঝিনু মা ! তুমিই আপন।
তোমা ভিন্ন যাহা আছে সেই পর মম কাছে,
তুমি যাতে আছ তাহা আপন আমার,
এতদিনে এই জ্ঞান লভিলাম সার।

(৯২)

যতক্ষণ আত্মারূপে দেহে থাক তুমি,
ততক্ষণ পিতা, মাতা, স্নেহের ভগিনী, ভ্রাতা,
প্রাণতুল্য পুত্র, কন্যা, পত্নী কিম্বা আর
স্বজন, বান্ধব আদি যা কিছু আমার।

(৯৩)

দেহ ত্যজি যবে মাগো ! যাও তুমি চলি,
ফেলি দেই মৃতদেহ আদর না করি কেহ,
শোকেতে পাগল হই তোমার কারণ
তুমি বিনা এ সংসারে কে আছে আপন ?

(৯৪)

কেহত কাহারে মাগো ! দেখেনা নয়নে,
যে মূর্ত্তি দেখিয়া জীবে আপন বলিয়া ভাবে,
সে মূর্ত্তি কিছুই নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ
পাইতেছি সদা, তবু হয়না ত জ্ঞান !

(৯৫)

একাকী এসেছি ভবে একাকীই যাব ;
আসিবার কালে পথে, কেহ মা ! ছিলনা সাথে,
যাইতে পাইব সঙ্গী অসম্ভব কথা,
কেহ নাহি পায় ভবে আমি পাব কোথা ?

(৯৬)

ছিলনা বান্ধব সঙ্গে, আসিবার কালে,
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, পত্নী, প্রাণ পুত্র, সুতা,
এখানে পেয়েছি সব এখানেই রবে,
সঙ্গে আসে নাই তারা কেন সঙ্গে যাবে ?

(৯৭)

কেহ ছাড়ি গেল, কারে যাইব ছাড়িয়া,
চিরদিন থাকিবারে আসি নাই এ সংসারে,
দুইটী দিনের তরে কেন এত আশা
বুঝিয়া বুঝিনা তাই মিটেনা পিপাসা।

(৯৮)

কাঁদিতে এসেছি ভবে কাঁদিয়াই যাব ;
নয়নের কোণে করি এনেছি যে অশ্রুবারি,
ঢেলেছি, ঢালিছি আরো ঢালিব তখন
এই জীবনের খেলা ফুরাবে যখন।

(৯৯)

অইত সূতিকা গৃহ প্রবেশের দ্বার,
শিরে লয়ে দুঃখ রাশি, অই দ্বার দিয়া পশি,
আসে জীব এ সংসারে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া,
এ আঁধার বিশ্বমাঝে আঁধারে মিশিয়া।

(১০০)

সকলে সমান দুঃখী অবনী মণ্ডলে,
কারো সিংহাসন'পরে সতত নয়ন ঝরে,
কেহ কাঁদে ধরাতলে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া,
সংসারের এ রহস্য কে দেখে চাহিয়া ?

(১০১)

কিন্তু মাগো ! বহির্দ্বার বড় সুখময়,
সংসারের শান্তি কক্ষে, জ্বলন্ত চিতার বক্ষে
শায়িত জীবের তুল্য সুখী কে ধরায় ?
শ্মশানের তুল্য স্থান নাহি উপমায়।

(১০২)

সংসারের শান্তি স্থান জ্বলন্ত শ্মশান
সেখানেতে হয় সারা শোক, দুঃখ, ব্যাধি, জরা,
দুরন্ত মায়ার তথা নাহি অধিকার,
শ্মশান মর্ত্ত্যের নহে, স্বরগের দ্বার।

(১০৩)

সকলে সমান হয় শ্মশানে আসিয়া,
কেহ নাহি হিংসে কাকে, ভেদাভেদ নাহি থাকে,
সমতার দিব্যক্ষেত্র শান্তি সুখময়,
পরম পবিত্র স্থান, পৃথিবীর নয়।

(১০৪)

কি ভয় শ্মশানে যেতে বড় শান্তি স্থান ;
তুমি তথা দিগম্বরী, নিজে হর ত্রিপুরারি,
পিতা, মাতা দুইজন দাঁড়ায়ে শ্মশানে,
তথায় যাইতে মাগো ! কি ভয় সন্তানে ?

(১০৫)

মহাকাল রূপে তথা রহেন ত্রিশূলী,
তুমি হয়ে মুক্তকেশী, করে সুশাণিত অসি,
লোল জিহ্বা, অট্টহাসি, মুণ্ডমালা গলে,
বিগলিত রক্তধারা ভীষণ কবলে,

(১০৬)

নাচ উলঙ্গিনী হয়ে, কাঁপে চরাচর.
অসংখ্য নক্ষত্র ছুটে, ব্রহ্মাণ্ড চরণে লুটে,
দেবগণ, ঋষিগণ ভয়ে ভীত হয়ে,
অভয় চরণতলে পড়য়ে লুটিয়ে।

(১০৭)

করাল বদন দেখি কালের বিস্ময়
ব্রহ্মা, বিষ্ণু স্তুতি করে,   সৃষ্টিনাশ মনে করে,
হইয়া ভূতলশায়ী নিজে ভূতনাথ
ধরেন চরণ বক্ষে করি প্রণিপাত।

(১০৮)

তুমি উলঙ্গিনী আর উলঙ্গ মহেশ,
তুমি থাক রণমত্ত,   শিব করে পদ-তত্ত্ব,
পাগল সে ভোলানাথ, পাগলিনী তুমি,
তোমাদের লীলাক্ষেত্র এই বিশ্বভূমি।

(১০৯)

শ্মশানে শবের সহ করিয়া গমন,
জ্বলন্ত চিতার পানে,   চেয়ে দেখি এক ধ্যানে
সংসারের সার দৃশ্য, তিলেকের তরে
খুলে যায় জ্ঞাননেত্র, দেখি আঁখি ভরে—

(১১০)

এ দেহের পরিণাম চিতার আগুন!
কত তেজে শিখা ছুটে!   ধূমরাশি শূন্যে উঠে,
কত শীঘ্র সেই দেহ বিযুক্ত হইয়া
ক্ষিত্যপ্তেজ, মরুৎ, ব্যোমে যায় মিশাইয়া!

(১১১)

জ্বলে ধক্ ধক্ করি চিতার আগুন,
কারো মুখ নাহি চায়, সবেগে জ্বলিয়া যায়,
যাবত সে মৃতদেহ নাহি হয় ছাই,
শোক, অশ্রু, কান্না, খেদে ভ্রূক্ষেপ নাই।

(১১২)

নাহি ভ্রূক্ষেপ, অগ্নি পোড়ায় দ্বিগুণ,
পিতা, মাতা হাহাকার, পত্নী, পুত্র বারি ধার,
ভাই, ভগ্নী নেত্রজল, পারে না নিবাতে
সে অনল, পোড়ায় মা! হাসিতে হাসিতে।

(১১৩)

শোকাগ্নিতে দহে প্রাণ তুষানলপ্রায়,
অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসে, তুমি হাস অট্টহাসে,
হাসে চন্দ্র, হাসে তারা, তপন, পবন,
হাসে শৈল, পারাবার, বৃক্ষ, গুল্ম বন!

(১১৪)

আমরা পুড়িয়া মরি হয়ে জ্বালাতন,
সদা নেত্রনীরে ভাসি, তোমাদের এত হাসি
কেন যে বুঝিব কিসে, কে বুঝায়ে দিবে,
পরদুঃখে এত হর্ষ কেন কে কহিবে?

(১১৫)

হয় নির্ব্বাপিত চিতা, যায় ফুরাইয়া
জীব দেহ চিহ্ন যত, হৃদে জ্বলে অবিরত
চিতার আগুন, তাহা নিবে পুনর্ব্বার
এই ক্ষেত্রে, জীবনান্তে হয়ে ভস্মাকার

(১১৬)

সলিলে অনল নিবে শৈত্য পরশনে,
সিঞ্চিয়া শীতল বারি, তবুত নিবাতে নারি,
শৈত্য স্পর্শে আরো যেন জ্বলয়ে দ্বিগুণ
সে অনল, নিবায় মা! চিতার আগুন।

(১১৭)

এ দেহের পরিণাম মুষ্টিমেয় ছাই!
নির্ব্বাপিত চিতা-পাশে, দেখি দাঁড়াইয়া ত্রাসে
খুলে আঁখি আবরণ, জ্ঞাননেত্র আসি
দেখায় সংসারে সার সুধু ভস্ম রাশি!

(১১৮)

ঘুচে যায় ক্ষণ তরে মোহের বন্ধন;
ধীরে মায়া-আবরণ: করি দেয় উন্মোচন
বিরাগ, বৈরাগ্য, এই হৃদয়েতে পশি,
নির্ব্বেদ আসিয়া করে পরাণ উদাসী;

(১১৯)

কিন্তু কতক্ষণ তরে ? স্বপ্নোদ্ভূত প্রায়।
বিষাদে বিষণ্ণ হয়ে আঁখি ভরা অশ্রু লয়ে
গৃহে ফিরি ভাবি মনে সব নিত্য সার,
যে গেল সে গেল, তাতে ক্ষতি কি আমার ?

(১২০)

হেরি পুত্র, কন্যা, দারা, প্রিয় পরিজন,
মায়ার স্রোতের গায় বৈরাগ্য ভাসিয়া যায়,
আবার খেলিতে যাই সংসারের খেলা
ভব সিন্ধু-জলে বাঁধি কদলীর ভেলা!

(১২১)

কদলী-মান্দাস বাঁধি ভব সিন্ধু নীরে,
মায়ায় মুদিয়া আঁখি, বিভোর হইয়া থাকি,
এ অসার সংসারের স্বপনের সুখে,
সার দৃশ্য দেখিনা মা! চোকের পলকে!

(১২২)

কবে বা করিবে দয়া অধম সন্তানে,
কবে দিব্যালোক দেখি, খুলে যাবে জ্ঞান আঁখি,
কবে বা ছিঁড়িয়া এই মোহ মায়া-জাল
মুক্তির পবিত্র পথ দেখিবে কাঙ্গাল ?

(১২৩)

একে মহামায়া-যন্ত্রে বদ্ধ ত্রিভুবন,
পাছে তাহা হয় শ্লথ, দেখে কেহ দিব্য পথ,
কত বিধ চিত্তবৃত্তি করেছ সৃজন,
সুদৃঢ় করিতে আরো সংসার বন্ধন।

(১২৪)

সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ কেন মানবের মন ?
সুন্দর বনের ফুল, চন্দ্র, অর্ক, তারা কুল,
স্বভাবের শোভা রাশি, যেখানে সেখানে,
তাহে মন মুগ্ধ নাহি হয়ে কি কারণে,

(১২৫)

রক্ত, মাংস, চর্ম্মে ঢাকা পুরীষ পূর্ণিত,
পলকে বিকৃতি যার, ক্ষণে হয় কদাকার,
সে দেহের সৌন্দর্য্যে মা! কেন মুগ্ধ হয়
মানবের মন এত, এ বড় বিস্ময়!

(১২৬)

কি সৌন্দর্য্য সে দেহে বা বুঝিব কেমনে,
ভাবিলে, হেরিলে নেত্রে, তাড়িৎ সঞ্চারে গাত্রে,
পরাণ কাড়িয়া লয় বিলোল কটাক্ষ,
হাসিতে বিজলী ছুটে, কেঁপে উঠে বক্ষঃ!

(১২৭)

মানব ত তুচ্ছ কথা, দেব মন টলে,
মুনি, ঋষি ভুলে যায়, সে রূপের প্রতিভায়,
ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হয়, মানব কি ছার,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা দেখে রূপের বাহার!

(২২৮)

সমুদ্র মন্থন কালে দেব হিত তরে,
মোহিনী মূরতি ধরি, যবে সাজিলেন হরি
মুগ্ধ হ'ল দেবাসুর, মুগ্ধ পত পতি
ভ্রমিলেন, বিশ্ব, লয়ে মোহিনী শ্রীপতি।

(১২৯)

দেবাসুর যক্ষ রক্ষঃ দানব, মানব,
এই সৌন্দর্য্যের তরে, যুগে, যুগে এ সংসারে,
ভীষণ সংগ্রামে কত শোণিতের নদী,
বহায়েছে ধরাধামে, হায় নিরবধি!

(১৩০)

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রা, তিলোত্তমা,
পুরাণে দেখিতে পাই, গৃহীর ত কথা নাই,
ভাঙ্গিয়াছে ধ্যান কত ঋষি মহোর্ষির
যোগীও কি বশীভূত চিত্ত প্রবৃত্তির?

(১৩১)

ষড়রিপু কত মতে ভুলাইয়া ছলে,
যতনে লইয়া সাথে, সদা কণ্টকিত পথে
চলিছে, কণ্টকাঘাত সহিতে না পারি,
তবুও বিরাম নাই দিবস-শর্ব্বরী।

(১৩২)

বিষম মোহেতে হায়, হইয়া মোহিত,
সুগন্ধ চন্দন রাখি, কত কি যে অঙ্গে মাখি!
একি ভ্রান্তি, একি মোহ, একি অজ্ঞানতা!
একি যাদু, সম্মোহন, চিত্র বিকলতা!

(১৩৩)

এই ত মোহের খেলা বিশ্ব মুগ্ধকারী,
তারপর গৃহীগণে, দারা, সুত, পরিজনে,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, হিংসা লয়ে আর,
বিভোর সংসার পথে, তাহাতে আবার,

(১৩৪)

হারাইয়া প্রাণ পুত্র অভাগিনী মাতা,
তিতিয়া নয়ন ধারে, শিরে করাঘাত করে,
হইয়া উন্মত্ত শোকে, পাগলিনী প্রায়
কাঁদিতেছে অহোরাত্র, লুণ্ঠিয়া ধূলায়!

(১৩৫)

কি করুণ দৃশ্য মাগো! বুক ফেটে যায়!
কোথাও হারায়ে পতি, শোকেতে অধীরা সতী,
ঢালিতেছে অশ্রুজল অতি সঙ্গোপনে
চাপিয়া শোকের উৎস উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

(১৩৬)

নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কাল লইছে কাড়িয়া,
কারো পিতা, কারো মাতা, কারো ভগ্নী, কারো ভ্রাতা,
কারো পতি, পত্নী কারো—কোলের সন্তান
হেরিয়া বিদরে প্রাণ, গলে মা! পাষাণ!

(১৩৭)

গলে মা পাষাণ, কিন্তু পাষাণ-নন্দিনি!
তোমায় গলাতে নারে, জীব-অশ্রু হাহাকারে,
করুণ নিনাদে তব বধির শ্রবণ,
তবু জগদম্বা নাম করিছ ধারণ।

(১৩৮)

শোকে জর্জ্জরিত সদা জীবের পরাণ,
সন্তানের মর্ম্ম ব্যথা, মা বিনা মা! কে বুঝে তা?
তুমিত জগৎ-মাতা বিশ্ব-প্রসবিনী
তবু না উপজে দয়া, কঠিনা এমনি!

(১৩৯)

কঠিনা এমনি কালি! করাল বদনী,
শাণিত কৃপাণ ধরি, মুণ্ডমালা গলে পরি,
রণ-রঙ্গে রক্ত-সিন্ধু বহাও ধরায়,
তবু দয়াময়ী বলি ডাকি মা! তোমায়।

(১৪০)

কালরূপা তুমি, সৃষ্টি করিছ বিনাশ,
তোমা হেরি মরি ত্রাসে, কালেরে বা দূষি কিসে?
তুমি ত কালের কাল, করালঘাতিনী
তবু 'মা' বলিয়া তোমা ডাকে বিশ্ব প্রাণী।

(১৪১)

কি ছার বিশ্বের প্রাণী জলের বুদ্ বুদ্,
মহাকাল লুটে পায়, ভীত হয়ে স্তুতি গায়,
স্বর্গের অমরবৃন্দ, বাসুকি পাতালে,
করাল বদনে তব কালানল জ্বলে।

(১৪২)

মৃত্যু অনিবার্য্য, কেহ নিবারিতে নারে,
অমর হইয়া ভবে, কে কোথা এসেছে কবে?
জন্মিলে মরিতে হয় অনিবার্য্য প্রথা,
বুঝিতে পারিনা তাই শোক করি বৃথা।

(১৪৩)

অনিবার্য্য মৃত্যু, ভেদ নাহি-কালাকাল ;
কেহ বৃদ্ধকালে মরে, গর্ভ হতে কেহ পড়ে,
শৈশব, কৈশর, বাল্যে মরিতেছে কত
সংখ্যাতীত জীব, এই বিশ্বে অবিরত।

(১৪৪)

কারো মৃত্যু রোগে হয়, অপমৃত্যু কারো,
কারো কাঁদে কত ভাই, কারো কাঁদিবার নাই,
জন্মিতেছে, মরিতেছে, অগণিত প্রাণী,
নীরবে আঁধারে ভবে তোমার ভবানি !

(১৪৫)

কেহ যদি কার নয় শোক কেন তবে ?
বিষম বিরহানল কেন দহে অবিরল ?
শোকেতে পোড়ায় কেন তুষাগ্নির প্রায় ?
কেন জীব জ্বলে সদা সংসার জ্বালায় ?

(১৪৬)

দেব, নর, পশু, পক্ষী শোকেতে মগন,
আসি এই ধরা'পরে, কেহনা এড়াতে পারে,
গৃহী, উদাসীন, মূর্খ, পণ্ডিত, বৈরাগী,
শোকে অভিভূত সদা বিচ্ছেদের লাগি।

(১৪৭)

ঘোর পঞ্চবটী বনে হারায়ে জানকী,
বনবাসী রঘুনাথ, শিরে করি করাঘাত,
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, পাগলের প্রায়
কেঁদেছেন কত, মুগ্ধ হইয়া মায়ায় ;

(১৪৮)

কেঁদেছেন কত, মুগ্ধ হইয়া মায়ায়
লঙ্কায় সমুদ্র তীরে, শেলাহত সৌমিত্রিরে
কোলে করি, যে শোকেতে কেঁদেছে সংসার
দেব, নর, ঋক্ষ, রক্ষঃ, গিরি, পারাবার।

(১৪৯)

দক্ষযজ্ঞে সতী যবে ত্যজিলা পরাণ,
সতীদেহ স্কন্ধে করি, শোকোন্মত্ত ত্রিপুরারি,
কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, শোকে করি অশ্রুপাত
ভ্রমিলেন এই বিশ্ব, দেব ভোলানাথ।

(১৫০)

মহাযোগী রুদ্রেশ্বর রুষিলা ভীষণ,
বিরাগ, বৈরাগ্য রাশি, সে শোকে চলিল ভাসি,
সতী শোকে সতীনাথে ব্যাকুল দেখিয়া,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া।

(১৫১)

বৃথা দোষ মানবের, দেবতা আকুল,
নিরেট পাষাণ গলে, অই তীব্র শোকানলে,
জীব-হৃদ কোন ছার ? অতি কমনীয়
শোকেতে উছলি উঠে গরলে অমিয়।

(১৫২)

তাই শোক, দুঃখ স্বধু মঙ্গলের তরে ;
যখন থাকি মা ! সুখে, আসে না এ পাপ মুখে
তোমার পবিত্র নাম, হই মাতোয়ারা
তুচ্ছ ভোগ সুখ তরে, হয়ে জ্ঞানহারা।

(১৫৩)

যেই শোকে, দুঃখে হয় জ্ঞানের উদয়,
উপমা নাহিক তার, ভোগৈশ্বর্য্য কোন ছার !
আমি সেই শোক, দুঃখ বড় ভালবাসি,
যে শোকে করিয়া দেয় পরাণ উদাসী।

(১৫৪)

দিও সেই শোক, দুঃখ, যাহা দয়াময়ি !
অনুভব করা মাত্র, খুলে যায় জ্ঞাননেত্র,
না ঝরে চোকের জল, না কাঁদে পরাণ,
না থাকে মায়ার বাঁধ, গায় যাতে প্রাণ—
"ত্বমেকা গতির্দ্দেবি ! নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ! ত্রাহি দুর্গে !"

(১৫৫)

সময় অনন্ত, ক্ষুদ্র জীবের জীবন,
এ জীবনে এ বড়াই ! নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই,
অনন্ত কালের সহ কেন করি তুল
জীবনের, ভাঙ্গে নাত এই মহাভুল !

(১৫৬)

'অবশ্য মরিতে হবে' কেনা জানে ভবে ?
তবুত বুঝেনা কেহ ; এযে মা, বিষম মোহ !
অনন্ত সময় তরে জীবনের আশা,
মুগ্ধপ্রাণে মায়ার এ বড়ই তামাসা !

(১৫৭)

'মরিলে জন্মিতে হয়', 'জন্মিলে মরণ'
এইত 'গীতার' উক্তি ; তবে কি নির্ব্বাণ মুক্তি
কারো ভাগ্যে নাই ভবে ? তবে কি মা ! আর
নাই অন্য গতি ? স্বধু গতায়াত সার ?

(১৫৮)

মরিলে জন্মিতে হয় মৃত্যু কেন তবে ?
দেহ হতে দেহান্তরে, অবিরত ঘুরে ঘুরে
কি সুখ আত্মায় ? তাতে কোন্ প্রয়োজন
জানিনা সৃষ্টির তব হয় মা ! সাধন।

(১৫৯)

দিয়েছ, দিতেছ আর নিতেছ কাড়িয়া,
স্বজন, বান্ধব কত, স্বপ্নপ্রায় অবিরত,
এই আছে, এই নাই! খুজিলে সংসার
যে যায় তাহার দেখা নাহি পাই আর।

(১৬০)

তব পদমূলে দেবি! পবিত্র শ্মশানে,
হারায়েছি পিতা, মাতা, হারায়েছি ভগ্নী, ভ্রাতা,
পুত্র, কন্যা, পত্নী,—কত স্বজন আমার
চিরদিন তরে, দেখা পাইব না আর।

(১৬১)

পাইব না আর দেখা, ফিরিবে না কেহ,
শত কান্না, হাহাকার, শত নেত্র-বারি-ধার,
পারিবে না ফিরাইতে, বিশ্ব বিনিময়
করিলেও নিয়মের না হবে ব্যত্যয়।

(১৬২)

দিবসের পর রাতি, পক্ষ, সাতবার,
ছয় ঋতু, বর্ষ, মাস, চন্দ্র, সূর্য্য পরকাশ,
গতিবিধি করিতেছে সতত পর্য্যায়
ব্যতিক্রম একতিল নাহি দেখি তায়।

(১৬৩)

কিন্তু প্রাণ চলি গেলে আসেনা ফিরিয়া
মৃতদেহে পুনরায়, কি বিষম রীতি হায়!
বুঝিব কেমনে? বুঝে শক্তি হেন কার
তোমা বিনা এ সংসারে? কি লীলা তোমার!

(১৬৪)

কত মৃতদেহ ছেদি তন্ন তন্ন করি,
শিখিতে শরীর তত্ত্ব, বিস্ময়ে হইয়া মত্ত
দেখিয়াছি, কিছু নাহি হয় ব্যতিক্রম,
যেমন গড়েছ, ঠিক রয়েছে তেমন।

(১৬৫)

অস্থি, মাংস, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, লসিকা,
মস্তিষ্ক, যকৃত, অন্ত্র, শরীরের যত যন্ত্র,
যথাযোগ্য স্থানে দেখি আছে অবিকল
কিন্তু দেহ শক্তি হীন নিস্পন্দ অচল!

(১৬৬)

নিস্পন্দ অচল দেহ চেতনা বিহীন,
অগ্নি, জল, অস্ত্রাঘাত, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত,
অবাধে সহিছে, নাহি প্রতিক্রিয়া তার,
প্রস্তর নির্ম্মিত যেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার!

(১৬৭)

হয় অচেতন দেহ পুতিগন্ধময়,
বিকৃত আকার হেরে, ছুই না মা! ঘৃণা করে,
ছোট, বড়, সদসৎ, কুৎসিত, সুন্দর,
তখন থাকে না আর কিছু ভিন্নতর।

(১৬৮)

সকলিত থাকে তবে ক্রিয়াশূন্য কেন?
কিসের অভাব হলে জীব-ক্রিয়া যায় চলে?
কোথায় তাহার স্থান আকার কেমন,
কি গুণে চেতন দেহ করে অচেতন?

(১৬৯)

জনশ্রুতি আত্মা বলে জীব-দেহ চলে,
কিন্তু কোথা স্থিতি তার, রূপ, গুণ, কি আকার,
নির্ণয় করিতে ভবে নাহি পারে কেহ,
ভাবিতে গেলেও শুধু বাড়ায় সন্দেহ।

(৭৭০)

তবে কি যে বস্তু তাহা বুঝিব কেমনে?
দেখিতে শকতি নাই, অনুভবে নাহি পাই,
কেবল কল্পনা বলে করি অনুমান—
জীবদেহ কর্ম্মশীল, থাকিলে পরাণ।

(১৭১)

অব্যয় অক্ষয় আত্মা 'গীতার' বচন,
অগ্নি নাহি দগ্ধ করে, মরুত শুষিতে নারে,
জলে সিক্ত, অস্ত্রে বিদ্ধ নাহি হয় কভু,
জন্ম, মৃত্যু শূন্য আত্মা স্বজেছেন বিভু।

(১৭২)

জন্মে না মরে না আত্মা, নাহিক বিনাশ,
এক দেহ শূন্য করে, উড়ে যায় দেহান্তরে,
পুরাণ ত্যজিয়া করে নূতন আশ্রয়,
কোন মতে কোন রূপ নাহি হয় ক্ষয়।

(১৭৩)

একি রঙ্গ জীবাত্মার কি খেলা খেলায়!
নীরবে চলিয়া যায়, কারো মুখ নাহি চায়,
নাহি মানে বাধা, বিঘ্ন, স্বাধীন প্রভাব,
নাহি আবির্ভাব তার নাহি তিরোভাব!

(১৭৪)

পরকাল আছে কিনা কে বলিতে পারে?
আঁধারে রয়েছে যাহা কে দেখায়ে দিবে তাহা?
অনুমানে কে বলিবে? চিন্তার অতীত।
তবে কি সে পরকাল কবির কল্পিত?

(১৭৫)

তবে কি সে পরকাল কবির কল্পিত ?
স্বর্গ ও নরক কথা তবে কি সকলি বৃথা ?
পাপ পুণ্য তবে কি মা; অর্ব্বাচীন বাণী ?
নরক স্মরিয়া তবে ভীত কেন প্রাণী ?

(১৭৬)

পর জন্ম, পর কাল, চিন্তার অতীত,
কেহ না জানিতে পারে, তুমি ভিন্ন এ সংসারে,
নহে পরকাল স্থধু কবির কল্পনা,
চার্ব্বাকের মতামত বৃথাই জল্পনা।

(১৭৭)

পঞ্চ জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বায়ু পঞ্চবিধ,
বুদ্ধি ও মনের সহ, নির্ম্মিত যে সূক্ষ্ম দেহ,
সে দেহে আত্মার স্থিতি, নহে স্থূল দেহে,
'দর্শনের' এই বাক্য দার্শনিক কহে।

(১৭৮)

তব প্রতিবিম্ব আত্মা, এ দেহ দর্পণ,
অপসৃত হলে মায়া, চলে যায় সেই ছায়া
অবলম্বি সূক্ষ্ম দেহ আকার বিহীন,
প্রেতাত্মা স্বরূপে হয় প্রেত-রাজ্যাধীন !

(১৭৯)

ইহাই কি পরকাল এ কাল অতীত ?
সূক্ষ্ম দেহ ভর করি, বায়ুবীয় দেহ ধরি,
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ভাবে হয়ে ক্রিয়াশীল,
ভ্রমে আত্মা এই বিশ্বে, সহায় অনিল ?

(১৮০)

সে লোক কেমন তবে স্থিতি কোথা তার ?
কত কাল সেই লোকে, এ আত্মা কি ভাবে থাকে,
আবার তাহার পর হয় কিবা গতি,
বুঝিব কেমন করে ? দুরূহ যে অতি।

(১৮১)

তবে এই বুঝি গতি জনম আবার ;
মায়ায় পাইয়া মোহ, লয়ে কোন জীব দেহ
আসি এই ধরাধামে ভোগে কর্ম্মফল
বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব জনম সকল।

(১৮২)

জন্ম, জন্ম কর্ম্মফল ভোগিবার তরে,
লভি কত কোটি জন্ম, করিয়াছি কত কর্ম্ম,
আবার লভিব জন্ম কর্ম্মের কারণ,
কত শত কোটি যোনি করিয়া ভ্রমণ।

(১৮৩)

ছিল কিছু পুণ্য, তাই হয়েছি মানব,
জনমেছি উচ্চ কুলে, কিন্তু মায়া মোহে ভুলে,
কুলের মর্য্যাদা কিছু না করি রক্ষণ,
নর হয়ে আচরিছি পশুর মতন।

(১৮৪)

এ পশুত্ব কবে—দূর হইবে আমার ?
প্রবৃত্তি চালায় মোরে, নিবৃত্তি রাখিতে নারে,
পাশব বাসনা মনে জাগিতেছে সদা,
চলিছি পশুর মত লঙ্ঘি বিঘ্ন বাধা।

(১৮৫)

শান্তি ও মুক্তির তরে লালায়িত মন,
কিন্তু ভোগ লালসায়, বাসনায়, কামনায়,
জড়িত সতত, শান্তি কোথা হতে পাব,
ইচ্ছায় রয়েছি বদ্ধ, কিসে মুক্ত হব ?

(১৮৬)

অথবা হইব মুক্ত, যেদিন আমার,
এ দেহ-পিঞ্জর রাখি, উড়ে যাবে প্রাণপাখী
অনন্ত আকাশে, বাধা থাকিবেনা আর
পারিবেনা বাঁধিবারে শৃঙ্খল মায়ার।

(১৮৭)

এ দেহ ত্যজিয়া যবে উঠিব আকাশে,
শূন্যে হয়ে শূন্যময়, বায়ুভূত নিরাশ্রয়,
ফিরিব, ঘূরিব সেই মহাশূন্য পথে,
আকুল পরাণে মাগো! জানিনা কি মতে

(১৮৮)

কোথায় কি ভাবে রব, কবে হবে গতি!
প্রেত লোকে প্রেত পুরে, না জানি কেমন করে,
প্রেতাত্মা হইয়া কত সহিব পরাণে
অসহ্য যাতনা রাশি, তাই ভাবি মনে।

(১৮৯)

ও রাঙ্গা চরণে কি মা! পাবনা আশ্রয়?
ও চরণোপান্তে যবে, এ বিশ্ব মিশিয়া যাবে,
আমি মা! বিশ্বের কণা পাবনা কি স্থান
ও পদের ধূলি সহ, লভিয়া নির্ব্বাণ?

(১৯০)

আমিত বিশ্বের কণা, বিশ্ব মম নয়,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি, অহঙ্কারে দর্প করি,
ভাবি এই বিশ্বে মম আছে অধিকার,
কিন্তু জ্ঞান নাহি আছে আমিত্বে আমার।

(১৯১)

নাহি কণামাত্র জ্ঞান আমিত্বে আমার।
'আমার আমার' করি, আমি কে বুঝিতে নারি,
'আমি' ও 'আমার' রবে পূর্ণ এ ভুবন,
জানিনা 'আমার' বলি আছে কিবা ধন।

(১৯২)

আমিও আমার নহি তবে কি আমার
রহিয়াছে এ সংসারে ? বুঝিব কেমন করে ?
আমাতেও যদি মম নাহি অধিকার
কি ধন এ বিশ্বে তবে রয়েছে আমার ?

(১৯৩)

কোথায় ছিলাম, পুনঃ আনিলে কোথায় !
কত সযতন করে, মাতৃগর্ভে সে আঁধারে
নিভৃতে অদৃশ্য ভাবে সৃজন করিয়া,
দুঃখময় এ সংসারে দিলে মা ! ফেলিয়া।

(১৯৪)

হইলাম অসহায়, কাঁদিলাম কত,
সভয়ে কাতর প্রাণে ! অমনি শুনিয়া কাণে,
দয়া করি দয়াময়ি ! করিলে অর্পণ
জননীর শান্তি অঙ্ক—স্বর্গ সিংহাসন।

(১৯৫)

সেই নিরাপদ স্থানে পড়িনু ঘুমায়ে,
তব দত্ত স্তন-ক্ষীর স্নেহ পূর্ণ জননীর
অতুল যতন, সদা করিল রক্ষণ
সে মহা বিষম কালে এ ক্ষুদ্র জীবন।

(১৯৬)

স্নেহ, মায়া দৃঢ়রূপে করিয়া স্থাপন
মায়ের কোমল বুকে, নীরবে আড়ালে থেকে,
করাইছ এই সব, জননী মূরতি
দেখিয়া চিনিনা তোমা কেন এ দুর্ম্মতি!

(১৯৭)

শিশু কালে পিতৃ, মাতৃ স্নেহেতে বিভোর,
ছিনু কত আদরের, জননীর, জনকের,
অজ্ঞানতা তম-জালে আচ্ছন্ন পরাণ,
ছিল সার কান্না, হাসি, স্তনদুগ্ধ পান।

(১৯৮)

হৃদয়ের কত সখা লইয়া যতনে
বাল্য ও কৈশর বেলা সংসারের ধূলা খেলা
শিখিয়াছি, সরলতা দেখায়ে ভুবনে
এ জ্বালা, যন্ত্রণা কভু পশে নাই মনে।

(১৯৯)

তব কৃপাগুণে ক্রমে লইনু চিনিয়া
দেব, দেবী, পিতা, মাতা, স্নেহের ভগিনী, ভ্রাতা,
প্রাণের প্রেয়সী, বন্ধু বান্ধবাদি যত,
পুত্র, কন্যাগণ যেন পূর্ব্ব পরিচিত।

(২০০)

দুর্দ্দম যৌবনে হয়ে রিপু পরবশ,
পাশব প্রবৃত্তি বলে, হিতাহিত জ্ঞান ভুলে,
অপথ, কুপথ কত করিনু ভ্রমণ,
বারেক পশ্চাৎ পানে না করি ঈক্ষণ।

(২০১)

দুরন্ত কামের সহ বাসনার স্রোতে,
যাইতে লাগিনু ভাসি, মদ, মোহ, লোভ আসি
মাৎসর্য্য, ক্রোধের সহ ঘিরিল আমায়,
ভুলাইয়া নানা মতে বৃথা ছলনায়।

(২০২)

করিলাম সংখ্যাতীত কত শত পাপ ;
জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে হারা, অর্থ তরে মাতোয়ারা,
ভ্রমিলাম এই বিশ্ব লক্ষ্যহীন হয়ে,
জুটিলনা ভাগ্যে, স্ুধু লাগিল হৃদয়ে।

(২০৩)

কত মহা শূল শেল! বলিহারি যাই
তবু মিটিলনা আশা! দ্বিগুণ বাড়িল তৃষা,
জ্বলন্ত অনলে যথা হবির সিঞ্চন,
লালসা-অনল আশা জ্বালিল তেমন।

(২০৪)

অনর্থ ভাবিনু অর্থ, রিপু প্রলোভনে,
কেবলি অনর্থ তরে ঘূরিলাম এ সংসারে,
পাইনু না সার, সুধু বাড়িল দুরাশা
প্রতি পদে বিঘ্ন, তবু দারুণ পিপাসা!

(২০৫)

কত অহঙ্কার হৃদে উঠিল জাগিয়া;
ভাবিলাম দিন দিন, এ বিশ্ব আয়ত্তাধীন,
এই ভাবে এ জীবন যাইবে বহিয়া,
না হেরিনু ক্ষণ তরে পশ্চাতে ফিরিয়া।

(২০৬)

সে ভাবের বিপর্য্যয় হয়েছে এখন;
শোক, দুঃখে অবিরত, বিষম দহিছে চিত,
আর নাই সেই সব হৃদয়ের বল,
এবে সার আত্মগ্লানি, কান্না অশ্রুজল!

(২০৭)

এখন শঙ্কিত মন অন্তিম স্মরিয়া,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সুধু বিভীষিকা দেখি !
কি উপায় হবে ভাবি, শেষের সময়
তরাসে কাঁপিয়া উঠে পাপিষ্ঠ হৃদয়।

(২০৮)

মহাভয়ে ভীত হয়ে কম্পিত অন্তরে,
অসার ভাবিয়া সার স্বপ্ন তুল্য এ সংসার,
এসেছি ভবের কূলে, কুলকুণ্ডলিনি !
দুস্তরে নিস্তার কর নিস্তারকারিণি !

(২০৯)

আকুল পরাণে কাঁদি দুকূল ভাসায়ে,
অকূলে দিও মা ! কূল হইও না প্রতিকূল
যাইতে ভবের কূলে ও মা ! ভব-দারা,
হ'ও অনুকূল, নীরে ডুবা'ও না তারা !

(২১০)

ডুবা'ও না তারা, সেই অকূল পাথারে ;
সে অজ্ঞাত পারাবার না জানি কি দৃশ্য তার
ভীষণ ! অন্তরে ভাবি সঘনে শিহরি
তুমি কর্ণধার, যবে ভাসে দেহ-তরী।

(২১১)

তুমি কর্ণধার যবে দেহতরী ভাসি
সে ভীষণ মহানীরে, দিশাহারা হয়ে ফিরে,
প্রখর আবর্ত্তে তার, ভীম ঘূর্ণিপাকে,
তাই ভীত মনে আজ ডাকিছি তোমাকে।

(২১২)

কত আশা লয়ে বুকে এসেছি চরণে
নিদয় হইয়া ঠেলি ফেলিয়া দিও না কালি!
আশার কোরকগুলি দেও ফুটিবারে,
অকালে মা! বৃন্তচ্যুত কর'না সবারে।

(২১৩)

দহিতেছি দিবা, রাতি দুঃখের দহনে,
আরত সহেনা জ্বালা কর কৃপা গিরিবালা,
দেও শান্তি, শান্তিরাজ্যে, শান্তি-স্বরূপিনি!
এ অশান্তি হ'ক শান্ত জগৎ-জননি!

(২১৪)

দিনে দিনে আয়ু-দিন যেতেছে কাটিয়া,
দেহ হ'ল তেজশূন্য, আসিয়াছে অপরাহ্ন,
শেষের সেদিন তুমি হ'ওনা নিদয়,
পাপপূর্ণ জীবনের সেইত সময়।

(২১৫)

সেইত সময় মাগো! ভয়ঙ্কর অতি,
সে সময়ে এই ভবে কেহনা সহায় হবে
ধন, রত্ন, পরিচ্ছদ, প্রিয় পরিজন,
পড়ে রবে দূরগত, না হবে আপন।

(২১৬)

না হবে আপন কেহ এ ভব সংসারে;
আপন বলিয়া যারা, হায়রে! তখন তারা
ঘৃণা করি ছেড়ে যাবে হেরি অচেতন
এই দেহ হতে প্রাণ পালাবে যখন।

(২১৭)

অস্পৃশ্য বলিয়া কেহ ছুবেনা আমায়;
গৃহ হ'তে লয়ে দূরে, মৃত্তিকার শয্যা'পরে,
ফেলিয়া রাখিবে ত্যাজ্য আবর্জ্জনা মত,
ছেঁড়া বস্ত্রে, ছেঁড়া চটে করিয়া আবৃত।

(২১৮)

তখন শ্মশান-বন্ধু, যদি ভাগ্যে থাকে,
সযতনে স্কন্ধে করে' শান্তি শয্যা চিতা'পরে
শোওয়াইয়া করিবেক কত প্রদক্ষিণ
তারাই প্রকৃত বন্ধু শেষের সেদিন।

(২১৯)

কে আমি ছিলাম কোথা ? আইস্নু কেমনে ?
কেবা পিতা, কেবা মাতা ? কেবা ভগ্নী, কেবা ভ্রাতা ?
কেবা পত্নী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, পরিবার ?
কিছুইত নয়, সুধু কুহক মায়ার !

(১২০)

কিছুইত নয়, সুধু কুহক মায়ার
সংসারের কার্য্য যত ; তবে কেন অবিরত
এ ছার কুহকে ভুলি থাকি অচেতন,
কেনবা ঘুচেনা এই মোহ আবরণ !

(২২১ (

প্রখর কালের স্রোতে যেতেছে ভাসিয়া
জগতের প্রাণী যত, কর্ম্মফলে, কর্ম্ম মত,
কেহ মিলে কার সনে দুদিনের তরে,
আবার ছাড়িয়া ভাসে অনন্ত সাগরে।

(২২২)

এ সংসার পান্থশালা ;—পথিকে পথিকে
যথা ক্ষণপরিচয়, তা হ'তে অধিক নয়
আত্মীয়তা এই ভবে, বুঝিত না কেহ,
ধন্য তব মায়া ! আর ধন্য এই মোহ !

(২২৩)

সংযোগ-বিয়োগ যদি সৃষ্টির নিয়ম,
তবে কেন দিবানিশি, এ অনন্ত দুঃখ রাশি
পুড়িছে সংসার ? সদা কেন হাহাকার
কারো প্রতি কারো যদি নাহি অধিকার ?

(২২৪)

ধ্বংস যদি সংসারের চিরন্তন নীতি,
তবেত অসার বিশ্ব, সার নাহি হয় দৃশ্য,
পরিবর্ত্ত-আবর্ত্তনে সদাই অস্থির
সৃষ্টদ্রব্য যত ; ধন্য রীতি পৃথিবীর !

(২২৫)

ভাঙ্গিছ, গড়িছ, সদা, নাহিক বিরাম
এ বিশাল সৃষ্টি কার্য্যে, তোমার এ বিশ্বরাজ্যে
নিয়মের তিলেক না দেখি ব্যতিক্রম,
দেখাইছ নিত্যকার্য্য সত্ত্ব, রজঃ, তম।

(২২৬)

দিয়াছিলে পুত্র, কন্যা, নিয়েছ কাড়িয়া ;
চাই নাই তবু দিলে, দিয়া পুনঃ হরি নিলে !
দান করি অপহর এ কেমন দান,
বুঝিতে পারেনা তব অবোধ সন্তান।

(২২৭)

তব দত্ত দিব্য রত্ন অতি সযতনে
রেখেছিনু এই বক্ষে, হৃদয়ের শান্তি কক্ষে,
স্নেহের সুদৃঢ় পাশে কঠিন বন্ধনে,
হারাইব বলি সদা ভীত হয়ে মনে ;

(২২৮)

তবু মা ! নিদয় হয়ে করিলে হরণ !
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ি পলকে লইলে হরি !
মহানদী 'পদ্মা'-তীরে শ্মশান শয্যায়,
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ রাখিলাম হায়,

(২২৯)

তব দত্ত সে রতন চরণে তোমার !
উন্মত্ত হইনু শোকে, অশনি বাজিল বুকে,
হেরিনু আঁধার বিশ্ব, আঁধার সকল,
ভিজাইনু বসুন্ধরা ঢালি অশ্রুজল !

(২৩০)

সে ঘোর আঁধারে পুনঃ দেখালে জননি !
ক্ষুদ্র এক ক্ষীণালোক, ভুলিতে লাগিনু শোক,
মায়ার মায়ায়, আর আশার আশায়,
জীবন সঞ্চার দেহে হ'ল পুনরায়।

(২৩১)

কিন্তু কিযে দুরদৃষ্ট! ভাগ্যহীন আমি,
দুরন্ত কৃতান্ত অরি, অকস্মাৎ নিল হরি!
বিদীর্ণ হইল বুক, হাহাকার ক'রে,
নিশীথে নিষ্ঠুর প্রাণে 'বুড়ীগঙ্গা' তীরে,

(২৩২)

রাখিলাম সে রতনো জ্বলন্ত চিতায়
তোমার অভয় পদে! দেখ মা! জ্বলিছে হৃদে
ভীমবেগে দিবানিশি শোক হুতাশন
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর স্মৃতি যোগায় ইন্ধন!

(২৩৩)

এই নহে শেষ, মাগো! ধর্ম্মপত্নী মম,
শোকে হয়ে ম্রিয়মাণ, অনন্তে ঢালিল প্রাণ,
'সুবর্ণ রেখার' সেই সুপবিত্র তীরে,
ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন নিশীথ আঁধারে,

(২৩৪)

প্রজ্বলিত চিতা-বক্ষে তব রাঙ্গা পায়,
রাখিলাম চিরতরে, কত হাহাকার ক'রে!
লভিল সে শোকে শান্তি শ্মশান-শয্যায়,
দুঃখময় এ সংসারে ফেলিয়া আমায়।

(২৩৫)

দুঃখময় এ সংসারে ফেলিয়া আমায়
চলি গেল বন্ধু যত, জাগ্রত স্বপন মত!
পাসরিয়া অভাগারে হয়ে উর্দ্ধ্বগামী,
এ বিশাল বিশ্ব মাঝে একাকী মা! আমি!

(২৩৬)

এ বিশাল বিশ্ব মাঝে একাকী মা! আমি,
কাঁপে বুক ঝরে নেত্র সতত শিহরে গাত্র,
ভীষণ আঁধারে কিছু দেখা নাহি যায়,
নাহি পথ! কোথা যাব? কি হবে উপায়?

(২৩৭)

মোহ-সম্মেশের বশে দেখিনু স্বপন
অদ্ভুত অদ্ভুত কত! প্রণয়িনী, সুতা, সুত,
আমোদ, প্রমোদ, হর্ষ, বহু আশা আর,
ভাবিলাম সুখময় এ ভব সংসার।

(২৩৮)

ভাঙ্গিল সে মোহনিদ্রা, চকিতে বিস্ময়ে,
নয়ন উন্মীলি দেখি, কিছু নাই সব ফাকী!
কাঁদিল পরাণ, বুক ফাটিল আমার,
হেরিনু দুঃখের বিশ্ব ঘোর অন্ধকার!

(২৩৯)

কয়টী কুসুম-রত্নে করিয়াছি পূজা
তোমার চরণ কালি ! কত নেত্র-জল ঢালি
দেখ—শূন্য পুষ্প পাত্র—, কিছু নাই তাতে,
নির্ম্মাল্যও সমর্পিত শেষ অঞ্জলিতে।

(২৪০)

জননি ! করুণা করি অধম সন্তানে,
শোক-অশ্রু-জল সহ, সে ফুল্ল কুসুম লহ
উপহার তব পদে, বড় আদরের,
শোক, দুঃখ, তাপ, জ্বালা সহ শোকার্ত্তের।

(২৪১)

শোক, দুঃখ, তাপ, জ্বালা সহ শোকার্ত্তের,
লহ মা ! চরণে লহ, অভাগার অশ্রুসহ,
অর্পিনু ও রাঙ্গা পদে কাঙ্গালের ধন,
হৃদয় আঁধার করি অমূল্য রতন।

(২৪২)

ফুরাল সকল আশা, বাসনা, কামনা,
ফুরাইয়া গেল হায়, নিশার স্বপন প্রায় !
আবার ডুবিনু সেই ভীষণ আঁধারে
হইলাম জীবন্মৃত জীবনের তরে !

(২৪৩)

সকলি ফুরাল তবু ফুরায় না মায়া,
এ বড় বিষম ফাঁদ ছাড়াইতে আটে বাঁধ!
ছিঁড়িবেনা কভু, তব না হইলে দয়া,
অচ্ছেদ্য, অপরিহার্য্য তোমার এ মায়া।

(২৪৪)

জীবের কি সাধ্য আছে কি করিতে পারে?
আছি তব আজ্ঞাকারী, যা করাও তাই করি,
মায়ার সংসার মাঝে মায়ায়, আশায়,
অতীত জীবনে মাগো! তব অনুজ্ঞায়,

(২৪৫)

নিয়োজিত অভিনয় করি সমাপন
যথাসাধ্য অঙ্কে অঙ্কে, আতঙ্কে ও নিরাতঙ্কে
শূন্য মঞ্চে বসে আছি আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
আর কি করিতে হবে বল মা! আমায়।

(২৪৬)

করিয়াছি বহু কর্ম্ম, আর কত বাকী?
জন্মে, জন্মে এ সংসারে, সুকঠিন কারাগারে,
দুষ্ক্রিয়া আসক্ত হয়ে প্রবৃত্তির বশে,
সুকৃতি অবজ্ঞা করি ভোগ অভিলাষে,

(২৪৭)

কত সাজে সাজিয়াছি ভব-রঙ্গভূমে!
প্রাণে ত সহেনা আর, কান্না, অশ্রু, হাহাকার,
এ হেন কর্ম্মেতে আর করোনা নিয়োগ,
বুঝিয়াছি মুখাস্বাদ করি উপভোগ।

(২৪৮)

এ সংসারে ঘরে ঘরে তব নাট্যশালা,
চলে ক্রীড়া অবিরত; আমি মা! কাঁদিছি যত,
ঢালিতেছে অহোরাত্র যত অশ্রুজল,
হেন ভাগ্যহীন বুঝি সৃজেছ বিরল।

(২৪৯)

কত জন কত মতে দেখি এ সংসারে,
করিয়া ধর্ম্মের ভাণ, স্থূল বুদ্ধি মন, প্রাণ,
হরিতেছে অবিরত, বৃথা ছলনায়,
স্বার্থময় এ সংসারে স্বার্থের আশায়।

(২৫০)

দেবালয়ে, লোকালয়ে, পথি পার্শ্বে, মাঠে,
কপালেতে দীর্ঘ ফোটা, মাথায় জটার ঘটা,
গৈরিক বসন আর ভস্ম মাখা দেহ,
কপট সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখি অহরহ।

(২৫১)

এ কেমন সাজ ? কিন্তু আছে কত জন
দেখি নাই, শুনি কাণে, পর্ব্বতে, কন্দরে, বনে
মুদিয়া নয়নদ্বয়, জ্ঞাননেত্র খুলি,
সর্ব্ব ত্যাগী হয়ে, যেন অচল পুত্তুলি ?

(২৫২)

তোমা ভিন্ন আর কিছু জানে না কখন ;
কিবা মন্ত্র, প্রাণায়াম, জপিছে তোমার নাম,
হৃদয়ের পদ্মাসনে ধ্যান করি তব,
ত্যজি তুচ্ছ সংসারের অলীক বিভব।

(২৫৩)

কে শিখাল এই গুণ, শিখিল কেমনে ?
কেমনে শিখিল তারা, মায়া-পাশ ছিন্ন করা,
হেন সুকঠিন কাজে কে করিল ব্রতী
তব কৃপা বলে কি মা ! এ হেন সুকৃতি ?

(২৫৪)

বাহ্য জগতের তারা না লয় সন্ধান,
অন্তর জগৎ-পানে, চেয়ে আছে এক ধ্যানে,
তোমার আশায়, সদা মন কুতুহলে
এ হেন সন্তানে তব, লও কি মা কোলে ?

(২৫৫)

নাহি পুণ্য, তবু আশা ছিল কৃপাময়ি !
এই গৃহাশ্রমে থাকি, সতত তোমায় ডাকি,
অধমের প্রতি তব সে করুণা কই ?
দিন ত ফুরায়ে যায় দেখ না মা ! অই

(২৫৬)

জীবনের সন্ধ্যাকাল এলো সন্নিকটে
সঙ্গে লয়ে কত ধ্বান্ত, তবু মা ! এমনি ভ্রান্ত
ভাবিনা যে হবে শেষ, সে সায়াহ্ন বেলা,
নীরবে আঁধারে এই জীবনের খেলা।।

(২৫৭)

এই জীবনের খেলা যাবে ফুরাইয়া
সুখ ভোগ, ভালবাসা, দিগন্ত বাপিনী আশা,
সকলি হইবে শেষ, শেষের সেদিনে,
একে একে সে অনন্ত আঁধারের কোণে।

(২৫৮)

রসনা অলস হবে বাক্য উচ্চারণে,
আঁখি হবে দৃষ্টিহীন, জ্ঞান বুদ্ধি হবে লীন,
পরাণ আকুল হবে, হারাব চেতন,
হবে ক্রিয়াহীন দেহ, বহিবে তখন

(২৫৯)

ঘন ঘন মৃত্যুশ্বাস, লুপ্ত নাড়ী গতি,
নিঃশেষ হইবে আয়ু, বাহিরিতে প্রাণ বায়ু.
স্পন্দিত হইবে দেহ, অবশ, শীতল,
শরীরের যত যন্ত্র হবে হীনবল।

(২৬০)

হইবে মা! শ্বাসকৃচ্ছ, পড়িব তুফানে,
বিভীষিকা দেখি কত শিহরিব অবিরত।
পাইব না কাহারে মা! এ মরত ধামে
হইতে সহায়, মম জীবন সংগ্রামে!

(২৬১)

আমার বলিয়া যারা রয়েছে সংসারে,
বসি পাশে অধোমুখে, অধীর হইয়া শোকে,
বাস্প বিগলিত নেত্রে হাহাকার করি,
কাঁদিবে আকুল প্রাণে চারিদিক ঘিরি।

(২৬২)

দয়া, মায়া, লৌকিকতা, দেখাবার তরে,
আরো মা কাঁদিবে কত, স্বজন বান্ধব যত,
প্রতিবেশী ছাড়িবেক সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
শেষের সেদিনে করি কত 'হা হুতাশ।'

(২৬৩)

সে সব শোকের ছবি দেখিব না চোকে,
কিছু না বলিব মুখে, বিদ্ধ নাহি হবে বুকে
সে শোকের শক্তিশেল, ত্যজিব তখন
কাঁদিয়াও কাঁদাইয়া এ পাপ জীবন।

(২৬৪)

সে সময় তোমা বিনা বন্ধু নাই ভবে,
সে কাল ভীষণ অতি, তুমি অগতির গতি,
সে দুর্গমে করো গতি দুর্গতিনাশিনি।
দুষ্কৃত অধমে ত্রাণ করো নিস্তারিনি!

(২৬৫)

রুদ্ধ হলে বাকশক্তি করো শক্তি দান,
ঘোর প্রলাপের ছলে, 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা' বলে,
ডাকি যেন সে সময় পরাণ ভরিয়া,
বিমল শান্তির আলো হৃদয়ে জ্বালিয়া।

(২৬৬)

দৃষ্টিহীন হ'লে আঁখি করুণা বিতরি
দিও জ্ঞাননেত্র খুলি, আনন্দে নয়ন মেলি,
দেখি যেন তব মূর্ত্তি অমর বাঞ্ছিত,
এ জীবন অন্তকালে হ'য়ে ধ্যান রত—

জটাজুট সমাযুক্ত, অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে,
সুদৃশ্য লোচনত্রয়, পূর্ণ চন্দ্রানন,
অতসী কুসুম বর্ণ, সুনেত্র কপালে,
নবীন যৌবন, দেহে সর্ব্ব আভরণ।
পীনোন্নত পয়োধর, দিব্য দন্তশ্রেণী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, মহিষমর্দ্দিনী।
খড়গ, চক্র, শক্তি, বাণ, ত্রিশূল দক্ষিণে,
মৃণাল সদৃশ দশ বাহু সুশোভিত,
পূর্ণচাপ, পাশাঙ্কুশ, খেটক, পরশু,
কিম্বা, ঘণ্টা, বাম হস্তে আছে নিয়োজিত।
শিরশূন্য বিকট লুলাপ অধোধারে,
তদদ্ভুত ভীষণ দানব খড়গ পাণি,
শূলবিদ্ধ হৃদ্, বক্ষঃ প্লাবিত রুধিরে,
রক্ত বিস্ফুরিত নেত্র, নীল দেহখানি
দৃঢ় বদ্ধ নাগ-পাশে, ভ্রূকুটী ভীষণ,
কেশগুচ্ছ পাশ সহ করেছ ধারণ।
উগারিছে রক্তরাশি ভীষণ কেশরী,
তোমার দক্ষিণ পদ পৃষ্ঠে শোভে তার,
রাখিয়াছ বামাঙ্গুষ্ঠ, মহিষ উপরি,
দৈত্যনিসূদনী মূর্ত্তি! মহিমা অপার।
আবাহন জানিনা মা! জানিনা পূজন আমি,
বিসর্জ্জন জানিনা মা! ক্ষমিও আমায়,

ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, বিধিহীন আমি তারা,
অধমের এ পূজা মা ! ল'ও রাঙ্গা পায়।
নাহি জানি মন্ত্র, তন্ত্র, মূর্খ আমি কোথা পাব ?
বিনা মন্ত্র. উপচারে করি যেন পূজা,
মানসে, মানসে মাগো ! ভকতি বিহ্বল হয়ে,
ত্রিলোক আরাধ্য পদ তোমার গিরিজা !
হৃদ-পদ্ম-সুধা-সিন্ধু মধ্যে দিব্য রত্নদ্বীপ,
তদুপরি কল্পতরু পবিত্র সুন্দর,
সে কল্প পাদপ মূলে হৃদয়ের পদ্মাসনে,
স্থাপিয়া তোমায় দেবি ! হর্ষিত অন্তর,
কুলকুণ্ডলিনী চক্র তদদ্ভুত দিব্য বারি,
সুপবিত্র পাদ্যরূপে করিয়া প্রদান,
পূজি যেন ভক্তিভাবে তোমা কুলকুণ্ডলিনি !
মন-অর্ঘ্যে, অকূলেতে পাইবারে স্থান।
সহস্র দলের সুধা দিব আচমনীয়, মা
ক্ষিতি আদি চতুর্ব্বিংশ গন্ধ মনোহর,
দয়াদি সুন্দর ফুল, ধূপরূপে দিব প্রাণ,
তেজ-দীপ দিব জ্বেলে অতি স্নিগ্ধকর।
ষড়রিপু মহাপশু, সুখে দিয়া বলিদান,
নিষ্কাম হইয়া তব করিব আরতি,
হৃদ-পদ্ম-চক্র-ধ্বনি, বাজিবে মধুর বাদ্য,
ভক্তি-সিন্ধু-নীরে ডুবে যাবে পাপ মতি।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সমর্পিয়া দিব মা! নৈবিদ্য রূপে,
সুধা সমুদ্রের জল পানীয় মধুর,
জ্ঞাননেত্রে ভক্তিভাবে নিরখিব মূর্ত্তি তব,
পাপ, তাপ, দুঃখ, জ্বালা চলে যাবে দূর।
মহাদেবি, মহামায়া, যোগমায়া, সুরেশ্বরি,
মহারুদ্রা, মহাঘোরা, অম্বিকে, পরমেশ্বরি,
ঈশ্বরি, কৌশিকি, জয়া, চর্চ্চিকে, মহাযোগিনি,
শঙ্খিনি, ললিতে, কীর্ত্তি, শিবদূতি, নিস্তারিণি,
নৃমুণ্ডমালিনি, ধৃতি, মহাবলে, যশস্বিনি,
শবাসনে, দিগ্বসনে, মহাভয় বিনাশিনি,
বুদ্ধি, লজ্জা, ক্ষমা, পুষ্টি, দূতিনি, পাপনাশিনি,
ধনেশ্বরি, শাকম্ভরি, ভ্রামরি, মুক্তিদায়িনি,
উমা, লক্ষ্মী, গৌরি, সর্ব্বে, কৃষ্ণা, ধূম্রা, বিষ্ণুমায়া,
শ্রদ্ধা, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, ক্ষুধা, শান্তি, ছায়া,
বারাহি, বৈষ্ণবি, শিবে, তৃষ্ণা, সারা, জ্যোৎস্না, ভ্রান্তি,
দুর্গপারা, কালরাত্রি, বিধাত্রি, বরদে, কান্তি,
চামুণ্ডে, মঙ্গলে, কালি, ভদ্রকালি, কপালিনি,
জয়ন্তি, প্রচণ্ডে, চণ্ডি, দৈত্য-দর্প-নিসূদিনি,
গায়ত্রি, সাবিত্রি, বাণি, সিদ্ধিদাত্রি, যোগেশ্বরি,
স্বাহা, স্বধা, কালনিদ্রে, নবদুর্গে মাহেশ্বরি,
ব্রাহ্মি, ঐন্দ্রি, নারসিংহি, কামাক্ষি, কামিনি, সতি,
ষোড়শি, মাতঙ্গি, বিদ্যে, ত্রিগুণা, রুদ্রাণি, চিতি,

পার্ব্বতি, শারদে, ভদ্রে, উগ্রচণ্ডে, ভবদারা,
বারুণি, ব্রহ্মাণি, শক্তি, কৌবেরি, বিজয়া, তারা,
ছিন্নমস্তে, ধূমাবতি, বগলে, ভুবনেশ্বরি,
তামসি, সাত্বিকি, দেবি, মহালক্ষ্মি, মালাধরি,
শরণ্যে, বরণ্যে, শান্তে, ভৈরবি, শূলধারিণি,
বিশ্বরূপি, বিশালাক্ষি, শৈলজে, জগত্তারিণি,
দুর্গতিনাশিনি, দুর্গে, ভয়ভয় নিবারিণি,
প্রকৃতি, ঈশানি, অম্বে, দুর্গমে গতিদায়িনি,
মহিষাসুর-মর্দ্দিনি, নিশুম্ভ-শুম্ভ ঘাতিনি,
দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশিনি, ভবানি, বিন্ধ্যবাসিনি,
পরাৎপরা, সারাৎসারা, ব্রহ্মময়ি, গিরিসুতা,
ভগবতি, বিশ্ববীজ, শঙ্করি, অপরাজিতা,
জগন্মাতঃ, জগদ্ধাত্রি, জগতানন্দকারিণি,
অন্নপূর্ণে, গিরি-কন্যে, সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশিনি,
দাক্ষায়ণি, কাত্যায়নি, নারায়ণি, সনাতনি,
সিদ্ধেশ্বরি বিশ্বেশ্বরি, পরিত্রাণ-প্রদায়িনি,
যোগনিদ্রে, জগন্ময়ে, মহারাত্রি, মোহরাত্রি,
শর্ব্বাণি, কল্যাণি, মাতঃ, ত্রিলোচনি, ক্ষমাদাত্রি !
প্রসীদ করুণাময়ি ! প্রসীদ দীনের প্রতি,
তুমি বিনা সে সময়ে নাহিত মা ! অন্য গতি।
আনিয়াছ এ সংসারে ভাসাইতে অশ্রুজলে
নহে তব দোষ মাগো ! সুধু স্বীয় কর্ম্মফলে।

সকলি ফুরায়ে গেছে, প্রাণ মাত্র আছে বাকী
আরো কত কাঁদাইবে হায়! অলক্ষিত থাকি?
অই দিব্যরূপে দেখা দিও প্রাণ অন্তকালে
নিজগুণে দয়াময়ি! দয়া করি এ কাঙ্গালে।
মহিমামণ্ডিত রূপ, নিরখি নয়ন ভরি,
ধূলি বিলুণ্ঠিত হয়ে, পড়িয়া চরণোপরি,
ডাকি যেন 'মা, মা' বলে, ভক্তিগদগদ হয়ে,
আনন্দ উচ্ছ্বাস রাশি, হৃদে যেন যায় বয়ে।
ভীষণ সংসার ক্ষেত্র! মূরতি ভীষণ তার!
বড়ই কঠিন মাগো! যাতায়াত বারবার।
এই কান্না, হাহাকার, এই শোক অশ্রুজল,
হইবেনা সমাধান! ফুরাবেনা কর্ম্মফল।
দেখ্ মা! জ্বলিছে চিতে কত চিতা অবিরত
দিবানিশি সমভাবে! কেমনে সহিব মাতঃ!
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, শ্মশান ত প্রিয় তব,
আয় মা! শ্মশান বুকে, কৃপা করি সহ ভব।
পরাণ শীতল হবে, শোক, দুঃখ যাবে দূরে,
লভিব অনন্ত শান্তি, আর না আসিব ফিরে।
পতিত তরাও, তাই পতিতপাবনী নাম,
পতিত চাহিছে কৃপা, পূরাও মা! মনস্কাম।
তুমি মা! করুণাসিন্ধু পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী,
মহিমা বুঝিবে কিসে, হায়! এই ক্ষুদ্র প্রাণী?

মায়ার সংসার তব, মায়াতে অস্তিত্ব তার,
খেলিছ মায়ার খেলা, কল্পে, কল্পে, মা আমার!
মায়ায় সংসার রাখে, মায়ায় এ গৃহাশ্রম,
সংসার-মরুতে মায়া, সৃজে মরীচিকা ভ্রম!
মায়ায় ঝরিছে নেত্র, মায়ায় কাঁদিছে প্রাণ,
মায়ায় বাজিছে বুকে, শোকের সুতীক্ষ্ণ বাণ।
কত ডাকিয়াছি তোমা, তবু দয়া নাহি হ'ল,
শোক, দুঃখ, হাহাকারে, সারাটী জীবন গেল।
আরত সময় নাই, সায়াহ্ন মা! সমাগত,
ফুরায়েছে সব আশা, ইহ জীবনের যত।
ভীষণ আঁধার বিশ্ব, তাহে বিভীষিকা কত!
খুলে দিয়ে জ্ঞান নেত্র, দেখাও মা! দিব্যপথ।
'না হইলে কর্ম্মশেষ, জন্ম, মৃত্যু অনিবার্য্য,
ইহা যদি জগদম্বে! তোমার সৃষ্টির কার্য্য,
কর যাহা ইচ্ছা তব, ইচ্ছাময়ী নারায়ণি।
অন্তিমে চরণোপান্তে, রেখো দীনে কাত্যায়নি!
পরজন্ম, কর্ম্মফল, কিছুই ডরিনা আর,
অন্তকালে যদি দেখি, অই মূর্ত্তি মা! তোমার।
নাহি দ্বিধা পাপ. পুণ্যে, নাহি করি যম শঙ্কা,
শেষের সেদিনে যদি, পূরাও মা! এ আকাঙ্ক্ষা।
হয় হ'ক কোটি জন্ম, নাহি কিছু ক্ষতি তায়,
তুচ্ছ কর্ম্মভোগ, যদি মতি থাকে, রাঙ্গা পায়।

স্বরগ, নরক, ভেদ কিছুনা করিতে চাই,
ও রাঙ্গা চরণ যদি, অন্তিমে দেখিতে পাই।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভয়ে কাঁপি থরথরি,
শুনেছি মা! ভাসে তাতে, তোমার চরণ-তরী।
অভয়-বাঞ্ছিত পদ অভয়ে, দিও মা! মাথে,
যাই যেন নিরাপদে, সে ঘোর তুর্গম পথে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, পড়ি ও চরণ-তলে,
পাখালি অভয় পদ, যতনে মা! অশ্রুজলে
অভয় পাইয়া তব, ডাকি যেন উচ্চৈঃস্বরে
ভকতি-বিভোর হয়ে, সুমধুর তান ধরে'—
"সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে!
ভয়েভ্য স্ত্রাহিনো দেবি! দুর্গে দেবি! নমহস্তুতে।"

সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ডাক্তার রমণীমোহন চৌধুরী

'বিশ্বের কথা'—মূল্য ।০ চা

'তীর্থে শান্তি'—মূল্য ১।০

পোঃ কাঞ্চনপুর, জিলা

এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট